পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 320 Saturday, 25 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩২০ সংখ্যা ❋ ৭ কার্তিক ১৪৩২, শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

# এসআইআর শুরু হলেই ক্ষমতা চলে আসবে কমিশনের হাতে!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবরঃ** পশ্চিমবঙ্গে এখনও বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরুর ঘোষণা করেনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। আবার শাসকদলের একাধিক নেতাকে বুথ লেভেল অফিসারদের হুঁশিয়ারি দিতেও শোনা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিএলও-দের স্বস্তি দিতে কড়া পদক্ষেপ করছে নির্বাচন কমিশন। বিএলও-দের অন্য কাজ করতে হবে না। এই শর্ত প্রযোজ্য থাকবে শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। এই মর্মে নোটিস জারি করতে চলেছে কমিশন। ইতিমধ্যে অনেক বিএলও-ই কাজ না করতে চেয়ে আবেদন করেছেন। সেখানে তাঁরা জানিয়েছেন, একসঙ্গে দুটো কাজ কী করে সম্ভব। আবার একাধিক তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে বিএলও-দের হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিএলও-দের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। বিএলও-দের গতিবিধির উপর নজর রাখতে বলছেন। এমনকি, নাম বাদ গেলে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন একাধিক তৃণমূল নেতা। এই আবহে বিএলও-দের স্বস্তি দিয়ে

## বাংলায় বিএলও-দের বড় 'বার্তা'

একাধিক পদক্ষেপ করছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর শুরু হলে যাবতীয় ক্ষমতায় থাকবে কমিশনের হাতে। ফলে এসআইআরের সঙ্গে যুক্ত কোনও কর্মী-আধিকারিককে বদলি করা যাবে না। এসআইআর চলাকালীন অন্য কোনও কাজ বিএলও-দের করতে হবে না। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। খুব শীঘ্রই এই মর্মে নোটিস জারি হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। এদিকে, দিল্লিতে সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে ২ দিনের বৈঠকের পর কমিশনের অফিসে তৎপরতা তুঙ্গে। কমিশন সূত্রে খবর, বৈঠকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যে কোনও দিন এসআইআর শুরু হতে পারে। এদিকে, বাংলায় এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''২০২১ সালে বিজেপি বিধানসভায় ৭৭টি আসন পেয়েছিল। এসআইআর হলে এবার ২৭ পেরবো না। এসআইআর হলে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ যাবে বাংলাদেশ লাগোয়া জেলাগুলির এসসি, এসটি, তফসিলি ও মতুয়াদের। অসমে আমরা ঘর পোড়া গরু দেখেছি, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। অসমে হিন্দু বাঙালিদের যে অবর্ণনীয় অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, বাংলাতেও একই কাজ করতে চলেছে। সেটা বুঝতে পেরেছে বলেই আজকে মতুয়ারা পর্যন্ত বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।'' বিজেপির আবার বক্তব্য, এসআইআর হলে ১ কোটি নাম বাদ যাবে। সেজন্যই বিরোধিতা করছে তৃণমূল।

## আদালতে 'অস্বস্তি' অর্জুনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবরঃ** প্রথমে শুভেন্দু, তারপর অর্জুন সিং। একই বেঞ্চে ধাক্কা খেলেন দুই বিজেপি নেতা। শুক্রবার তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর মামলায় বিপাকে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে পাল্টা তদন্তের মুখে পড়ে গেলেন তিনি। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চে একটি গুলি চালানোর মামলা খারিজের আবেদন জানিয়ে দ্বারস্থ হয়েছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। কিন্তু অর্জুনের আর্জি শুনল না আদালত। উল্টে তাঁকে ঠেলে দিল তদন্তের পাকেচক্রে। এদিন বিজেপি নেতার আর্জি খারিজ করে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চ। ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মার অধীনে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তবে আগাম জামিনের সুযোগও থাকছে অর্জুনের। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের কাছে 'রক্ষাকবচ' চেয়ে দ্বারস্থ হয়েছিলেন অর্জুন সিং। পুলিশি গ্রেফতারি থেকে 'রক্ষা' পেতে বিচারপতি শম্পা দত্তের বেঞ্চে আবেদন জানান তিনি। মূলত ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানায় অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অর্ধশত এফআইআর-র ভিত্তিতেই এই 'রক্ষাকবচ' চেয়েছিলেন তিনি। যাতে অনুমোদন দেয় আদালত। কিন্তু 'গ্রেফতারি' আটকালেও, তদন্ত আটকানো সম্ভব হল না। চলতি বছরের শুরুর দিকেই ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতার অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত। গত মার্চ জগদ্দলের এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এদিন সেই ঘটনাতেই নতুন করে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট।

## 'বিস্ফোরক' সজল ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবরঃ** একদিকে তৃণমূলকে কটাক্ষ, অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশের বিরুদ্ধে পাল্টা চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত। সজল ঘোষের মন্তব্যে দেখা গেল দুই ক্ষেত্রই। শুক্রবার আদালতে বড় অস্বস্তির সম্মুখীন হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত বছর চারেক ধরে থাকা 'কবচকুণ্ডল' হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাঁর। ফলত আর কোনও রকম আইনত রক্ষা পাচ্ছেন না তিনি। শাসকশিবিরের সামনেও খুলে গেল শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আসরে নামার পথ। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশে 'রক্ষাকবচ' পেয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর করার আগে আদালতের অনুমোদন নিতে হত অভিযোগকারীদের। কিন্তু এবার বিচারপতি মান্থার দেওয়া সেই 'রক্ষাকবচ' সরিয়ে নিলেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। শুক্রবার একটি মামলার শুনানিপর্বে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ, প্রত্যাহার করা হল শুভেন্দু অধিকারীর 'রক্ষাকবচ'। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে মানিকতলা-সহ চারটি মামলায় সিবিআই ও রাজ্য পুলিশের যুগ্ম সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুভেন্দু রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের নির্দেশের পরেই চড়েছে রাজনীতি। আদালতের নির্দেশ ঘিরে তৃণমূলের দিকেই তির ছুড়ে দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। এদিন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''তৃণমূল সুযোগ পেল। আজ ২৯৪টা বিধানসভা, ৪২টা লোকসভা কেন্দ্র ও ৮০ হাজার বুথ, সব জায়গা থেকে শুভেন্দু বাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর করে দিন। আগামিকাল থেকে আবার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে।'' অন্যদিকে এসব ঘটনায় বিজেপি ভয় পায় না বলেই দাবি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তিনি বললেন, ''এসব ধাক্কা-টাক্কা কোনও ব্যাপার নয়। এফআইআর করবে, করুক। এসব আমরা অনেক সহ্য করেছি। জেলে যেতে হলে সবাই যাব, শুভেন্দুদা একা যাবেন কেন?''

## ৬ হবু উপাচার্যকে সোমবার রাজভবনে ডাকলেন আচার্য বোস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবরঃ** রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের হবু উপাচার্যদের রাজভবনে ডেকে পাঠালেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ২৭ অক্টোবর বিকেল ৫টায় তাঁদের রাজভবনে ডাকা হয়েছে। এখনও এই ৬ হবু উপাচার্য হাতে নিয়োগপত্র পাননি। সোমবার আচার্য বোস ৬ জনকে নিয়োগপত্র দেবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের গঠিত কমিটি রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। ৮ জনের নাম স্থির হয়। এই ৮ জনের মধ্যে ২ জনের নামে আপত্তি জানান রাজ্যপাল বোস। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে অর্ণব সেন এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে ওমপ্রকাশ মিশ্রের নামে আপত্তি রয়েছে তাঁর। তবে বাকি ৬ জনের নামে সিলমোহর দেন রাজ্যপাল। সুপ্রিম কোর্টের গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব পাচ্ছেন আশুতোষ ঘোষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসানো হচ্ছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আশিস ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধু রামচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চন্দ্রদীপা ঘোষ ও বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু তালেবকে স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ৬ জনকেই সোমবার রাজভবনে ডেকেছেন আচার্য বোস। ওমপ্রকাশ মিশ্র ও অর্ণব সেন ডাক পাননি। দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। এখন এই ৬ জনকে রাজ্যপাল রাজভবনে ডাকার পর জল্পনা শুরু হয়েছে, সোমবারই কি তাঁদের হাতে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগপত্র দেবেন আচার্য বোস? অবশেষে কি এই ৬ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য পাবে? সব উত্তর জানা যাবে সোমবার বিকেলেই।

## দিল্লিতে আইএস জঙ্গি মডিউল ভেঙে দিল পুলিশ

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবরঃ** দিল্লিতে আইএস-এর সঙ্গে যুক্ত একটি জঙ্গি মডিউল ভেঙে দিল দিল্লি পুলিশ। শুক্রবার জানানো হয়েছে, এই অভিযানে দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছেন তাঁরা। তাদের মধ্যে একজনের নাম আদনান। সে মধ্যপ্রদেশের ভোপালের বাসিন্দা, অপরজনের বাড়ি দিল্লিতেই। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লির সাদিক নগর ও ভোপালে যৌথ অভিযান চালিয়ে দু'জনকে আটক করে পুলিশ, পরে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে মডিউল ভেঙে ফেলে। সেই সময় রাজধানী, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা ও মধ্যপ্রদেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছিল, ধৃতদের নাম আশার দানিশ, আফতাব, সুফিয়ান, মুজাপা এবং কামরান কুরেশি ওরফে সমর খান। দানিশকে ধরা হয় ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে। আফতাব ও সুফিয়ান মুম্বইয়ের বাসিন্দা, আর মুজাপাকে আটক করা হয় তেলঙ্গানা থেকে। তদন্তে উঠে এসেছিল, ধৃতরা ভারতে 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছিল এবং

জানা গিয়েছে, ধৃতদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ থাকতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক ভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্তরা আইএস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং রাজধানী দিল্লিতে বড়সড় জঙ্গি হামলার ছক কষছিল। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও নাশকতার সঙ্গে যুক্ত প্রমাণস্বরূপ সামগ্রী। পুলিশের দাবি, এই গ্রেফতারির ফলে রাজধানীতে সম্ভাব্য এক সন্ত্রাস হানার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এর আগেও চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে দিল্লি পুলিশ একটি পাকিস্তান-ঘেঁষা সন্ত্রাস ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ব্যবহার করে বড়সড় সন্ত্রাস হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, পাকিস্তান-ভিত্তিক এক হ্যান্ডলার সোশ্যাল মিডিয়ার এনক্রিপটেড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত তাদের সঙ্গে। ওই হ্যান্ডলারদের কাছ থেকেই তারা পেত উগ্রপন্থী প্রচারসামগ্রী ও নির্দেশ- অস্ত্র, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ জোগাড় করতে। দিল্লি পুলিশের দাবি ছিল, এই জঙ্গিগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য শুধু বিস্ফোরক তৈরি নয় বরং দেশে এমন এক আত্মনির্ভর সন্ত্রাস নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যেখানে স্থানীয়ভাবে অস্ত্র প্রস্তুত করা যাবে এবং উগ্র মতাদর্শ আরও ছড়িয়ে দেওয়া যাবে।

## বিহারে ভোট প্রচারে মাখানা-মণিহার মোদির গলায়, কর্পূরী-বরণ, জঙ্গলরাজ ও অন্যান্য কথা

**সংবাদ সংস্থা, সমস্তিপুর, ২৪ অক্টোবরঃ** বিহারের সমস্তিপুরে বিধানসভা ভোটের প্রচারে শুক্রবার কংগ্রেস-আরজেডিকে তীব্র ভাষায় বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের ছেলে চিরাগকে পাশে বসিয়ে এনডিএ জোটের 'বিদায়ী' মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে ফের বিজেপি-জেডিইউ নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের দাবি জানান মোদি। তার আগে ভারতীয় রাজনীতির কিংবদন্তী সমাজতন্ত্রী নেতা ভারতরত্ন কর্পূরী ঠাকুরের বন্দনা করেন প্রধানমন্ত্রী। লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডিকে বিঁধে রাজ্যের মানুষকে লালু-জমানার জঙ্গলরাজের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। এদিন মঞ্চে মোদিকে বিশাল এক মাখানার মালা পরিয়ে বরণ করেন দলের নেতারা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বিহারের বিধানসভা ভোটে জিতবে।'' এই দাবি করে মোদি আরও বলেন, ''কংগ্রেস-আরজেডির মহাগাঁটবন্ধনের নেতারা চুরির অভিযোগে জামিনে মুক্ত রয়েছেন।'' এদিন মোদির মঞ্চে নীতীশ ও চিরাগ ছাড়াও হাজির ছিলেন উপেন্দ্র কুশওয়া। এদিন মোদি ভোটে নীতীশের নেতৃত্বের কথা বললেও জিতলে জেডিইউ সুপ্রিমোই যে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এমন ইঙ্গিত দেননি। গতকাল, বৃহস্পতিবার বিরোধী জোটের তরফে লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করা হলেও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, ''আমাদের তো মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী তেজস্বী। বিজেপি জোটের মুখ্যমন্ত্রী কে?'' কেন্দ্রীয় সরকারের গুণগান ও উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি দিয়েই মোদি সরাসরি কংগ্রেস ও আরজেডিকে তাক করেন। বলেন, ''আরজেডি এবং কংগ্রেস মুখে কী বলে আর কাজে কী করে তা আমার থেকে আপনারাই ভাল জানেন। কয়েক হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে এই লোকগুলো জামিনে গারদের বাইরে ঘুরছে। ওদের চুরি করা এমন অভ্যেসে পরিণত হয়ে গিয়েছে যে, এখন ওরা কর্পূরী ঠাকুরের সম্মান চুরির চেষ্টা করছে। কিন্তু, এ রাজ্যের মানুষ কোনওদিন এই কাজ সহ্য করবেন না। এবার নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে জয় হাসিল করবে এনডিএ।''

সমস্তিপুরের দুধপুরার জনসভায় ৪৫ মিনিটের ভাষণে মোট ১৭ বার জঙ্গলরাজ শব্দটি উচ্চারণ করেন মোদি। তিনি বলেন, ''আপনারা মোবাইলে টর্চ লাইট অন করে দিন। এ আলো উন্নতির দিশা দেখাচ্ছে। এরপরেও কি আপনারা আর লণ্ঠনের (আরজেডির নির্বাচনী প্রতীক) আলো চাইবেন'', উপহাসের ছলে জনতার উদ্দেশে বলেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা দেশ দেখছে, মানুষ আর লণ্ঠনের বাতি চায় না। তিনি আরও বলেন, ''আরজেডির মতো দল থাকলে, সেখানে আইনশৃঙ্খলা একত্রে বাস করতে পারে না। আপনারা কি আবার লাঠবন্ধন সরকারকে এনে ফের পুরনো দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনতে চান?''

### শুভেন্দুর রক্ষাকবচ প্রত্যাহার হাইকোর্টের

## কোনও বক্তব্য থাকলে লিখিত জানানোর নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবরঃ** বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দেওয়া 'ঢাল' প্রত্যাহার করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চ। আপাতত আদালতের দৌলতে আর কোনও রকম 'ঢাল' পাবেন না রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। ফলত শুভেন্দুর অস্বস্তি বাড়ল বলেই মনে করছেন একাংশ। এছাড়াও, মানিকতলা-সহ মোট চারটি মামলায় সিবিআই এবং রাজ্যের যুগ্ম সিট গঠন করেছে আদালত। ২০২১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের খারিজ হয়ে যায়। এরপর শুভেন্দুর 'রক্ষাকবচ' মামলার জল গড়ায় দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে মেলে 'গ্রিন সিগন্যাল'। বহাল থাকে রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ। 'রক্ষাকবচ' পেয়েছেন শুভেন্দু। তবে তার মেয়াদ আপাতত শেষ হল বললেই চলে। শুক্রবার বিরোধী দলনেতার 'রক্ষাকবচ' প্রত্যাহারের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে চলা মোট ২০টি মামলা খারিজের আবেদন জানানো

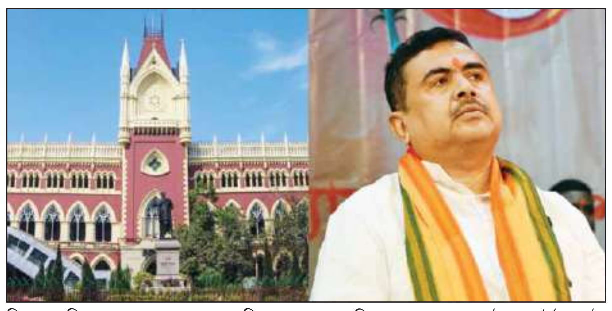

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে এই 'রক্ষাকবচ' পেয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মূলত একটি মামলার শুনানির সময় শুভেন্দুর আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন, ''যদি বিরোধী দলনেতাকে প্রতিহিংসার রাজনীতির মাধ্যমে একাধিক মামলায় জর্জরিত করে দেওয়া হয়, তা হলে তিনি নিজের কাজ ঠিক করতে পারবেন না।'' শুভেন্দুর হয়ে সওয়ালকারীদের এই যুক্তি মেনে নিয়েছিল আদালত। দেওয়া হয়েছিল 'রক্ষাকবচ' যার দৌলতে রাজ্যে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর করার আগে অভিযোগকারীদের আদালতের অনুমতি নিতে হত। বলে রাখা প্রয়োজন, সেই সময় শুভেন্দুর এই 'রক্ষাকবচের' বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল খোদ রাজ্য সরকার। পাল্টা মামলা করা হয়েছিল তাঁদের তরফে। এমনকি, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আইপি মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার দেওয়া নির্দেশ হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই সময়ই এই 'রক্ষাকবচ' প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয় আদালত। পাশাপাশি, ১৫টি মামলা খারিজ করে বেঞ্চ। কিন্তু মানিকতলা-সহ চারটি মামলায় সিবিআই এবং রাজ্যের যুগ্ম সিট গঠন করার নির্দেশ দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। শুভেন্দু 'রক্ষাকবচ' প্রত্যাহার প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এতদিন ধরে যে রক্ষাকবচটা ছিল, আজ চূড়ান্ত শুনানির পর তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুভেন্দুর অধিকারীর বিরুদ্ধে অনেকগুলি এফআইআর চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। আপাতত বেশ কয়েকটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাকি থাকা মামলাগুলিতে সিবিআই ও রাজ্য পুলিশকে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'' এই ঘটনা রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন একাংশ। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পুরনো মামলা কবর খুঁড়ে বের করতে পারে শাসকশিবির, মত ওয়াকিবহাল মহলের।

## বাংলায় এবার আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'? সাগরে বাড়ছে চাপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবরঃ** বাংলায় এবার ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ। সোমবারই বঙ্গোপসাগরের বুকে জন্ম নিত চলেছে নতুন ঘূর্ণিঝড়। থাইল্যান্ড যার নাম দিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'। উৎসবের আবহে শুধুই বৃষ্টির চোখ রাঙানি। থামছে না ঝড়-জল। শীতের পরিবর্তে ফের বাংলার আকাশে জড়ো হয়েছে কালো মেঘ। কিন্তু কোন জেলায় কতটা বৃষ্টি হবে? আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জন্মের পর থেকেই দুর্বল অবস্থা। যার জেরে সেই নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণাবতে। যা সপ্তাহান্তে মিশে যাবে দক্ষিণ-পূর্ব সাগরে। তারপর সেখান থেকেই জন্ম নেবে নতুন নিম্নচাপ। যা রবিবার অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। তারা এও জানিয়েছে, আগামী ২৭ অক্টোবর অর্থাৎ সোমবারের মধ্যে এই নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আবহবিদদের মতে, ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পর যদি তা সোজাসুজি উপকূলের দিকে এগিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মূলত প্রভাব পড়বে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের উপর। বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবে বাংলা। কিন্তু তা না ঘটলে? সম্ভবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ পরিবর্তনেরও। যদি তেমনটা হয় তা হলে রক্ষা নেই বললেই চলে। সমগ্র বাংলাজুড়ে পড়বে প্রভাব। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত দেখা যাবে দক্ষিণবঙ্গে। বাড়বে ঝড়-জল। অবশ্য, এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য দেয়নি মৌসম ভবন।

## চাকার নীচে আটকে বাইক, দাউদাউ করে জ্বলল ভলভো বাস, পুড়ে মৃত্যু ১৯ যাত্রীর

**সংবাদ সংস্থা, অমরাবতী, ২৪ অক্টোবরঃ** ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভলভো বাসে লেগে গেল আগুন। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৯ জন যাত্রীর। আরও অনেকে আহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে অন্ধ্র প্রদেশের কুর্নুলে। বাসে ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল বাসটি। আজ, শুক্রবার ভোর তিনটে নাগাদ বাসটি রাস্তায় সামনে থাকা একটি বাইককে ধাক্কা মারে। বাইকটি বাসের নীচে আটকে যায়। সম্ভবত সেখান থেকেই আগুন লেগে যায়। নিমেষে গোটা বাসটি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। এসি বাস হওয়ায়, যাত্রীরা বেরতেও পারছিল না। যে কয়েকজন জানালা ভাঙতে পেরেছিলেন, তারা কোনওমতে প্রাণে বাঁচেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, ওই সময়ে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল। দেখতেও সমস্যা হচ্ছিল। হয়তো ওই কারণেই বাসটি বাইকে ধাক্কা মারে, তারপরই বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ধরে যায়। বাসের সামনের অংশে আগুন জ্বলতে থাকে, যে কারণে দরজা দিয়ে যাত্রীরা

বের হতে পারেননি। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিক্রান্ত পাটিল জানিয়েছেন, দুইজন চালক ও ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বাসে। ১৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোক প্রকাশ করেছেন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'কুর্নুল জেলার চিন্না টেকুর গ্রামের কাছে বাসে আগুন লাগার ঘটনায় আমি মর্মাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। সরকার আহতদের সবরকমের সাহায্য করবে।' অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ওয়াইএসআরসিপি-র সভাপতি জগন্মোহন রেড্ডিও শোক প্রকাশ করেছেন। সরকারের কাছে তিনি নিহত ও আহতদের আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাস দুর্ঘটনা ২০১৩ সালের মহবুবনগরের বাসে আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এই একই হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু রুটে বাসে আগুন লেগে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, বাসটিতে ব্যাটারি ছিল চালকের আসনের ঠিক নীচে। এছাড়াও ৩০০ লিটারের জ্বালানি ট্যাঙ্কটি ছিল ব্যাটারি বক্সের ঠিক গায়ে লাগানো। এর সঙ্গেই ছিল তিনটি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তেলের ট্যাঙ্ক। বাসটির চেসিস ছিল শক্ত প্লাইউডের, ধাতুর তৈরি নয়। যার ফলে তলা থেকে সহজেই আগুন ধরতে সাহায্য করেছিল। বাসের সিটে ছিল ফোমের প্যাডিং ও কুশন আঁটা, যা সব কিছুই সহজদাহ্য।

## পীযূষ পাণ্ডের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোয়েলও

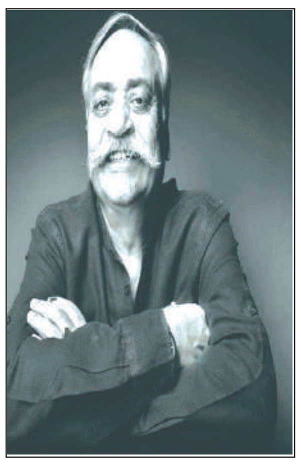

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ দেশের বিখ্যাত একাধিক বিজ্ঞাপনের স্রষ্টা পীযূষ পাণ্ডের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও। শুক্রবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, শ্রী পীযূষ পান্ডে জি তাঁর সৃজনশীলতার জন্য প্রশংসিত ছিলেন। বিজ্ঞাপন এবং কমিউনিকেশনের জগতে তিনি এক অসামান্য অবদান রেখেছেন। বছরের পর বছর ধরে আমাদের মধ্যে যে কমিউনিকেশন ছিল তা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তাঁর পরিবার এবং ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।শোকবার্তায় পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, পদ্মশ্রী পীযূষ পাণ্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য সত্যিই আমার ভাষা নেই। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা গল্প বলার ধরণকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিল, আমাদের অবিস্মরণীয় এবং কালজয়ী আখ্যান দিয়েছিল। আমার কাছে, তিনি এমন একজন বন্ধু ছিলেন যার প্রতিভা তাঁর সত্যতা, উষ্ণতা এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে উজ্জ্বল ছিল। আমি সর্বদা আমাদের আকর্ষণীয় মিথস্ক্রিয়াকে লালন করব। তিনি একটি গভীর শূন্যতা রেখে গেছেন যা পূরণ করা কঠিন। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। ওম শান্তি!

### শান্তিরবাজারে অশান্তি, মহকুমাজুড়ে ১৬৩ ধারা জারি

কমলপুর (ত্রিপুরা), ২৪ অক্টোবরঃ ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার শান্তিরবাজারে পরিস্থিতি ক্রমশই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় প্রশাসন সমগ্র কমলপুর মহকুমা জুড়ে বিএনএসএস এর ১৬৩ ধারা জারি করেছে এবং গুজব ও ভুল তথ্য রোধে ইন্টারনেট পরিষেবাও সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রিপ্রাসা নাগরিক সমাজের ডাকা ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘটের পর উপজাতি ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে পড়লে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রাতের দিকে পুলিশকে লাঠিচার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হতে হয়।শান্তি রক্ষায় বিশাল পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় সালেমা ব্লকের বিডিও অভিজি মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা এবং এসডিপিও সমুদ্র দেববর্মা সহ অন্তত দশজন পুলিশ-প্রশাসনিক কর্মী আহত হন। এছাড়া সাতজন সাধারণ নাগরিকও গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বলে খবর। আহতদের মধ্যে একজনের দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে বলে জানা গেছে।ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ বাজারে দোকান বন্ধের নির্দেশ অমান্য করা ত্রিপ্রাসা নাগরিক সমাজের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ব্যবসায়ীদের হুমকি দেন। প্রতিরোধ গড়ে উঠতেই দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি, পরে পাথরবৃষ্টি শুরু হয়। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন জনতা কেরোসিনভর্তি বোতল নিক্ষেপ করে এবং একটি পার্ক করা লরিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কয়েকটি দোকানেও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালানো হয়। ব্যাপক লুটপাট করা হয়েছে দোকানে।উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে এনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কঠোর নজরদারির পাশাপাশি জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধলাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিবেক এইচবি বলেন, আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনা


### ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# কুর্নুলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অন্ধ্রজুড়ে শোকের ছায়া, প্রধানমন্ত্রীর সমবেদনা ও আর্থিক সহায়তার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবরঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার চিন্নাটাকুরু গ্রামের কাছে শুক্রবার ভোররাতে ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি যাত্রীবোঝাই লাক্সারি বাস, মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল বহু মানুষের প্রাণ। হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল বাসটি, তাতে ছিলেন প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী। তাঁদের অনেকেই ফিরছিলেন কাজের জায়গায়, কেউ কেউ যাচ্ছিলেন আত্মীয়দের বাড়ি বা চিকিৎসার প্রয়োজনে। কিন্তু যাত্রাপথেই নিয়তি যেন লিখে রেখেছিল ভয়ংকর এক পরিণতি। অন্ধ্রপ্রদেশের এই স।ক দুর্ঘটনা এখন গোটা দেশকে শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে।সূত্রের খবর, ভোরবেলা যখন বাসটি কুর্নুল জেলার চিন্নাটাকুরু গ্রামের কাছে পৌঁছয়, তখনই বিপর্যয় নেমে আসে। বাসটির সামনে আচমকা চলে আসে একটি মোটরবাইক। চালক যতই চেষ্টা করুন, সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বাসের সামনের অংশে আগুন ধরে যায়, এবং মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছ।িয়ে পড়ে গোটা গাড়িতে। ভেতরে থাকা যাত্রীরা তখন প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া। কেউ দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছেন, কেউ জানালার কাচ ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আগুন এত দ্রুত ছড়ায় যে, অনেকে আর বেরোতে পারেননি। স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে আসেন, খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলকে। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের, আহতও অনেকেই।দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। উদ্ধার হয় কয়েকটি দগ্ধ দেহ, যেগুলির পরিচয় নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা, পুলিশ শুরু করে উদ্ধার ও তল্লাশির কাজ। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতর কিছু যাত্রী তখনও বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে এই বিপর্যয় ঘটল। চোখের সামনে আগুনে পুড়ে সহযাত্রীদের মৃত্যুর দৃশ্য তাঁদের মনে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে।ঘটনাস্থলে পৌঁছে কুর্নুলের জেলা প্রশাসক বলেন, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বাস ও বাইকের সংঘর্ষের পর জ্বালানির সংস্পর্শেই আগুন লেগেছে। তবে কীভাবে আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি জানান, বাসটি একটি বেসরকারি পরিবহন সংস্থার ছিল, এবং দুর্ঘটনার সময় সেটি সম্পূর্ণ যাত্রীবোঝাই ছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতিও এই দুর্ঘটনার একটি কারণ হতে পারে।দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে প।তেই অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহতদের বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। কেউ হারিয়েছেন স্বামী, কেউ সন্তান, কেউ বা একসঙ্গে পরিবারে একাধিক সদস্যকে। হাসপাতালের মর্গে ভি। জমে যায় পরিজনদের, দগ্ধ দেহগুলির মধ্যে প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে মরিয়া তাঁরা। কিন্তু অধিকাংশ দেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে, পরিচয় নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের তরফে নিহতদের দেহ শনাক্তের জন্য ডিএনএ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরেই শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স (সাবেক টুইটার) মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। পাশাপাশি তিনি নিহতদের পরিবারপিছু প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা কিছুটা সান্ত্বনা দিলেও, যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের যন্ত্রণার গভীরতা কোনো অর্থমূল্যে মাপা যায় না।প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমরা মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। একইসঙ্গে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতদেহগুলিকে তাঁদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আর হাসপাতালের চিকিৎসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আহতদের চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি না হয়।এদিকে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন, ওই রাস্তায় আলো এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। রাতে প্রায়ই ওই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। তারা বলছেন, রাস্তায় পর্যাপ্ত স্ট্রিটলাইট নেই, ভারী যান চলাচল থাকে, কিন্তু সিগন্যাল বা রিফ্লেক্টর নেই বললেই চলে। সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে প্রশাসন ইতিমধ্যেই স।ক নিরাপত্তা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে যুক্ত থাকা এক দমকল কর্মী জানান, আমরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছই, তখন আগুন প্রায় পুরো বাসজুড়ে ছড়িয়ে গিয়েছে। তাপ এতটাই বেশি ছিল যে কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রচুর পানি ও ফোম ব্যবহার করতে হয়েছে। ভিতরে যাত্রীদের চিৎকার শুনছিলাম, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। এটা জীবনের অন্যতম ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।এই দুর্ঘটনা শুধু একাধিক পরিবারকে শোকসাগরে ডুবিয়ে দেয়নি, আবারও সামনে এনেছে দেশের সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা। ভারতে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ স।ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে প্রায় দে। লক্ষ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বেপরোয়া গতি, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন, এবং যানবাহনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কুর্নুলের এই দুর্ঘটনা যেন সেই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকেই আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।এদিকে নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিক, যারা বেঙ্গালুরুতে কাজ করতেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এখন দিশেহারা। একজন মৃত যাত্রীর ভাই সংবাদমাধ্যমকে জানালেন, আমার ভাই প্রতিদিন কাজের শেষে ফোন করত। আজ সকালে ফোনটা আসেনি। পরে টিভিতে খবর দেখে বুঝলাম, সে আর নেই। এইসব কথায় ফুটে ওঠে সাধারণ মানুষের অশেষ বেদনা, যাঁরা প্রতিদিন জীবনের প্রয়োজনে লড়াই করেন, অথচ স।কে অসচেতনতা তাঁদের জীবন কেড়ে নেয়।ঘটনার পর এলাকাজুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। দুর্ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে, যাতে তদন্তে কোনো বাধা না পড়ে। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর পুলিশের ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। বাসের কোম্পানির মালিক ও চালককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানতে চাচ্ছেন, দুর্ঘটনার আগে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি বা জ্বালানির লিকেজ ছিল কি না।এই ঘটনার পর দেশের নানা প্রান্ত থেকে শোকবার্তা আসছে। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনরাও শোকপ্রকাশ করছেন এবং দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছেন। অনেকেই লিখেছেন, প্রতিদিনই এমন খবর শুনতে হচ্ছে, অথচ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কেউ কেউ স।ক পরিবহন দপ্তরের সমালোচনা করে লিখেছেন, নিরাপত্তা মানদণ্ড কঠোর না হলে এমন দুর্ঘটনা আরও ঘটবে।অন্ধ্রপ্রদেশের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কেবল কিছু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা নয়, এটি গোটা দেশের স।ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি এক কঠিন প্রশ্ন। উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে ভারত, কিন্তু রাস্তাঘাটের সুরক্ষায় এখনও সেই সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। এই দুর্ঘটনা যেন আমাদের সবাইকে আবারও ভাবিয়ে তোলে-প্রতিটি জীবন কত মূল্যবান, আর সেই জীবনের সুরক্ষা কতটা আমাদের দায়িত্ব।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্থিক সহাযতার ঘোষণা নিঃসন্দেহে সরকারের মানবিক উদ্যোগের প্রতিফলন, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভবিষ্যতে যেন এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রশাসনের কাছে এখন সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জ, সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করা, জরুরি পরিষেবা আরও দ্রুততর করা, এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদ যাত্রার বিষয়ে সচেতন করা।ভ্ভআজ কুর্নুলের বাতাসে শুধু পোড়া গন্ধ নয়, আছে কান্না, শোক, আর অজস্র প্রশ্ন-যার উত্তর খুঁজছে গোটা দেশ।অন্যদিকে কুর্নুলে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় অন্ধ্রজুড়ে শোক, নিহত ১০, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতিরকুর্নুল, ২৪ অক্টোবরভোররাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মুহূর্তের মধ্যে আগুনে গ্রাস করল একটি যাত্রীবোঝাই বাসকে। চিকার, আর্তনাদ আর আগুনের দাউদাউ শিখায় মুহূর্তে মৃত্যু হল অন্তত ১০ জন যাত্রীর। আহত আরও অনেকে। অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার চিন্না টেকুর গ্রামের কাছে শুক্রবার ভোরে ঘটে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যা দেখে স্তম্ভিত গোটা রাজ্য। হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরুগামী লাক্সারি এসি বাসটি ভোররাতে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে ভয়ানকভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, আর তার পরই আগুন ধরে যায় বাসের সামনের অংশে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো গাড়িতে।বাসটিতে মোট ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কয়েকজন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, আর সেই কারণেই আগুন লাগার পর অনেকে বেরোতে পারেননি। বিস্ফোরণের মতো শব্দে জেগে ওঠেন আশেপাশের গ্রামবাসীরা। তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান, কিন্তু তখনও আগুন ছড়াচ্ছে চারদিকে। স্থানীয়রা প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে হাত লাগালেও আগুনের ভয়াবহতার সামনে তাঁদের প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হয়। অনেকেই জানলা ভেঙে বেরিয়ে প্রাণ বাঁচান, কিন্তু যারা মাঝ বরাবর বা পেছনের আসনে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আগুনে পু। মৃত্যু বরণ করেন।দমকল বাহিনী খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, এবং প্রায় দুই ঘণ্টার তপরতার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে বাসের গায়ে লেগে থাকা জ্বলন্ত ধাতব অংশে আটকে থাকা যাত্রীদের দেহ উদ্ধার করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়। কুর্নুল জেলা পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে এখনও পর্যন্ত দশজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতি এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। তদন্তে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে চলছিল। সামনে আচমকা এক মোটরবাইক চলে আসে, যার ওপর ছিলেন দু'জন আরোহী। সংঘর্ষের পর বাইকটি বাসের সামনের অংশে আটকে যায় এবং ঘর্ষণের ফলে আগুন ধরে যায়। বাসটি যেহেতু এসি এবং ডিজেলচালিত ছিল, ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাসজুড়ে।চোখের সামনে আগুনে পুড়ে যাত্রীদের মৃত্যু দেখেছেন উদ্ধারকাজে যুক্ত স্থানীয় এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমরা দেখছিলাম মানুষগুলো জানলা ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করছে। কেউ জানলা দিয়ে হাত বাড়াচ্ছে, কেউ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু আগুনের তাপ এতটাই বেশি ছিল যে আমরা কাছে যেতে পারছিলাম না। কিছুজনকে টেনে বের করতে পেরেছিলাম, বাকিদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসন তপর হয়। কুর্নুল জেলার জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের করিডরে এখন ভিড় শোকসন্তপ্ত পরিবারের, কারও চোখে কান্না, কারও মুখে অস্পষ্ট অসহায়তা। হাসপাতালের এক চিকিসক জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে অনেকের শরীরের ৫০ শতাংশের বেশি অংশ পুড়ে গিয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি তাঁদের বাঁচানোর।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ তিনি লিখেছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে এক মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রাষ্ট্রপতির বার্তা দেশের সর্বোচ্চ স্তরে শোকের প্রতিফলন ঘটালেও, তা যেন এই দুর্ঘটনায় হারানো প্রাণের জন্য এক নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি হয়ে উঠেছে।অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুও এক্স-এর মাধ্যমে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, কুর্নুল জেলার চিন্না টেকুর গ্রামের কাছে ভযাবহ বাস দুর্ঘটনার খবর শুনে আমি মর্মাহত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। রাজ্য সরকার আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে

## ধোঁয়াশায় ঢেকে দিল্লি, দূষণে হাঁসফাঁস জাতীয় রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবরঃশীতের আগমনী সুর এখনো পুরোপুরি বাজেনি, কিন্তু দিল্লির আকাশে নেমে এসেছে ঘন ধোঁয়া শার চাদর। সূর্যের আলো যেন কষ্টেসৃষ্টে ফুঁ।ে উঠছে সেই ধোঁয়ার পর্দা ভেদ করে। বাতাস ভারী, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে শহরবাসীর। দীপাবলির পর থেকেই রাজধানী দূষণের করাল গ্রাসে জর্জরিত, আর শুক্রবার সকালেও পরিস্থিতি ছিল তেমনই ভয়াবহ। জাতীয় রাজধানীর আকাশজু।ে যেন ঝুলছে এক অদৃশ্য বিষের পর্দা-যার নাম দূষণ।ভ্ভইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম-দিল্লির পরিচিত সব দর্শনীয় স্থানই সকালবেলায় আচ্ছন্ন ছিল ঘন ধোঁয়াশায়। দূর থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কেবল ধূসর পর্দার মধ্যে ম্লান হয়ে গিয়েছিল শহরের রূপ। সকালবেলায় যারা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের মুখে মাস্ক, চোখে উদ্বেগ। অনেকেই জানান, হাঁটতে হাঁটতে শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে হচ্ছে, চোখে জ্বালা করছে, আর গলায় এক ধরনের জ্বালাভাব লাগছে।কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, অক্ষরধাম এলাকায় বাতাসের গুণগতমান সূচক (একিউআই) ৪০৩, যা গুরুতর বা Severe পর্যায়ে। ইন্ডিয়া গেট এলাকায় একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ২৫৪, যা খারাপ বা গুণগু স্তরের মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে, কর্তব্যপথ এবং আইটিও অঞ্চলে একিউআই ছুঁয়েছে ৩৫০-এর কাছাকাছি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাত্রার দূষণ কেবল শ্বাসযন্ত্রের জন্য নয়, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও ত্বকের ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।দীপাবলির সময় থেকে যে ধোঁয়ার স্তর তৈরি হয়েছিল, তা এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশেপাশের রাজ্যগুলিতে ফসল পোড়ানোর ধোঁয়া-বিশেষ করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার খেত থেকে উ।ছে সেই ছাই মেশানো ধোঁয়া, যা বাতাসের গতিতে ভেসে আসছে দিল্লির দিকে। পরিবেশবিদদের মতে, এই স্টাবল বার্নিং বা খেত পোড়ানো দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণে।দিল্লির আকাশ এখন এমন এক বিষাক্ত চাদরে ঢেকে আছে, যেখানে প্রতিটি শ্বাস যেন শরীরে মিশিয়ে দিচ্ছে ক্ষতিকারক কণিকা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড জানিয়েছে, বাতাসে পার্টিকুলেট ম্যাটার (গুগ্ধ ২.৫) এবং (PM ১০)-এর মাত্রা বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। সাধারণভাবে যেখানে PM ২.৫-এর নিরাপদ মাত্রা ৬০-এর নিচে থাকার কথা, সেখানে দিল্লিতে তা ছা।িয়েছে ৩৫০।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিল্লি প্রশাসন ইতিমধ্যেই গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা GRAP-এর তৃতীয় ধাপ কার্যকর করেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় বন্ধ রাখা হয়েছে নির্মাণকাজ, কাঁচ ভাঙা কারখানা, পাথর ক্রাশিং ইউনিট এবং এমন সব শিল্পকারখানা যা দূষণ বাড়াতে পারে। পাশাপাশি, ডিজেল জেনারেটর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, আর বর্জ্য পোড়ানোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।তবু সাধারণ মানুষ বলছেন, এ সব ব্যবস্থায় তেমন কার্যকর ফল দেখা যাচ্ছে না। দিল্লির এক অফিসকর্মী বলেন, প্রতিদিন সকালে অফিস যেতে গিয়ে মনে হয় যেন বিষ শ্বাস নিচ্ছি। চোখে জ্বালা করে, গলায় কাশি ওঠে। আমরা আর কতদিন এভাবে বাঁচব? এক স্কুলশিক্ষিকা জানান, ছাত্রছাত্রীরা সকালবেলায় স্কুলে এসে কাশছে, শ্বাস নিতে পারছে না। কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে আউটডোর খেলা বন্ধ

## দেশরক্ষার গৌরবে উজ্জ্বল আইটিবিপি অমিত শাহের শ্রদ্ধা ও কুর্ণিশ

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ সীমান্তে শত্রুর চোখে চোখ রেখে পাহারা, হিমশীতল পাহাড়ে দেশের পতাকা উঁচিয়ে রাখা- এ এক অনন্য গৌরবগাথা, যার নাম ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)। শুক্রবার সেই বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে দেশজুড়ে গর্বের আবহ। আর সেই উপলক্ষেই কেংদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আইটিবিপি-র জওয়ানদের প্রতি জানালেন গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।এক্স-এ পোস্ট করে অমিত শাহ লিখেছেন, আইটিবিপি-র সাহসী হিমবীরদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নির্মম ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় থেকেও তাঁরা দেশের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। দেশের প্রতি তাঁদের সাহস ও অঙ্গীকারের গৌরবময় নজির চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে তিনি শহীদদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ। হিমালয়ের দুর্গম সীমান্তে, প্রায় ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় এই বাহিনীর উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠেছে। তুষারঢাকা পাহাড়ে, বিপজ্জনক ঢালে, অক্সিজেনের অভাবে যে লড়াই চলে, সেখানে আইটিবিপি-র জওয়ানরাই দেশের প্রথম প্রতিরক্ষার প্রহরী।অমিত শাহ আরও বলেন, দেশের প্রতি আইটিবিপি-র নিষ্ঠা ও সাহসিকতা ভারতের প্রতিরক্ষা ইতিহাসে এক স্বর্ণাক্ষরে লেখা অধ্যায়। তাদের বীরত্ব দেশের তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগায়। হিমবীররা প্রমাণ করেছেন- দেশের সেবা মানে শুধু সীমান্ত রক্ষা নয়, মানবিকতাও। তাঁদের অনেকেই দুর্গম এলাকায় দুর্গতদের সাহায্যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় উদ্ধারকার্যেও নিজেদের জীবন বাজি রাখেন।এই দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে আইটিবিপি-র ব্যাটালিয়নগুলিতে পালিত হয় প্রতিষ্ঠা দিবস। জওয়ানদের সম্মান জানানো হয়, তাঁদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। দিল্লিতে সদর দফতরে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে জওয়ানদের বীরত্বের নানা দিক তুলে ধরা হয়, প্রদর্শিত হয় তাঁদের কঠোর প্রশিক্ষণ ও সীমান্ত জীবনের বাস্তব চিত্র।দেশের প্রতিরক্ষার এই নির্ভরযোগ্য বাহিনীকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুর্ণিশ যেন শুধু একটি বক্তব্য নয়, বরং সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বর। হিমবীরদের আত্মত্যাগ ও সাহস দেশের নিরাপত্তা বৃত্তকে করে তুলেছে আরও দৃঢ়, আরও অবিচল।

## ব্যক্তিকে প্রাণনাশের হুমকি, উমরাংসো থানায় এনসিএইচএসি-র সিইএম দেবোলালের বিরুদ্ধে

হাফলং (অসম), ২৪ অক্টোবর ঃ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসো থানাধীন নিপকো কলোনির বাসিন্দা জনৈক নেইজয়লাল খেলমাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে আবারও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ' কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ' (এনসিএইচএসি)-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে উমরাংসো থানায় এক এফআইআর দাখিল করেছেন ভুক্তভোগী নেইজয়লাল খেলমা। এফআইআর-এর ভিত্তিতে উমরাংসো থানায় এক মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশের কাছে দায়েরকৃত এফআইআর-এ ভুক্তভোগী নেইজয়লাল খেলমা লিখেছেন, গত ৯ অক্টোবর রাত অনুমানিক ৭-টা ২৫ মিনিট নাগাদ উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য প্রজিত হোজাইয়ের মোবাইল থেকে ফোন করে সিইএম দেবোলাল গার্লোসা তাঁকে ঘরে ঢুকে মেরে ফেলার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার হুমকি দিয়েছেন। এমন-কি, নেইজয়লালকে খুন করে নাকি তাঁর লাশ গুম করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন দেবোলাল গার্লোসা।নেইজয়লাল খেলমা তাঁর এফআইআর-এ আরও লিখেছেন, গত ১৬ অক্টোবর সকাল প্রায় ৯-টায় দেবোলাল গার্লোসা তাঁর বাসভবনে ভাই নেইজইথাং খেলমাকে ডেকে নিয়ে এফআইআর প্রত্যাহার করতে চাপ দেন। কেবল ভাই নয়, তাঁর পরিবারের (নেইজইথাং খেলমা) ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন দেবোলাল।এদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার হাফলং রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে জেলা কংগ্রেস। ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র ন্যালসন রিয়ামে এভাবে উমরাংসোর বাসিন্দা নেইজয়লাল খেলমাকে দেবোলাল গার্লোসা কর্তৃক প্রাণনাশ এবং তাঁর লাশ গুম করে দেবেন বলে যে হুমকি দিয়েছেন এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার ওপর পাহা।ি জেলার উন্নয়নের পাশাপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে।জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেন, গত ১২ জুলাই মাইবাঙের রূপঞ্জিত লাংথাসা নামের এক ব্যক্তিকে এভাবে ফোনে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করেছিলেন দেবোলাল গার্লোসা। এ নিয়ে রূপঞ্জিত লাংথাসা দেবোলাল গার্লোসার বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করার পরও ডিমা হাসাও পুলিশ আজ পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে ন্যালসন রিয়ামের অভিযোগ।ন্যালসন বলেন, নেইজয়লাল এবং রূপঞ্জিত দুজনেরই এখন জীবন সংশয়ে। তাই এই দুজনকে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে দিতে জেলা পুলিশের কাছে দাবি জানান তিনি। ন্যালসন বলেন, সাংবিধানিক পদে বসে একজন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের যেখানে শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া উচিত, তা না করে দেবোলালের মতো মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এখন প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে জেলায় আতঙ্কের সৃষ্টি করছেন। এ ধরনের ব্যক্তির রাজত্বে সমাজ তথা পাহাড়ি এই জেলার মানুষ কখনও সুরক্ষিত থাকতে পারে না।ন্যালসন রিয়ামে বলেন, দেবোলাল গার্লোসার মতো মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ডিমা হাসাও জেলায় থাকলে পাহা।ি জেলায় যে কোনও মুহূর্তে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এদিকে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিপকো কলোনির বাসিন্দা নেইজয়লাল খেলমাকে উমরাংসো থানা থেকে দেহরক্ষী প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

## মধ্যপ্রদেশে শুরু সয়াবিন কেনা, প্রস্তুত ইন্দোর বিভাগের সব কেন্দ্র

ইন্দোর, ২৪ অক্টোবরঃমধ্যপ্রদেশ সরকার চালু করা ' প্রকল্পের আওতায় শুক্রবার থেকে সয়াবিন ক্রয় শুরু হলো। কৃষকরা তাঁদের নিকটবর্তী মাণ্ডি বা উপমাণ্ডিতে গিয়ে ফসল বিক্রি করতে পারবেন। ইন্দোর বিভাগের সব কেনাকাটা কেন্দ্রে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কৃষকদের ফসল বিক্রির সময় ' নিবন্ধন নম্বর, রসিদ এবং আধার কার্ড সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই ক্রয় অভিযান চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। প্রতি কুইন্টাল সয়াবিনের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নির্ধারণ করা হয়েছে ৫,৩২৮ টাকা। বাজারমূল্য ও এমএসপি-র পার্থক্য সরকার কৃষকদের ব্যাংক হিসাবে সরাসরি জমা করবে ১৫ দিনের মধ্যে।ইন্দোর বিভাগের আটটি জেলায় মোট ৪৩২টি নিবন্ধন কেন্দ্রে ১,৪৫,১৮৮ জন কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে ইন্দোর জেলাতেই ৪৬,০৬১ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন। জেলার সব কেন্দ্রেই সিসিটিভি নজরদারি, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও ' ডেস্ক'-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ক্রয় প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

## হাওড়া-গোরখপুর অসংরক্ষিত ছট স্পেশাল

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ঃ ছট পূজা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় নিরসনের লক্ষ্যে, রেলওয়ে হাওড়া এবং গোরখপুরের মধ্যে একটি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।০৩০৪৭ হাওড়া - গোরখপুর অসংরক্ষিত ছট স্পেশাল ২৬.১০.২০২৫ তারিখে হাওড়া থেকে বিকাল ৪ঃ৫০ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন ১০ঃ১৫ মিনিটে গোরখপুর পৌঁছাবে এবং ০৩০৪৮ গোরখপুর - হাওড়া অসংরক্ষিত ছট

## রাশিফল

**মেষঃ** মেষ রাশির জন্য খুবই ইতিবাচক এবং চমকার দিন হতে চলেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি মধুর এবং আনন্দময় হবে। চারপাশের মানুষেরা আকৃষ্ট হবেন, যা তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং নতুন সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এটি আদর্শ সময়। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে যান।
**বৃষঃ**আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন।
**মিথুনঃ** মিথুন রাশির নিজেকে দৃঢ় ভাবে পরিচালনা করার সময়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অস্থিরতা থাকতে পারে, যার জন্য চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে হবে।
**কর্কট রাশি** ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।
**সিংহঃ** রাশির স্ত্রীস্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।
**কন্যা** ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে-আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে-আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।
**তুলাঃ**তুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।
**বৃশ্চিকঃ**বৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।
**ধনুঃ** ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ
**মকরঃ** মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।
**কুম্ভঃ** কুম্ভ রাশির জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। চারপাশে ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকবে, যা চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। সামাজিক ভাবে ।
**মীনঃ** অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার সন্তান সঙ্গে কিছু সময় ব্যয় করুন এবং এবং তাদের ভাল মূল্যবোধের শিক্ষা দিন ও তাদের দায়িত্বগুলো জানতে দিন। অন্য কারোর হস্তক্ষেপে আপনার ভালোবাসার লোকটির সাথে সম্পর্ক আন্তরিকতাহীন হয়ে উঠতে পারে।

## আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও, আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী ৭ দিন। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় দুই-তিন ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।

### জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৭মিনিটে।

# হাওড়ার লিলুয়ায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বছরভর রাস্তায় জমা জল, খানাখন্দভরা রাস্তা এবং আবর্জনার স্তূপ। এমনই অভিযোগে শুক্রবার সকালে হাওড়ার লিলুয়ায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। জমা জল যন্ত্রণার প্রতিবাদে এবং রাস্তা সারাই ও আবর্জনা সাফাইয়ের দাবিতে এদিন পথ অবরোধ করেন স্থানীয় পটুয়াপাড়ার বাসিন্দারা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে এদিন পথে নামেন বালি পৌরসভার অন্তর্গত ২৮ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। দুর্গাপুজো, শ্যামাপুজোকে অতিক্রম করে এবার আসন্ন ছট পুজো। দীর্ঘদিনের নিকাশি ও রাস্তার বেহাল দশার জন্য এদিন তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের অভিযোগ, এই দুরবস্থার কথা বারংবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। ছট পুজোয় পুণ্যার্থীরা নিষ্ঠাভরে রাস্তায় দন্ডি কেটে পুজো দিতে যান। বর্তমানে রাস্তার পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আছে সেই রাস্তা দিয়ে কি করে তাঁরা এই পুজো পালন করবেন সেই নিয়ে ক্ষোভ চরমে উঠেছে। বাসিন্দাদের দাবি, বাধ্য হয়েই এদিন রাস্তা অবরোধ করেন। রাস্তার বেহাল দশার দ্রুত সুরাহা না হলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। এদিন স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসে শেষমেশ পটুয়াপাড়ার ভুজঙ্গধর রোড, নতুন পাড়া এলাকার বাসিন্দারা অবরোধ তুলে নেন।

# মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদে ডাক্তারদের ‘পেন ডাউন’!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাসপাতালে জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে মারধর ও ধর্ষণের হুমকির ঘটনায় প্রতিবাদ স্বরূপ শুক্রবার ‘পেন ডাউন’ কর্মসূচি পালন করেছেন উলুবেড়িয়া হাসপাতালের সিনিয়র রেসিডেন্টরা। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলা পাঁচ ঘণ্টার কর্মসূচিতে তারা এমারজেন্সি ও আউটডোরে ডিউটি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে এমারজেন্সিতে সহযোগিতা করেছেন এবং সিনিয়র ডাক্তারদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দিনভর পরিষেবা স্বাভাবিক থাকার কথা। বর্তমানে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ৭০ থেকে ৮০ জন জুনিয়ার ও সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক রয়েছেন। নিগ্রহের প্রতিবাদে তাঁরা ১১ দফা দাবি জানিয়ে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে এই ‘পেন ডাউন’ কর্মসূচি নিয়েছেন। তাঁদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানো পাশাপাশি অভিযুক্ত অস্থায়ী হোম গার্ডকে পুরোপুরি তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা। এছাড়া দাবি রয়েছে, হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশকর্মী বাড়ানো, প্যানিক বোতাম লাগানো, ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে যেখানে লিফট রয়েছে সেগুলো সব সময় বন্ধ রাখা। রোগীর সঙ্গে মাত্র একজন করে আত্মীয়দের ঢোকার অনুমতি দেওয়া, কর্মীদের সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরি-সহ একাধিক দাবি তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা। এই দাবিগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। হাসপাতালে ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল সুপার অ্যান্ড ভাইস প্রিন্সিপাল সুবীর মজুমদার জানিয়েছেন, তপুলিশের তদন্তে সন্তুষ্ট। নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।দ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জুনিয়রদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে। তাহলে কেন পেন ডাউন কর্মসূচি? জানা গিয়েছে, জুনিয়র চিকিৎসকদের উপরমহল থেকে চাপের কারণে তাঁরা এই কর্মসূচি করছেন। তবে এই কর্মসূচি নিয়ে রোগী ও পরিবারের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

# ট্রমা কেয়ার সেন্টারে শ্লীলতাহানি, দ্রুত রিপোর্ট চাইল স্বাস্থ্য ভবন!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্বাস্থ্য ভবন এসএসকেএমে নাবালিকার ‘শ্লীলতাহানি’ ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। তদন্তে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে, ট্রমা কেয়ার বা অন্যান্য ওয়ার্ডের ভিতরে অভিযুক্ত কীভাবে প্রবেশ করলো এবং ঘটনাটি কীভাবে ঘটল? এসএসকেএমের এমএসভিপির কাছে রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। জানা গিয়েছে, বুধবার পরিবারের সঙ্গে ১৫ বছরের নাবালিকা এসএসকেএম হাসপাতালে এসেছিল। অভিযোগ, সেই সময় নাবালিকাকে নির্যাতিতাকে ট্রমা কেয়ারের শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে বর্তমানে এন আর এস-এর অস্থায়ী কর্মী অমিত মল্লিক। এক চিকিৎসক অভিযোগ দায়ের করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে শিশুসুরক্ষা (পকসো) আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এনআরএস হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী। অভিযুক্ত আগে এসএসকেএম হাসপাতালে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে এসএসকেএম কার্ডিওলজি বিভাগেও দেখা যায় বলে দাবি একাংশের। অনেকেই বলছেন, অমিত দালালি করেন হাসপাতালে। নিজেকে ‘ডাক্তার’ বলে পরিচয় দিয়ে সেখান থেকে ওই নাবালিকাকে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শৌচাগারে নিয়ে যান তিনি। সেখানেই তাকে যৌন হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু হাসপাতালের ভেতরে প্রাক্তন ওই কর্মী কীভাবে নিয়মিত যাতায়াত করতেন? ট্রমা কেয়ার সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভেতরে এই ঘটনা কীভাবে ঘটল? পুরো ঘটনার সত্যতা কী; সেসব জানতে স্বাস্থ্য ভবন রিপোর্ট তলব করেছে। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য সচিব নিজেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চান এবং এমএসভিপিকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বিবরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

# দুটি বাসের সংঘর্ষে আহত ১৬ জাতীয় সড়কের বিষ্ণুপুর রোডে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আবার ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা বিষ্ণুপুরে,আহত ১৬ জন।শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক ডায়মন্ড হারবার রোড নামেও পরিচিত। স্থানীয় সূত্রেজানা যায়,শুক্রবার ভাষা পাম্প ভিলেজের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে।আমতলার দিক থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল বেসরকারি দু'টি বাস। একটি বাস রায়চক রুটের। সেটি কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। অন্য বাস ২৩৫ নম্বর রুটের। ওই বাস আমতলা থেকে কলকাতার রাজাবাজারের দিকে যাচ্ছিল। রাজাবাজারগামী বাসের চালক কলকাতা গামী বাসকে ওভারটেক করছিলেন। ওভারটেক করার সময়ে একটি বাইক সামনে চলে আসায় তাকে বাঁচাতে গিয়ে বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলকাতা গামী বাসকে ধাক্কা মারে।আর এই সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসের জানলা ভেঙে যাত্রীরা বাইরে পড়ে যান।স্থানীয় বাসিন্দারা এসে উদ্ধার কাজে সাহায্য করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। আহত প্রায় ১৬ জনের আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাদের।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# ফের অজয় নদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর ঃ বীরভূমের বোলপুরে ফের তীব্র চাঞ্চল্য। জাহানাবাদ সংলগ্ন অজয় নদ থেকে উদ্ধার হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার আরও একটি বোমা। স্থানীয় বাসিন্দা বাবরি মির্ধা জানান, মাছ ধরতে গিয়ে এই বোমাটি পাওয়া যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে মাছ ধরতে গিয়ে জেলের জালে উঠে আসে ওই বোমাটি। সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ। এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে, চলছে পুলিশি টহল। খবর দেওয়া হয়েছে বোম্ব স্কোয়াডকে। বিশেষজ্ঞ দল এসে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, মাত্র এক মাস আগেই একই এলাকায় মেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা, যেটি বুধবার নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। আর তার পরদিনই ফের একই নদী থেকে বোমা উদ্ধারে প্রশাসনের মাথায় চিন্তার ভাঁজ।

# ৩১ অক্টোবর উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী ৩১ অক্টোবর উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার বা পার্ট ওয়ানের ফল প্রকাশ হবে। আজ এ কথা জানিয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। ওইদিন দুপুর একটা থেকেই অনলাইনে রেজাল্ট দেখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২২ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। এ বছরই প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে এমসিকিউ প্রশ্নে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত শতাংশের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। চতুর্থ সেমিস্টারের পর চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে এবং হাতে মার্কশিটের কপি পাবেন পরীক্ষার্থীরা। আগামী বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ সেমিস্টার শুরু হবে।

# রাজ্যজুড়ে হেল্পডেস্ক চালুর সিদ্ধান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলাকালীন রাজ্যজুড়ে হেল্পডেস্ক চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। প্রতিটি জেলাভিত্তিক হেল্পডেস্ক গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য ও সহায়তা পেতে পারেন। জানা গিয়েছে, জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ছাড়াও প্রতিটি ইআরও (সাবডিভিশনাল অফিসার) এবং এইআরও (বিডিও) দফতরে হেল্পডেস্ক খোলা হবে। এস আই আর প্রক্রিয়া চলাকালীন ভোটারদের আবেদন, আপত্তি ও সংশোধন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং প্রয়োজনীয় দিশা দিতে এই হেল্পডেস্কগুলি সক্রিয় থাকবে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হলে ভিন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকরা অনলাইনে এনুমেরেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন বা জমা দিতে পারবেন। তাদের নিজের রাজ্যে ফিরে এসে কাগজপত্র জমা করতে হবে না।

# শ্রীরামপুরে তরুণীর প্রেমিককে মারধর

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে গুরুতর অবস্থায় স্থানান্তর করা হল ‘প্রেমিককে’। থমথমে এলাকা। নামল র্যাফ। গভীর রাতে প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত যুবক। উত্তেজনা ছড়াল হুগলির শ্রীরামপুরে। ঘটনা শ্রীরামপুরের প্রভাসনগরের চাকলাপাড়া এলাকার। সেখানেই বাড়ি আক্রান্ত যুবকের। নাম বৈদ্যরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোরামারা মল্লিকপাড়ার এক তরুণীর সঙ্গে দু'মাস ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর। কিন্তু সেই সম্পর্কের মাঝে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিয়ে। মেয়ের বাড়ি থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে পরিবার। আগামী ডিসেম্বরেই নির্ধারিত হয়েছে বিয়ের দিন। তার আগে যুবককে গভীর রাতে নিজের বাড়িতে ডাকেন তরুণী। বুধবার রাত ১টা ১৫মিনিট নাগাদ তরুণীর সঙ্গে তার বাড়িতে চুপিসারে দেখা করতে যায় ওই যুবক। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই টের পেয়ে যায় তরুণীর দাদা ও বাবা। এরপরই যুবককে হাতেনাতে ধরে তাঁরা। চলে মারধর। ডান চোখে গুরুতর আঘাত লাগে যুবকের। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। পরে চিকিৎসকরা ওই আহত যুবক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে। এই ঘটনা ঘিরে তৈরি হয় উত্তেজনা। শুক্রবার সকালে তরুণীর বাড়ি ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা। তরুণীর দাদাকে মারধর করেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট পুলিশ বাহিনী পাঠায় শ্রীরামপুর থানা। উদ্ধার হয় তরুণীর দাদা ইতিমধ্যেই ওই যুবককে মারধরের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। এদিন আহত যুবকের দিদি সঙ্গীতা সমাদ্দার বলেন, ‘ভাইয়ের সঙ্গে ওই মেয়েটার দু'মাস ধরে সম্পর্ক ছিল। ওঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে জানতে পেরে ভাই সরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই ওকে ছাড়তে রাজি নয়। খালি রাতে দেখা করতে চাইত। পরশু রাতেও দেখা করতে গিয়েছিল।

# রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পে নথিভুক্তির দাবিতে শিক্ষা কর্মীদের নবান্ন পদযাত্রা আটকালো পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পে নথিভুক্তির দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের নবান্ন পদযাত্রা আটকালো পুলিশ। সকল কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেলথ্ স্কিমে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে কোচবিহার থেকে নবান্ন পর্যন্ত (৫-২৪ অক্টোবর) যে পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছিল শুক্রবার দুপুরে ওই পদযাত্রা হাওড়ায় এসে নবান্ন অভিমুখে যাত্রা করে। যদিও ওই মিছিল এদিন হাওড়া সিটি পুলিশ ব্যারিকেড করে আটকে দেয়। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পে নথিভুক্তির দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীদের নবান্ন অভিমুখে ওই পদযাত্রার এদিন নেতৃত্ব দেন প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, শিক্ষা অনুরাগী মঞ্চ সহ একাধিক সংগঠন। গত ৫ই অক্টোবর কোচবিহারের সাগরদিঘী থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের কাছে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা এসে জমায়েত হন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তারা, বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং র্যাফ। এই পদযাত্রা ঘিরে পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা নেওয়া হয়। শিক্ষকদের দাবি, অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পে তাঁদের নাম নথিভূক্ত করতে হবে। এখন তাঁরা মাত্র ৫০০ টাকা করে ভাতা পান। তাতে তাঁদের চিকিৎসা খরচ মেটে না। তবে রাজ্য সরকার যদি তাঁদের স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা দেয় তবে তাতে রাজ্য সরকারের লাভ বলে জানিয়েছেন এই পদযাত্রার উদ্যোক্তারা। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মীদের পদযাত্রা এদিন হাওড়া ময়দানে ব্যারিকেড করে আটকানো হয়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের খরচ প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্যই যদি আমাদের পেনশনের টাকা চলে যায় তাহলে সংসার চালাব কি করে? প্রতিটি পেনশনভোগী মানুষই প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আমাদের দাবি হেলথ স্কিমে নিয়ে যাওয়া হোক। ৫০০ টাকা আমাদের কোনও প্রয়োজনে লাগবে না। এই টাকা আমরা ফেরত দিতে রাজি আছি। আরেক আন্দোলনকারী শ্রীমন্ত ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সকল কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীকে সরকার পরিচালিত হেলথ স্কিম বা পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতাভুক্ত করতে হবে। এটাই আমাদের দাবি। শিক্ষক হিসেবে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার চেষ্টা করেছি। পুলিশ তাদের নিজেদের মতো করে গণতান্ত্রিক উপায় আমাদের আটকাবেন, বোঝাবেন। তাঁরা তাদের কাজ করবেন। গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা আন্দোলন করে যাব। তাঁর দাবি, আমরা নবান্ন অভিযান করতে যাইনি। নবান্ন অভিযান শব্দটিতে আমাদের আপত্তি আছে। আমরা চেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের এই দাবি পৌঁছে দিতে। তার জন্য অভিযানের কোনও প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি জেলা শিক্ষক শিক্ষিকারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

# কে নতুন, কে পুরোনো; হকার তালিকা নিয়ে জটিলতার সম্মুখীন পুরসভা!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ উৎসবের মরশুমে কলকাতার ফুটপাথে বেড়েছে নতুন হকারদের ভিড়। উৎসব শেষ হতেই পুরসভায় উঠেছে প্রশ্ন;এ বার কীভাবে আলাদা করা হবে নতুন আর পুরাতন হকারদের? পুজোর কারণেই মাস খানেক বন্ধ হকার নিয়ন্ত্রণের কাজ। তার আগে, সমীক্ষা করে কলকাতা জুড়ে ৫৬ হাজার হকারকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছিল শংসাপত্রও। তবে পুজোর জন্য সব কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। পুর-আধিকারিকদের একাংশের প্রশ্ন, রাস্তায় নেমে হকারদের চিহ্নিত করার যে কাজ তাঁরা করেছিলেন, তা কি উৎসবের জেরে বিশ বাঁও জলে গেল? এখন নতুন হকারদের জন্য ফের পথে নামতে হবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে আধিকারিকরা। হকারদের সংগঠন ‘হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন’ কমিটির নেতা অসিত কুমার সাহা বলেন, ‘পুনর্বাসন না দিয়ে, এক জন হকারকেও তাঁর জায়গা থেকে সরানো যাবে না - এটাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ।’ হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা শক্তিমান ঘোষের কথায়, ‘হকার নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত টাউন ভেন্ডিং কমিটির শর্ত মেনে যাঁরা হকারি করবেন, তাঁরাই হকার হিসেবে বিবেচিত হবেন।’ পুজোর আগে শহর জুড়ে ফুটপাথ হকার-মুক্ত করার কাজে নেমেছিল পুরসভা। ফুটপাথে হকারির জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ফুটপাথে হলুদ লাইন এঁকে দিয়েছিল পুরসভা। পুজোর সময়ের কড়াকড়িতে ছাড় শুরু হতেই, সে সব নিয়মও উধাও হয়ে যায়। আগের চেহারায় ফিরে আসে নিউ মার্কেট, চাঁদনি চক, জানবাজার, এসপ্ল্যানেড, হাতিবাগান, গড়িয়াহাট। পুরোনো হকারদের অভিযোগ, পুজোয় এই সব এলাকায় অনেক নতুন হকার বসে গিয়েছেন। হকার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা এক পুর আধিকারিকের বক্তব্য, এখনকার পরিস্থিতিতে নতুন ও পুরোনো হকারদের আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়বে। কোনও নতুন হকার যদি দাবি করেন যে তিনি আগেও ওই জায়গায় ব্যবসা করতেন, তাহলে জটিলতা তৈরি হতে পারে। এ বিষয়ে হকার নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মেয়র পারিষদ ও তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমার জানান, ‘যাঁদের নাম পুরসভার সমীক্ষায় নথিভুক্ত রয়েছে, কেবল তাঁরাই শংসাপত্র পাবেন। নতুন বা পুরোনো নিয়ে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই।’

# রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ, গ্রেপ্তার ব্যাঙ্কের দুই কর্মচারী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের ফরাক্কা ব্যারেজ শাখা থেকে গ্রাহকদের প্রায় এক কোটি টাকা বেআইনিভাবে সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ওই শাখায় কর্মরত ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। গত বেশ কয়েকদিন ধরে ব্যাঙ্কের এই দুই কর্মীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফরাক্কা থানার পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে শুক্রবার তাদের জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর নাম প্রবীণ দত্ত। তিনি ওই ব্যাঙ্কের শাখায় অস্থায়ী পদে কর্মরত ছিলেন। তার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার শুভেন্দু সাহা। উভয়েরই বাড়ি ফারাক্কা থানার অন্তর্গত পলাশী গ্রামে। সূত্রের খবর, প্রবীনের সহযোগিতা নিয়ে শুভেন্দু, গত প্রায় ৬-৭ মাস ধরে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ব্যাঙ্ক সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকার গরমিল ধরা পড়েছে। তবে ব্যাঙ্ক এবং থানায় প্রায় ৬০-৭০ জন গ্রাহক তাঁদের অ্যাকাউন্টে গরমিল থাকার অভিযোগ জমা করেছে। ফলে মোট গরমিল হওয়া টাকার অঙ্ক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের অনুমান। ওই ব্যাঙ্কের এক আধিকারিক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, প্রবীণ এবং শুভেন্দু টাকা হাতানোর জন্য মূলত পেনশন হোল্ডারদের অ্যাকাউন্ট এবং যে সমস্ত ব্যক্তি নিজেরা সই করতে পারেনা বা সই করতে গেলে হাত কাঁপে অথবা ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্পর্কে ঠিক মত অবহিত নন এমন ব্যক্তিদেরই টার্গেট করেছিলেন। অভিযোগ উঠেছে, এই দুই ব্যক্তি ব্যাঙ্কের ডিপোজিট স্লিপে টাকার অঙ্ক লিখে সেই টাকা ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিলেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা জমা পড়তো না। পাশাপাশি ব্যাঙ্কের এই দুই কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট জালিয়াতি করারও অভিযোগ উঠেছে। ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা অভিযোগ করেন গত প্রায় এক বছর ধরে পাস বই আপডেট করার মেশিন খারাপ হয়ে রয়েছে। তার ফলে বেশিরভাগ গ্রাহকই বুঝতে পারতেন না কখন তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে বা বার হচ্ছে। তাদের আরও অভিযোগ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা হলে বা ঢুকলেও সেই সংক্রান্ত কোনও মেসেজ তারা মোবাইল ফোনে পেতেন না। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ম্যানেজার অরিন্দম মিত্র জানান, ‘গত বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে থেকে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার বেশ কয়েকটি অভিযোগ আমাদের কাছে জমা পড়েছিল। প্রাথমিক তদন্ত করে আমরা জানতে পেরেছি প্রায় ৩০ জন গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ৬৪ লক্ষ টাকার গরমিল ধরা পড়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন গ্রাহক আমাদের কাছে তাদের অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ জানিয়েছেন। গ্রাহকদের মোট কত টাকা খোয়া গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ‘তিনি জানান,’ গ্রাহকদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফরাক্কা থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের দুই কর্মচারী গ্রেপ্তার হয়েছেন।’ ফারাক্কা ব্যারেজের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী রমেশ মিস্ত্রির অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে তাঁর পরিবার সূত্রে জানানো। ওই ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শারীরিক কারণে রামেশবাবু নিয়মিত ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলতে বা জমা দিতে না পারার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া এক ব্যাঙ্ক কর্মচারী তাঁর বাড়িতে নিয়মিত এসে ডিপোজিট এবং উইথড্রয়াল স্লিপে সই করিয়ে নিতেন। কিন্তু তারপর যে সে টাকা অ্যাকাউন্টে জমা দেননি তা আমরা বুঝতে পারিনি। সূত্রের খবর ওই ব্যাঙ্কের শাখায় প্রবীণ দত্ত চতুর্থ শ্রেণীর কাজ করলেও শিক্ষিত হওয়ায় ব্যাঙ্কের বহু গ্রাহকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লিখে দেওয়ার কাজ তিনিই করতেন। আর্থিক লেনদেনের এই জালিয়াতি ধরা পড়ার পর ব্যাঙ্কের বেশিরভাগ গ্রাহকের প্রাথমিক সন্দেহ তার উপরে পড়লেও পরবর্তীকালে জানা যায় গোটা দুর্নীতিতে তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, শুভেন্দু সাহা। ব্যাঙ্ক সূত্রের খবর দু'জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা হওয়ার পর পুজোর পর থেকে তারা কেউই ব্যাঙ্কে হাজিরা দিচ্ছিলেন না।

# ভাঙড়ে এক ফল ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টায় ধৃত তার বন্ধু

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙড় ঃ এবার জনবহুল বাজারে এক ফল ব্যবসায়ীকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো।বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী রাজ্য সড়ক লাগোয়া ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের ঘটকপুকুর চৌমাথায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহত ব্যবসায়ীর নাম প্রবীর মণ্ডল। তিনি ঘটকপুকুর বাজারে ফল বিক্রি করেন। অভিযুক্ত যুবক সুব্রত মণ্ডল প্রবীরের বন্ধু এবং পূর্ব পরিচিত। তাঁরা দু'জনেই ভাঙড়ের কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে সুব্রত হঠাৎই প্রবীরের দোকানের পেছন দিক থেকে এসে তাঁর মাথায়হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করেন। এলাকার একটি সিসিটিভি ফুটেজে ও ধরা পড়েছে সেই দৃশ্য। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছান ঘটকপুকুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট নুরুল ইসলাম মোল্লা এবং দেবাশিস হালদার। তাঁরা গিয়ে প্রবীরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। অভিযুক্ত সুব্রত তখনও ঘটনাস্থলেই ছিলেন। তাঁকে ভাঙড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন তাঁরা। আহত প্রবীরকে পুলিশ নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবক সুব্রতর কাছ থেকে অস্ত্রটিও পাওয়া গিয়েছে।দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও কী কারণে প্রবীরকে খুনের চেষ্টা করা হলো তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই হামলার পিছনে পুরোনো শত্রুতা, টাকার লেনদেন বা অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা।তবে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত কোনো মন্তব্য করে নি।

# দেশের রাজধানীতে জাল নোট পাচারের পরিকল্পনা, গ্রেপ্তার ২

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ মালদা জেলা থেকে দেশের রাজধানী দিল্লিতে জাল নোট পাচার করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের নিউ ফারাক্কা জংশন জিআরপি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন দুই যুবক। ধৃত দুই যুবকের হেফাজত থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার ভারতীয় ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কাউকে দেশের রাজধানী দিল্লিতে জাল নোট পাচার করতে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার করলো বলে জানা গিয়েছে। ধৃত দুই যুবকের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে শুক্রবার তাদের জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ২ যুবকের নাম সুজিত দাস (১৯), বাড়ি মালদা জেলার সোদলাপুর এবং রবিউল শেখ (৩০) ।তার বাড়ি মালদা জেলার দুই সাত বিঘা গ্রামে। নিউ ফরাক্কা জংশন জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জয়ন্ত রায় বলেন,’ বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই যুবককে স্টেশন চত্বর থেকে আটক করা হয় ।এরপর তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয়েছে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫০০ টাকার ভারতীয় জাল নোট ।উদ্ধার হওয়া জাল নোটগুলো সবই ৫০০ টাকার। ধৃত যুবকেরা কোথা থেকে এত জাল নোট পেয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার হাওড়া- কাটিহার এক্সপ্রেস ট্রেনে ওই দুই যুবক মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছায়। তারা দু'জনেই মালদা জেলার খালতিপুর স্টেশন থেকে ওই ট্রেনে চেপেছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। জয়ন্ত রায় বলেন ,’প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি ধৃত ওই দুই যুবক মুর্শিদাবাদের কোনও এক ব্যক্তির হাতে ওই জাল নোটগুলো তুলে দিতে এসেছিল। এরপর জাল নোট পাচার চক্রের অন্য কোনও সদস্য ফরাক্কা থেকে দিল্লিগামী একটি ট্রেনে চেপে সেখানকার এক ব্যক্তির হাতে জাল নোটগুলো তুলে দিতে যাচ্ছিল।’

# পানীয় কারখানার শৌচালয় থেকে কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাত ঃ নরেন্দ্রপুরের একটি পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থার কারখানার শৌচালয় থেকে এক কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, তাকে পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে নিহতের পরিজন ও শ্রমিকরা কারখানায় বিক্ষোভ দেখান। নিহত কবীর হোসেন মোল্লা। বছর তিরিশের ওই যুবক গত বুধবার বাড়ি থেকে বেরন। পরিবারের লোকজনের দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যে ফোন সুইচড অফ হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে তাই পরিবারের লোকজন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। বাধ্য হয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পরিজনেরা। অভিযোগ জানাতে তাঁরা কারখানা চত্বরে গিয়ে বাইকও দেখতে পান। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে পরিবারকে কোনওরকম সাহায্য করা হয়নি বলেই অভিযোগ। শুক্রবার সকালে ওই কারখানার শৌচালয় থেকে কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। সেই সময় ভিতর থেকে শৌচালয়ের দরজা বন্ধ ছিল। সারা শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ভারী কিছু দিয়ে মুখে আঘাত করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, কবীরকে পরিকল্পনামাফিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। তবে তারা নির্দিষ্টভাবে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তবে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুই দিন কেটে গেলেও দেহ কীভাবে নজর এড়ালো, তা সবাইকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। পুলিশ পরিবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# হোটেলে রহস্যমৃত্যু; বক্স খাটে মিলল যুবকের দেহ!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাত ঃ শহরে ফের খুনের সন্দেহ! শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের পচাগলা দেহ। রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের ওই হোটেলের একটি ঘরের বক্স খাটের ভিতর থেকে মিলেছে দেহটি। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক অনুমান, এটি খুনের ঘটনা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। হোটেল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। চলতি মাসের ২২ তারিখ হোটেলটিতে চেক ইন করেন তিনি। সঙ্গে কয়েকজন ছিলেন। তবে যুবকের নামে চেক ইন করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। তারপর তাঁর সঙ্গীরা রুম থেকে চলে যান। তবে একদিন পেরিয়ে গেলেও যুবককে দেখা যায়নি। রুম থেকে কোনও সাড়া না মেলায় শুক্রবার সকালে দরজা খুলতে যান হোটেলের কর্মীরা। তখনই ঘর থেকে আসে তীব্র পচা গন্ধ। বক্স খাট খুলতেই মেলে এক যুবকের দেহ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, যেদিন রুমটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, সেদিনই যুবককে খুন করা হয়। তবে এটি খুন না অন্য কোনও কারণ, তা নিশ্চিতভাবে জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে। পাশাপাশি, মৃত যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

# শ্যামা পুজো উপলক্ষে নব বারাকপুর সূর্য সংঘের মানবিক উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর ঃ ৪১ তম বর্ষের শ্রী শ্রী শ্যামা পুজো উপলক্ষে পশ্চিম মাসুন্দা বুড়ির বাড়ি স্থিত নব বারাকপুর সূর্য সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে শুক্রবার দুপুরে মধ্যমগ্রাম সাহারা ব্যানার্জি পাড়া এলাকার ধর্মপ্রিয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের ২৫ জন বাচ্চাদের স্থানীয় প্রাঙ্গণে দুপুরে মধ্যাহ্ন প্রীতিভোজ এর পাশাপাশি পড়াশোনার শিক্ষণ সামগ্রী ও কম্বল প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়। পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সমাজসেবী সুমন কুমার দের উপস্থিতিতে স্থানীয় সূর্য সংঘের সক্রিয় সদস্যদের ব্যবস্থাপনায় এই মানবিক উদ্যোগের ভূয়শি প্রশংসা করেন মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী জ্যোতিপ্রিয় ভিক্ষু। অসহায় অনাথ আশ্রম ছেলেদের মুখে ফুটল অনাবিল আনন্দ হাঁসি। সংস্থার সদস্যদের মহতি উদ্যোগের সমবেদনা ও কৃতজ্ঞতা জানান। দুপুর থেকে মিশনের অনাথ বাচ্চাদের নিয়ে হয় নানারকম মজাদার আনন্দঘন প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২০, সংখ্যা, শনিবার ৬ কার্তিক ১৪৩২

## কবিগুরুর ভাইফোঁটা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ভাইফোঁটা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাইফোঁটা' অনুষ্ঠানের উষ্ণতা ও আন্তরিকতা খুবই পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর ভগিনীদের কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেবার সুযোগ থেকে কখনও বঞ্চিত হতে চাইতেন না। সৌদামিনী, শরৎকুমারী, সুকুমারী, স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী দেবীরা নানা সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ প্রমুখ দাদাদের ভাইফোঁটার দিন ফোঁটা দিতেন এবং সেই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন রবীন্দ্রনাথও। স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথকে খুবই স্নেহ করতেন এবং ভালোবাসতেন ও তাঁর আদরের ভাই-কে ফোঁটা দিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'গাথা' তাঁর আদরের ভাই 'রবি'কে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, 'ছোট ভাইটি আমার যতনের গাঁথা হার কাহারে পড়াব আর? স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পড়াই, যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়া ফেল না খুলে, দুরন্ত ভাইটি তুই, তাইতে ডরাই।' ১৯৩৮ সাল। ছোড়দি বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পনেরো ভাই-বোনের আর কেউ বেঁচে নেই তখন। সাধ থাকলেও বর্ণকুমারী দেবীর সে বারে ফোঁটা দেওয়া হয়নি ভাইকে। কেননা ভাইফোঁটার আগেই রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ছেড়ে ফিরে গিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। হতাশ বর্ণকুমারী লোক পাঠিয়ে চিঠিতেই আক্ষেপ জানিয়ে ভাইকে পাঠালেন ভাইয়ের পছন্দের সব জিনিসপত্র। তার সঙ্গে সঙ্গে আদরের ভাইটিকে নিষেধ করে দিলেন, টিকা, প্রণামী পাঠাতে। বর্ণকুমারী দেবীর চিঠি, '২৭ কার্তিক, সন ১৩৪৬, ভাইটি আমার, শুনলুম তুমি জোড়াসাঁকোয় এসেছ। সেইখানে গিয়ে ভাইফোঁটা দেবো ভেবেছিলুম, কিন্তু হলো না। বিকেলে লোক পাঠালুম জানতে। সে এসে বল্লে, তিনি সকালে চলে যাবেন। ধীরেন নামে একজন চেনা লোক পেলুম। তাকে দিয়ে সব আনিয়ে পাঠালুম কবির যা প্রিয় জিনিস তাই দিলুম। আমি বড়, তোমায় কিছু পাঠাতে হবে না। আশা করি তুমি ভাল আছ। ধানদুর্ব্বা ফুল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলাম কিন্তু দেখা হলো না এই দুঃখ। ইতি বর্ণ'।

ছোড়দির এই চিঠি ও উপহারে দারুন খুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সে কথা ছোড়দিকে জানিয়েও ছিলেন চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'ওঁ শান্তিনিকেতন, শ্রীচরণেষু, ভাই ছোড়দি, তোমার ভাইফোঁটা পেয়ে খুশি হয়েছি। আমাদের ঘরে ফোঁটা নেবার জন্যে ভাই কেবল একটিমাত্র বাকি আর দেবার জন্য আছেন এক দিদি। নন্দিনী তোমার প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমার প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি তোমার রবি। ১৪/১১/৩৯। চিঠিটি লেখার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্ববিখ্যাত কবি বা গুরুদেব নন, তিনি যেন তখন নিতান্তই এক অতি সাধারণ অথচ বিরাট পরিবারের ছোট্ট এক ভাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে জানাই, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সে বারে ফোঁটা নিয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথের পালিত কন্যা, নাতনি নন্দিনীর কাছে। বর্ণকুমারী দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথ-কে ভাইফোঁটা দেওয়ার শেষবারের মতন সুযোগ আসে ১৯৪০ সালে। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে আসেন ১৯৪০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। সেবারে ভাইফোঁটার দিন রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন ও বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে ফোঁটা দেন। এটাই ছিলো কবি'র জীবনের শেষ ভাইফোঁটা। এই আবেগঘন অনুষ্ঠানের অসাধারণ বর্ণনা আছে রাণী চন্দ'র 'গুরুদেব' বইটিতে।

## বাংলা গানের সম্পদ

বেঁচে থাকলে এবং ক্রিকেট খেললে আজ তিনি স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকের দিকে ব্যাট তুলে ধরতেন। তাঁর উত্থান ছোট গল্পকার হিসেবে। তখন তাঁর অন্য দুই বন্ধুর মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ, কবি, এবং কী আশ্চর্য! সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গায়ক! কিন্তু, 'দিনের শেষে' তিনি হয়ে উঠলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯)। আরব সাগরের তীরে রূপোলি পর্দার জগতে এক এবং অদ্বিতীয় হেমন্তকুমার। কিন্নরকণ্ঠ লতা মঙ্গেশকর তাঁর 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামক এক অ্যালবামে জানিয়ে দিলেন, 'হেমন্তদার গান শুনলেই মনে হয় মন্দিরে বসে কোনও এক সাধু ভজন গাইছেন।' আর মান্না দে? কী বলেছিলেন তিনি? যে কোনও অনুষ্ঠানে তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গান গাইতে যাওয়ার আগে স্মরণ করতেন, হেমন্তবাবু মানুষ খুব বড়। অমন যাঁর গলা তিনি সব গান তো নিজেই গাইতে পারতেন। কী দরকার আমাদের সুযোগ দেওয়ার। আমাদের খেটে গাইতে হয়, উনি কথা বললেই গান হয়ে যায়। ২০০৩ সালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে কলকাতায় এসেছিলেন গুলজার। আড্ডায় এক তরুণ কবিকে বলেছিলেন, বিমলদা মারা যাওয়ার পর আমরা যখন অনাথ, তখন হেমন্তদাই আমাদের জায়গা দিয়েছিলেন। ওরকম একটা লম্বা মানুষ ডান হাতের আঙুলে সিগারেট ধরিয়ে মার্সিডিজ চালাতে চালাতে সে দিনের বম্বে ঘুরে বেড়াতেন। সকালবেলায় ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখি কলার দেওয়া কনুই অবধি হাতা গোটানো সাদা শার্ট, ধুতি পরে কোলের উপর হারমোনিয়াম নিয়ে গুনগুন করে গাইছেন, 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি'। অভিভাবক আর দাদা বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তিনি। ১৯৩৭-এ তাঁর প্রথম রেকর্ড 'কলম্বিয়া' থেকে। ১৯৪০-এ 'নিমাই সন্ন্যাস' সিনেমায় গায়ক হিসেবে প্রথম কণ্ঠদান। ১৯৪৪-এ 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' এবং 'আমার আর হবে না দেরি', এই দুই গান দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের জগতে পা রাখা। তারপর তাঁর সুদীর্ঘ ছায়া পড়ে থাকবে এই জগতে। পঙ্কজ মল্লিক যুগের অবসান ঘটেছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। নিজেরই প্রযোজিত 'অনিন্দিতা' ছায়াছবিতে গাওয়া তাঁরই 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' আজ অবিস্মরণীয়। 'রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম করে..' কিংবা 'কোনও এক গাঁয়ের বঁধু' গানটিকে আজও ভোলেনি বাঙালি শ্রোতা। 'পালকি চলে পালকি চলে' গানটি বলা যেতে পারে আবিস্মরণীয়। বাংলা গানের সম্পদ।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময় সামনে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সারদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করলে জয় আসবে তা জানতে হবে।

## সাধক বামাক্ষ্যাপা

মা তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে ও কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্থকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে পথ হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময় গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনের দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

# সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে বিদেশে অনুষ্ঠান শুরুর আগে দেশমাতার নাম স্মরণ করতেন

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

(মান্না দে'র কাকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে (কানা কেষ্ট) বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই গান শেখা সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র। মান্না দে একজন বড় শিল্পী। শেষ জীবনে তাঁর পরিবার দ্বারা অসম্মানিত হন।)

'এই ভাই য্যারা দেখকে চলো, আগে ভি নেহি পিছে ভি, ডায়ে ভি নেই বায়ে ভি, উপার ভি নেই নিচে

ভি'-'মেরা নাম জোকার' ছবির এই গানটি পরিলাচক অভিনেতা রাজ কাপুর আর কাউকে দিয়ে গাওয়ানোর সাহস দেখাননি। মুকেশকে দিয়ে তিনি বহু গান গাইয়েছেন। কিন্তু মান্না দে ছাড়া এই গানের আর কেউই চমক আনতে পারবে না সেটা কিন্তু দক্ষ পরিচালক রাজকাপুর বুঝতেন। সেই কারণে তিনি 'মেরা নাম জোকার' ছবির এই গানটি মান্না দে'কে সম্মানের সঙ্গে ডেকে নিয়ে তাঁর ছবিতে গাইয়েছিলেন। পরিচালক রাজ কাপুর মান্না দে'কে খুব সম্মান দিতেন। তার একটি মাত্র কারণ গানের জাদুকর ছিলেন মান্না দে। সুরের আর একজন জাদুকর ছিলেন মুম্বইতে তিনি শচীন কর্তা। সবাই তাঁকে এসডি বর্মন সাহেব বলে জানতো। মান্না দে যখন মুম্বইতে তখন সেখানকার সিনেমা জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে বহু দক্ষ শিল্পীরা। মুম্বই জগতের বহু টেকনিক্যাল দিকটাও বাঙালিরা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিত। ষাটের দশকে আরডি বর্মন মেহমুদের 'ভূত বাংলো' (১৯৬৫) সালের ছবিতে সুর দিচ্ছেন। সেখানে একটি গান ছিল 'আও ট্যুইস করে'। এই গানটি মান্না দে গান। ছবির প্রয়োজক উশমান এই গানটি মান্না দে'কে দিয়ে গাওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু আর ডি বর্মন সেই সময়ে বলেছিলেন, 'আমি এই গানটি তৈরি করেছি মান্না দে'র জন্য। অন্য কাউকে দিয়ে এই গানটি গাওয়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যদি মান্না দে'কে দিয়ে এই গানটি না করান তাহলে আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে কাজ করা যাবে না। এটাই আমার পরিস্কার কথা।'

আসলে দেববর্মন পরিবার মান্না দে'কে ভালোবাসতো। শচীন দেববর্মন মান্না দে'কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যে কোনও গান যে কোনও রকম পরিস্থিতিতে মান্না দে গাইতে প্রস্তুত থাকতেন। আশ্চর্য ছিল তার টেকনিক্যাল ভয়েস যা ঈশ্বর প্রদত্ত গলা। তাঁর গলায় এতো বেশি কাজ ছিল যা তৎকালীন আর কারোর মধ্যে বেশি দেখা একেবারে অসম্ভব ছিল। ১৯৬৮ সালে আবার আর ডি বর্মন, মেহমুদ এবং মান্না দে আবার একটি ছবিতে মিলিত হলেন। সেই ছবির নাম 'পরোসান'। এই ছবিতে একটি গানটি কিশোর কুমারের সঙ্গে মান্না দে যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'আও ও ট্যুইস করে'- গানটি প্রথম র‍্যাপ সং। আর 'এক চতুর না' গানটি একেবারে ক্লাসিক্যাল। দুটি ভিন্ন স্বাদের গান। শুদ্ধ ক্লাসিক্যাল গান থেকে শুরু করে আধুনিক গানের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল মিশ্রিত বহু গান গেয়েছেন মান্না দে। তিনি প্রায় কয়েক হাজার গান গেয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। এমনকী তিনি নজরুল গীতি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে মান্না দে নিজেই বলতেন, কবিগুরু গান তিনি বেশি গাইতে পারেন নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ধর্মী গলার জন্য। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। নজরুল সঙ্গীতের সুরে একটি আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিলেন মান্না দে। নতুন আঙ্গিককে সঙ্গীত পরিবেশন করাই ছিল মান্না দে'র গলার কারুকাজ। সারা জীবন তিনি সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষনা করে গিয়েছেন। সুর নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করেছেন। সঙ্গীতের নতুন উপস্থাপনা করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তৃপ্তি পেয়েছেন।

মান্না দে আসল নাম হচ্ছে প্রবোধ চন্দ্র দে। মায়ের নাম ছিল মহামায়া এবং পিতার নাম পূর্ণ চন্দ্র দে। জন্ম গ্রহণ করেন ১ মে, ১৯১৯ সালে কলকাতায় সিমলায়। স্বামী বিবেকানন্দও এই পাড়াতেই জন্ম গ্রহণ করেন। মান্না দে স্কুল জীবন থেকে কুস্তি চর্চায় মগ্ন ছিলেন। তখনকার দিনটা ছিল বিপ্লবীদের যুগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পাড়ায় পাড়ায় একটি করে কুস্তির আখড়া তৈরি করেছিল। সিমলা ব্যায়াম সমিতি তৈরি হয়েছিল বিপ্লবীদের হাত ধরে। এই সমিতি তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ এবং তার ভাই বারীন ঘোষ। এই সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে কুস্তি, লাঠি এবং ছুরি খেলা শেখানো হতো। তখন তিনি মান্না দে নামে খ্যাতি লাভ করেনি। প্রবোধ দে তখন এই কুস্তি আখড়ায় গিয়ে কুস্তি চর্চা করতেন। লাঠি খেলতেন এবং ছোরা খেলা অভ্যাস করতেন। কুস্তিতে তিনি বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি দক্ষ কুস্তিগীরও ছিলেন। গোবর গুহ'র কুস্তির আখড়ায় তিনি কুস্তি নিয়মিত অভ্যাস করতেন। গোবর গুহ তাঁকে খুব ভালো বাসতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে খুব জেদি ছিলেন ছোট বেলায় মান্না দে। যেটা জেদ করতেন সেটা শেষ করে তবেই তিনি ক্ষান্ত হতেন। এই জেদই তাকে বড় সঙ্গীত শিল্পী হতে সাহায্য করে। সঙ্গীত শিল্পী কবির সুমন মান্না দে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে গিয়ে বলেন, মান্না দে'র কাকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে সঙ্গীত জগতে একটি বিখ্যাত নাম। তিনি ভাইপোকে দক্ষতার সঙ্গে তামিল দিতে পেরেছিলেন। গান শেখার একটি আগ্রহ ছিল মান্না দে'র। রোজ সকাল বেলায় কাকার সঙ্গে তামিল দিতে বসতেন। তাঁর প্রশিক্ষণে মান্না দে এতো বড় শিল্পী হতে পেরেছিলেন।' মুম্বইতে আসার পর মান্না দে শচীন দেব বর্মনের সহচার্য লাভ করেন। প্রায় দিনই রেকর্ডিং থাকার সময়ে মান্না দে'র জন্য খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসতেন শচীন কর্তা। শচীন দেব বর্মন মান্না দে'কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভালো বাসতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সঙ্গীতের গায়কী ঢংকে একেবারে নতুন স্টাইলে পরিবেশন করতে ওস্তাদ ছিলেন মান্না দে। একই দিনে তিনি যেমন আধুনিক গান গাইতে পারতেন আবার পাশাপাশি তিনি ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতও গাইতে পারতেন। সঙ্গীত এর সুর সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারনা করে ফেলেছিলেন মান্না দে যা আজকের কোনও শিল্পীদের খুবই অভাব।

মান্না দে স্বয়ং বলতেন, সঙ্গীত হচ্ছে হৃদয়ের জিনিস। 'হৃদয় দিয়ে লেখো নাম সেই নাম রয়ে যাবে।' সঙ্গীতের সুর বের হয়ে আসে অন্তর থেকে। সৃষ্টি করতে হবে অন্তর থেকে। অন্তর থেকে আপনা আপনি সুর তৈরি করে দেবে যদি সাধনা থাকে। সঙ্গীত সাধনা করতে হবে। অন্তর থেকে বের হয়ে আসা সুরই হচ্ছে আসল সঙ্গীত। মান্না দে'র প্রতিটি গান ছিল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা সঙ্গীত। যে কোনও গান গাইবার আগে তিনি মনের মধ্যে সুর বেধে নিতেন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সেই সুরকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তারপর তিনি সঙ্গীত পরিবেশ করতেন।

বহু স্বদেশি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন মান্না দে। তিনি দেশকে ভালোবেসেছিলেন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। তিনি সঙ্গীত শুরু করার আগেই বিদেশে দেশমাতাকে সম্মান দিয়ে সঙ্গীত শুরু করতেন। দেশপ্রীতি ছিল তাঁর প্রবল। 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার' কী সঙ্গীত ভেসে আসে' ও 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' গান দি. শুরু করলেন অনুষ্ঠান। প্রিয় সুলুকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে মান্না দে গাইলেন তাঁর বিখ্যাত সেই গান ' ধন্য আমি ধন্য যে, পাগল তোমার জন্য যে'। সত্যিই তো স্বামী, স্ত্রী বলুন কিংবা প্রেমিক - প্রেমিকা সবার জীবনে বিরহের পরে মিলন ,সে যে অনির্বচনীয় মধুর সুধা। ..... কি সেই কাহিনি, চলুন শোনা যাক। মান্না দে'র দাম্পত্য অভিমান ঃ স্বামী- স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে মান - অভিমান স্বাভাবিক সেখানে কখনও কখনও ধনুকভাঙা পণ কেউ নাকি কারও সাথে আর গোটাজীবনে কথা বলবে না! সুখের কথা স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্কে বেশির ভাগ সময় এই সব মান- অভিমান খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না, অচিরেই মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে মধুর ভালবাসা যেন আবার নতুন করে ফিরে আসে। ব্যতিক্রম নন মান্না - সুলোচনা। কিন্তু সেবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, মান্না দে'র উপর অভিমান করে জায়া সুলোচনা দুই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেলেন,প্রতিজ্ঞা করে গেলেন কখনও আর মান্না'র কাছে ফিরবেন না। অভিমানে অনড় মান্না নিজেও, কিছুতেই প্রিয় সুলু কে গিয়ে বলবেন না ,যা হয়েছে ভুলে যাও,চলো বাড়িতে, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। অভিমান করলে কি হবে মান্না দে ভাঙছিলেন বিরহে, মনে মনে বারবার বলতে চেয়েছেন সুলোচনা তোমার ভালবাসায় আমি পূর্ণ। কেন মিছিমিছি রাগ করে আছো। নিশ্চয়ই সুলোচনার অনভূতি একই রকমের ছিল! কারণ তাঁর পতিদেব বলেছেন সহধর্মিণীকে ভালবেসে এবং ভালবাসায় পরিপূর্ণতায়।

# কালিকাপুরের রাজবাড়ির ইতিহাস

**সঞ্জয় পাল**

কালিকাপুর রাজবাড়ির স্থানীয় ইতিহাস অনুসারে এর বয়স প্রায় ৩৫০ বছর, তবে গবেষক জগ্নেশ্বর চৌধুরী তার বর্ধমানঞ্জ ইতিহাস ও সংস্কৃতি - খণ্ড তৃতীয় বইতে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিষ্ঠার বছর ছিল ১৮১৯। তবে সকলেই একমত যে সদগোপ জমিদার পরমানন্দ রায় প্রথমে নিকটবর্তী মৌখিরা গ্রামে এই জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু পরে মৌখিরায় বার্ষিক বর্ষাকালীন বন্যার জটিল সমস্যার কারণে কালিকাপুরে স্থানান্তরিত হন।

কালিকাপুরে বসতি স্থাপনের পর, পরমানন্দ তাঁর ৭ পুত্রের জন্য ৭টি প্রাসাদ, একটি দুর্গাদালন এবং একটি নাট মন্দির নির্মাণ করেন। স্থানীয় ভাষায় এই প্রাসাদগুলিকে সাত মহাল বাড়ি (সাতটি অংশ বিশিষ্ট প্রাসাদ) বলা হয়। এই ৭টি প্রাসাদ একটি দীর্ঘ করিডোরের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত ছিল। প্রাসাদের ঠিক বাইরে জোড়া শিব মন্দির রয়েছে, যেখানে অসাধারণ টেরাকোটার কাজ করা হয়েছে। এই দেউল মন্দিরগুলি - পরমেশ্বর এবং হংসেশ্বর - ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সাথে সাথে দর্শনার্থীদের স্বাগত জানানো হয় কয়েকটি জীর্ণ কর্নিথিয়ান স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ, যা নাট মন্দিরের শেষ অবশিষ্টাংশ যার ছাদ অনেক আগেই ভেঙে পড়েছে। নাটমন্দিরের তিন পাশে অনেক জানালা সহ সারি সারি করিডোর রয়েছে, যেখানে আগেকার দিনে মহিলারা দাঁড়িয়ে পুজো দেখতেন। এই রাজবাড়ির একটি পরিত্যক্ত মহলের বাইরের দেওয়ালের একটি নকল জানালায় একজন মহিলার পূর্ণাঙ্গ স্টুকো মুখ রয়েছে , যা দেখতে খুবই বাস্তবসম্মত। এটিকে 'বাটায়ণ বর্তিনী' (জানালার মহিলা) বলা হয়।

কালিকাপুর রাজবাড়ির স্থাপত্য ঃ কালিকাপুর রাজবাড়ির বিস্মৃত ইতিহাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশে ৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস এবং স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে। ২০ বিঘা জমির বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত মূল প্রাসাদ কমপ্লেক্সটিতে ৭টি পৃথক ভবন রয়েছে যা পরমানন্দ তাঁর ৭ পুত্রের জন্য তৈরি করেছিলেন। সমস্ত ভবন একটি দীর্ঘ করিডোর দিয়ে একে অপরের সাথে সংযুক্ত। ভবনগুলি তিন তলা বিশিষ্ট কিন্তু আধুনিক শহরগুলিতে দেখা যায় এমন আধুনিক পাঁচ তলা ভবনের তুলনায় অনেক উঁচু।

কালিকাপুরের 'দালান' ধ্বংস ঃ ৭টি ভবন এবং তিনটি মন্দিরের সবকটিই, যার মধ্যে একটি দুর্গা দালান এবং একটি বাদাম মন্দির, মূল প্রাসাদের ভেতরে অবস্থিত। ভূমিকম্প এবং বন্যা সহ্য করার জন্য তারা একটি অনন্য জ্যামিতিক নকশা এবং বিশেষ প্রাকৃতিক আঠালো দিয়ে ইট স্থাপন করেছিল যাতে এটি দুর্দান্ত শক্তি তৈরি করে। ৪০০ বছর আগেও কালিকাপুর রাজবাড়ির দেওয়াল মজবুত করার জন্য টেরাকোটার ইট ব্যবহার করা হত। স্থানীয় একজন পূজারী জানান, তারা তেঁতুলের বীজ, একটি নির্দিষ্ট জাতের গুড়, একটি নির্দিষ্ট গাছের পাতা, পলিমাটি এবং কিছু স্থানীয় ভেষজ মিশিয়ে এক অসাধারণ শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করতেন যা শতাব্দী ধরে একসাথে ধরে রাখত।

কোনও মার্বেল পাথর পাওয়া যায়নি, বরং তারা প্লাস্টারে চকচকে যোগ করতে এবং মেঝে মসৃণ করতে শঙ্খের খোল এবং ধুলো ব্যবহার করে। দেওয়াল এবং ছাদের শোভাময় নকশা পূরণ করার জন্য রঙগুলিও ব্যবহৃত হত, সম্পূর্ণরূপে ভেষজগুলি ভেষজ এবং ফুল থেকে নেওয়া হয়েছিল যাতে এটি চিরতরে উজ্জ্বল থাকে। ছাদ এবং করিডোরকে সমর্থন করার জন্য কাঠের বিম ব্যবহার করা হয়েছিল, সূক্ষ্ম সেগুন কাঠের তৈরি দরজা এবং জানালাও ছিল। যদিও ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলা আঘাত হানার পর এটি ভেঙে পড়েছিল, তবে কয়েক দশক পরেও এর মূল কাঠামো এখনও শক্তিশালী। কালিকাপুর রাজবাড়ীতে একটি বিশাল দুর্গাদালান ও নাটমন্দির রয়েছে, যেখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ীর প্রবেশদ্বারের গেটে শিব, কালী ও দুর্গা মূর্তির টেরাকোটা কাজ দেখা যায়, যা বাংলার টেরাকোটা শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই স্থাপনাগুলোর শৈল্পিক নকশা ও স্থাপত্য অতীত যুগের ঐশ্বর্য প্রতিফলিত করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ রাজবাড়ীতে প্রায় ৩৭৫ থেকে ৪০০ বছর ধরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অতীতের জৌলুসে কিছুটা ধুলো জমলেও রীতিনীতি রয়ে গিয়েছে একই রকম। পুজোর ১৫ দিন আগে কৃষ্ণনবমী তিথিতে বলি দিয়ে দেবীর বোধন হয়। এছাড়াও, সপ্তমী ও অষ্টমী ও নবমীতে ছাগ বলি হয়। অনেক আগে নবমীর দিন মহিষ বলি হত। বর্তমানে সেই রীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বোধনে দোলা করে পুকুর থেকে ঘটে করে জল আনা হয়। মন্দিরে নিত্য সেবা হয় মায়ের। পুজোর সময় আগে ভিয়েন বসত। দেশ-বিদেশের অতিথি সহ বর্ধমান রাজ পরিবারের সদস্যরাও আসতেন পুজোতে। পুজোর ক'দিন পালাগান ও যাত্রাপালার আসরে সরগরম থাকত গোটা এলাকা। গোটা গ্রামের মানুষের আনাগোনা ছিল জমিদারবাড়িতে। সকলের জন্য থাকতো অন্নকূট-এর আয়োজন। চলচ্চিত্র ও জনপ্রিয়তা ঃ বাংলা ও হিন্দি ছবির অন্যতম শুটিং স্পট হিসাবে চিহ্নিত।

# প্রেম বিরহের অমর শিল্পী মান্না দে

**বিশেষ প্রতিবেদক**

ছোটবেলায় আমি মান্না দে-র গান ভালবাসতাম না। সত্যি বলতে কি ললিতা গো কিংবা আমায় একটু জায়গা দাও শুনে ভদ্রলোককে বেশ ন্যাকাই লাগত। সুরকারদেরও বলিহারি বাপু। পুরুষ দিয়ে মেয়েদের গান গাওয়ানো কেন? বাড়িতে প্রথম টেপ রেকর্ডার এলে সাথে মান্নাদের একটা ক্যাসেট অবধারিতভাবে এল। তাতে খেলা

ফুটবল খেলা কিংবা ক'ফোঁটা চোখের জল টাইপ কিছু গান ছিল। ফলে নাক সিঁটকানোটা বাড়ল। হেমন্তের দরাজ কণ্ঠ বা কিশোরের ভারসেটালিটি অথবা শ্যামলের রোমাঞ্চের পাশে নিতান্ত পানসে সে সব গান। সুমন চ্যাটুজ্যে বাজারে নামেন নি তখনও। স্বাধীনতার দিন 'মেরে ওয়াতন কে লোগো' সদ্য বুঝতে শিখেছি। শুনলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

এমন সময় কে যেন একটা বলল, জানিস এই টাইপের আর একটা গান আছে। এর থেকেও ভাল। ধুসস !তা হয় নাকি? ইউ টিউবের প্রশ্নই ছিল না। সেই বন্ধুর বাড়ি বয়ে শুনেছিলাম অবাক মায়াবী গলায় এক গান 'অ্যায় মেরে পেয়ারে ওয়াতন/অ্যায় মেরে বিখরে চমন/ তুঝপে দিল কুরবান'। শোনামাত্র ভালমন্দ পরের কথা বুক থেকে অনেক দিনের জমে থাকা কান্নারা যেন ঠেলে বেরতে চাইছিল। এমন তো আগে কখনও হয় নি! কে রে এই গায়ক?শুনে আমি অবাক। এই মন কে মনিয়া গলার গায়ক নাকি সেই মান্না দে! সেই ক্যাসেটে আরও ছিল-'পুছো না ক্যায়সে ম্যায়নে', 'কসমে ওয়াদে প্যার ওয়াফা' মান্না দে আমায় পেড়ে ফেললেন। তারপর অনেক গান শুনেছি তাঁর। মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এক বাঙালী সদ্য কিশোর এক বাঙালী গায়কের হিন্দি গান শুনে যে চমকে উদ্বেল হয়েছিল সেই সন্ধ্যার স্বাদ আজও অমলিন। তখনও জানতাম না, সেই দিনের কথা, যেদিন কাবুলিওয়ালা ছবির জন্য সলিল চৌধুরীর এই গানে গাইছিলেন তরুন মান্না। কিছুতেই সুরকারের মন মত হচ্ছে না। শেষে বললেন আমার গলাটা বরং একটু কোমল করে গাই। সুরকারের সেটা না পসন্দ। রেগে বেরিয়ে গেলেন। মান্না দে নিজের খেয়ালেই গলাকে একেবারে কোমল করে গাইলেন গানটা। শেষ হতেই দেখলেন সুরকারের চোখে জল। তিনি জড়িয়ে ধরলেন গায়ককে। তারপর থেকে এই গান শুনে শুনে কত মানুষ কেঁদেছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। মান্না দে পারতেন।

একটা চেনা গল্প বলি বরং। ১৯৮৩ সাল, সেসময় নিউ আলিপুরে বাস ঘোষ পরিবারের, সুপর্ণকান্তির সুরে গাইবেন শক্তি ঠাকুর, তার মহলা চলছে। পাশাপাশি চলছে তরুণ সুরকারের এম কম পরীক্ষার প্রস্তুতি, এবং তাঁর বোনেদের অঙ্ক কষা শক্তি ঠাকুরের কাছে। বাড়িতে এসেছেন গৌরীপ্রসন্ন। বাবা নচিকেতার বন্ধু। হঠাৎ 'খোকা'কে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন, খোকা কই রে? কী করছে ভেতরে? আড্ডা মারছে আর বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে? কথাটা কানে যেতে বেরিয়ে আসেন 'খোকা'। আড্ডা এবং বিড়ি সিগারেট নিয়ে উক্তির জেরে গৌরীকাকাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালেন বাংলার আড্ডা, বিশেষ করে কলকাতার বিশ্বখ্যাত কফি হাউসের আড্ডা, নিয়ে গান লেখার। প্রথম দুই লাইন সেখানে বসেই মুখে মুখে বলেও দেন কিংবদন্তি গীতিকার। সুরও বসে গেল তখনই। পরদিন সকালে সুপর্ণকান্তিকে ফোন করেন গৌরীবাবুর স্ত্রী। তোর কাকাকে কী গান লিখতে দিয়েছিস রে? সারারাত ধরে লিখেছেন। উনি অসুস্থ, আর দিবি না এরকম। ততদিনে গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত গৌরীপ্রসন্ন।

কিন্তু শেষ হয়েও শেষ হয় না। গানের শেষ স্তবক কোথায়? যাই লেখেন সুপর্ণকান্তির পছন্দ না। তিনি চান একটা ধাক্কা দেওয়া ক্লাইম্যাক্স। রেগে গৌরিবাবু বলেন তোমার কাছে গান লেখা শিখতে হবে? হাসেন সুপর্ণকান্তি। দিন দশেক পর এক ব্যক্তি বাড়িতে এসে হাজির, হাতে একটি সিগারেটের খালি প্যাকেট। তাতে লেখা কিছু লাইন, শুরু এই দিয়ে, 'সেই সাতজন নেই আজ, টেবিলটা তবু আছে'। সুপর্ণকান্তির শেষ স্তবক। কী ব্যাপার? না হাওড়া স্টেশনে বম্বের ট্রেনে বসে লাইন কটি মাথায় আসে গৌরীপ্রসন্নের, এবং হাতের কাছে কিছু না পেয়ে সিগারেটের প্যাকেটে সেগুলি লিখে লোক মারফত পাঠিয়ে দেন তাঁর খোকার কাছে।

গান নিয়ে মান্না দের কাছে গেলে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এতো কবিতা....এতে কি গান হবে? এই কথায় সুর বসবে কী করে? অসম্ভবদ সুপর্ণকান্তি বলেন, সুর তো বসেছে, দেখুন পছন্দ হয় কী না। শেষ পর্যন্ত বম্বেতে গানের রেকর্ডিং হয়। বাকিটা, ওই যে বলে ইতিহাস।

একবার বলেছিলেন,আমি চুপচাপ নিজের মনে থাকতে চাইলেও, কেউ আমায় চুপচাপ থাকতে দেয় না এই জন্মদিনে। সুলোচনা অনেক রকম রান্না করে খাওয়ায়। ও যখন রান্না করে আমায় খাওয়ায় সামনে বসে, আমার মনে পড়ে যায় মায়ের কথা। মা আমাদের জন্মদিনে খুব ভালো করে পায়েস রাঁধতেন, তারপর নতুন জামা-কাপড় পরে যখন খেতে বসতাম মেঝেতে বাবু হয়ে, মা আমার পাশে জ্বেলে দিতেন পেতলের বড় পিলসুজ, প্রদীপ। তারপর তিনবার শাঁখ বাজিয়ে শাঁখটা গঙ্গাজলে ধুয়ে রেখে দিতেন একটা ছোট রেকাবে। খুব আদর করে বলতেন, 'ভালো করে খেয়ে নাও মানা...' শেষের দিকে একেবারে একা হয়ে গেছিলেন তিনি। স্ত্রী নেই, মেয়ের সঙ্গ নেই। যে একা থাকার জন্য, চুপচাপ থাকার জন্য এত আকাঙ্খা, সেটা পূরণ হয়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণ বড় কষ্টের, বেদনার। তখন কি আনমনে কোনদিন গেয়ে উঠেছিলেন 'বড় একা লাগে এই আঁধারে/ মেঘের খেলা আকাশ পাড়ে।' নাকি তাঁর তন্নিষ্ট কণ্ঠ গুনগুন করত 'জিন্দেগি ক্যায়সি এ পহেলি হায়'.... জানি না... ।

# ভাইফোঁটার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে

**রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ**

ভাই ফোঁটার মিষ্টি নাড়ুর। আমি এবছর নাড়ুকে ফোঁটা না দিলেও নাড়ুর প্রিয় বন্ধু কাল দুপুরে আগে ভাগেই তার জন্য ভজা কাকু ওরফে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র পোদ্দার এর দোকান থেকে তার জন্য মিষ্টি এনে হাজির। প্রতি বছর নাড়ুকে এই মিষ্টি গুলো বছরের একদিন দেওয়া হয়, এগুলো হয়তো ভাবতে পারেন রং এর তবে নবদ্বীপে কোন মিষ্টি দোকানে রং দেওয়া হয় না, ক্ষীরের তৈরি সব প্রথম থেকেই। বছরের এই সময়ে ভাইফোঁটা র জন্য স্পেশাল মিষ্টি হয় অন্য সময় পাওয়া যাবে না এই মিষ্টিগুলো। আগে মামার বাড়ি মাকে বিজয়া দিয়ে এসে মাম বাবাই আমি কখনো পান্তা বুড়ি ( মামের বড়পিসি) মামী বেরতাম মিষ্টি কিনতে যতদিন পোড়ামাতলায় মামের পাড়ায় পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বাণীঘোষ দাদুর দোকান হয়নি গন্তব্য ছিল ষষ্ঠী তলায় লক্ষণ ময়রা বা বড়ালঘাট আমার দাদুর বাল্যবন্ধু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত রামকৃষ্ণ দাদু ওরফে মিষ্টান্ন ভবনের মিষ্টি সঙ্গে আমার পাড়ার লক্ষী নারায়ণ সুইটস এর লাল দই, এই দোকান এর লাল দই নবদ্বীপ বিখ্যাত ছিল, বর্তমান এ দোকান বন্ধ। কখনো পোড়া মাতলায় মোরে বিখ্যাত দোকান এর ক্ষীরের রাবড়ি, সেই দোকানটি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ধমান যে দুবছর আসা হয়নি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এর কারণে মামা গিয়েছিল মায়ের ভোগ প্রসাদ নিয়ে,রাধাবল্লভ ঘিয়ের গুঠকা কচুরি,সীতাভোগ মিহিদানা কাজু বরফি- আশা সুইটস এর গোলাপ জাম চাউমিন সিঙ্গারা আর নেতাজী থেকে সন্দেশ সব মামার প্রিয় মাম আর আমি কিনে এনেছিলাম। দুবছর দাদাভাই কে ফোঁটা দিতে পেরেছিলাম বড়মা আর ছোটদাদু মারা যাওয়ার বছর ওই বাড়িতে কাল অশৌচে মায়ের পুজো হয়নি সেবার শ্রীরামপুর মাহেশ বড়পিসির বাড়ি। আগের দিন হাবু দাদা সারথী,গাড়িতে গাদাগাদি করে সদলবলে উত্তর পাড়া বাজারে ইলিশ চিংড়ি আর ভেটকী ফিলে নিয়ে,অমর সুইটস বড়পিসার বন্ধুর দোকান হয়ে ফেলু মোদক আর ফেরার পথে মহেশ চন্দ্র দত্তের দাদাভাই এর প্রিয় শাখ সন্দেশ নিয়ে বাড়িতে হৈ হৈ ব্যাপার, তবে বাবাই কোনদিন বড়পিসি ছোটপিসি র থেকে ফোঁটা নিতো না,ওরা মিষ্টি এনে রাখতো ওদের বড়র জন্য (বাবাইকে বড়পিসি ছোটপিসি আর বড়পিসির নাতনি ঈশানী ওই নামে ডাকে) সেগুলো খেতো গিফট দিত, সবচেয়ে বড় কথা ভাইদের মধ্যে বাবাই বড় পিসি আর ছোটপিসির দুজনের নেওটা বেশি,ছোটপিসির সবটুকু বড় ওরফে তার বড়দা। বকাকা পকাই ওরফে ছোটকাকু নিতো ফোঁটা সাথে আমার পি এস ওরফে আমার বাবাই এর পিসির ছোটছেলে, ওদের দুই ভাই এর বোন বলতে বড়পিসি ছোটপিসি তাই ফোঁটার খুব ধূম ছিল সে সময়। বড় পিসি বাড়িতে দিদাভাই বড় পিসির শ্বাশুড়ি ফোঁটা দিতেন দাদাভাই পিকু দাদাকে এরপর আমাদের পালা, দিদাভাই আমাকে এক প্লেট মিষ্টি দিতেন,যা দাদাভাই পিকু দাদা কে দেওয়া হতো। এরপর পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী মণি পিসিমণী (বড়পিসার একমাত্র বোন, তারা দের দেশে অতিথি তিনি ও) ফোঁটা দেওয়ার পর চলতো খাওয়া দাওয়া এলাহী আয়োজন গল্প আড্ডা। আমার অবশ্য প্রথম থেকেই ঠান্মা গোপাল ভাইকে কোলে তুলে দিয়ে বলেছিল প্রতি বছর ভাইকে ফোঁটা দেবে, রাখী পরাবে। আমার তিন বাঁদর আসার আগে পর্যন্ত আমার দাদুকে ফোঁটা দিতাম।

# হাঁসুয়া নিয়ে বন্ধুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্যক্তি, নেপথ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক?

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘটকপুকুর, ২৪ অক্টোবরঃ** দু'জনে একই গ্রামের বাসিন্দা। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব তাঁদের। এক বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে অন্যজনের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সন্দেহে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী রাজ্য সড়ক লাগোয়া ঘটকপুকুরে চৌমাথায়। জনবহুল বাজারে পেশায় ফল ব্যবসায়ী বন্ধুকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল অপরজনের বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ীর কপালে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত আক্রান্ত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ঘটকপুকুর ট্র্যাফিক পুলিশের বুথে খবর আসে, এক ব্যক্তি হাঁসুয়া নিয়ে বাজারে এক ব্যবসায়ীকে কোপ মেরেছেন। ট্র্যাফিক সার্জেন্ট নুরুল ইসলাম মোল্লা এবং দেবাশিস হালদার এই খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। এবং সুব্রত নস্কর নামে এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন। পুলিশ দেখেন সেখানেই রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন প্রবীর মণ্ডল নামে ঘটকপুকুর বাজারের এক ফল ব্যবসায়ী। ট্র্যাফিক পুলিশের দুই সার্জেন্ট দ্রুত আহত প্রবীর মণ্ডলকে নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। এবং সুব্রত নস্করকে ভাঙড় থানার হাতে তুলে দেন। ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগে সুব্রত নস্করকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, প্রবীর মণ্ডল দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আচমকা পিছন থেকে হাঁসুয়া দিয়ে তাঁর গলা লক্ষ্য করে কোপ মারেন সুব্রত। হতচকিত হয়ে দৌড়ে পালান প্রবীর মণ্ডল। কিন্তু, বন্ধুর উপর হামলা কেন চালালেন অভিযুক্ত? জানা গিয়েছে, সুব্রত নস্কর ও প্রবীর মণ্ডল ভাঙড়ের কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা। সুব্রতর সন্দেহ, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে প্রবীরের। বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্ক সন্দেহেই তিনি এই হামলা চালান বলে মনে করছে পুলিশ। তবে এমন জনবহুল বাজারে এই ঘটনায় হতবাক এলাকার ব্যবসায়ীরা।

# বিজেপি নেতার ছেলেকে তৃণমূলের পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ২৪ অক্টোবরঃ** বাবা বিজেপির নেতা। গাজোলে শুভেন্দু অধিকারীর সভার জন্য প্রচার করে চলেছেন তিনি। সেই কারণে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক ছাত্রকে তৃণমূল কার্যালয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। তৃণমূল কাউন্সিলর তথা মালদহের ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর স্ত্রী কাকলী চৌধুরীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। ইংরেজবাজারের বিজেপি ওই নেতার নাম কাজল গোস্বামী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যও তিনি। তাঁর পুত্র সংবিদ গোস্বামী কলকাতার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগপত্রে কাজল লিখেছেন, গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর পুত্র ইংরেজবাজার পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণ মিশনের ধারে রাস্তায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। সেই সময় কয়েকজন এসে তাঁকে জোর করে কলার ধরে তুলে নিয়ে যায় তৃণমূলের স্থানীয় ৮ নম্বর ওয়ার্ড পার্টি অফিসে। অভিযোগ, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলী চৌধুরী এবং তাঁর কয়েকজন অনুগামী তাঁকে মারধর করেন। মারধরে তিনি রক্তাক্ত হয়ে যান। পরে কাজল গোস্বামী পুলিশ সহ পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। সংবিদের মাথায়, মুখে আঘাত লেগেছে। কাজল গোস্বামীর অভিযোগ, আগামিকাল গাজোলে শুভেন্দু অধিকারী আসছেন। সেই নিয়ে তিনি প্রচারে ব্যস্ত। শুভেন্দুর সভার প্রচার করার জন্যই কাকলীর বিরাগভাজন হন বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর ছেলের প্রাণহানি হতে পারত বলে আশঙ্কা করে কাজল গোস্বামী বলেন, ''ওখানে পৌঁছে দেখি, আমার ছেলেকে রক্তাক্ত করেছে। প্রচণ্ড মারধর করছে। কাউন্সিলর নিজে দাঁড়িয়ে মারধরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। হয়তো আমি দেরিতে পৌঁছলে আরও বড় ঘটনা হতে পারত। আমার ছেলের প্রাণনাশ হতে পারত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে। রাজনৈতিক লড়াই হবে। তাই বলে এক বাচ্চা ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারছে। এ কোন শাসন?'' তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আক্রান্ত সংবিদ বলেন, ''কাকলি চৌধুরী আসার পর জিজ্ঞাসা করেন, তোর বাবার নাম কী? আমি বলি, কাজল গোস্বামী। তখন তিনি বলেন, বেশি বড় নেতা হয়েছে। পাড়াতে আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠন তৈরি করবে? বলে আমার গালে থাপ্পড় মারেন। থাপ্পড় মারতেই থাকেন। তারপর বাকি ছেলেদের বলেন, এবার একে মার। তখনই আমাকে মারা হয়। আমার সঙ্গে ২-৩ জন বন্ধু ছিল। তাদেরও মারধর করে।'' কাকলী চৌধুরীর বক্তব্য জানতে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে কাকলীর স্বামী তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তিনি বলেন, ''যেটা শুনেছেন, ওটা মিথ্যা। তৃণমূল পার্টি অফিসে কোনও ঘটনাই ঘটেনি। এফআইআর করেনি কেন? এফআইআর করতে বলুন। এগুলো মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বাবা- যেই হোক না কেন, পুলিশ তদন্ত করুক। আবার বলছি, পার্টি অফিসে কোনও ঘটনা ঘটেনি।'' ইংরেজবাজার থানায় অবশ্য অভিযোগ দায়ের করেছেন কাজল গোস্বামী।

# ভবঘুরের ঝুলিতে বাহারি ভোটার কার্ড! কল্যাণীতে পড়ল শোরগোল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২৪ অক্টোবরঃ** ভবঘুরের কাছ থেকে উদ্ধার শতাধিক ভোটার কার্ড। কল্যাণীতে পড়ল শোরগোল। যার না আছে ঘর, না রয়েছে বাড়ি। কিন্তু ঝোলা ভর্তি রয়েছে ভোটার কার্ড। এও সম্ভব? কোথা থেকে এত ভোটার কার্ড পেলেন ওই ব্যক্তি? সবগুলোই আসল নাকি ভুয়ো? সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ওই ভবঘুরেকে আটক করা হয়েছে বলেই খবর। ঘটনা কল্যাণী জেলার ৭ নম্বর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে ঘাস দিয়ে চাপা অবস্থায় ওই ভোটের কার্ডগুলি দেখতে পান তিনি। ঘাস সরিয়ে তা উদ্ধার করে রেখে দেন নিজের কাছেই। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তির থেকে প্রায় শতাধিক ভোটার কার্ড উদ্ধার করা গিয়েছে। যার মধ্যে তিনটি অসমের। বাকিগুলি কল্যাণীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের। কিন্তু এই কার্ডগুলি কি সত্যিই কুড়িয়ে পাওয়া? নাকি কিছু

ওয়ার্ডের মাঝের চর এলাকার। সেখানে এক ভবঘুরে ব্যক্তির ঝুলি থেকে উদ্ধার হয়েছে শতাধিক ভোটার কার্ড। শুক্রবার সকালে ওই ভবঘুরেকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় দুই যুবকের। হঠাৎ করেই কোথা থেকে উদয় হলেন তিনি, সেই প্রশ্নই জাগে তাঁদের মনে। এরপরই ওই ভবঘুরে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে তাঁরা। খুলে দেখে তাঁর ঝুলি। তখনই উদ্ধার হয় একাধিক ভোটার কার্ড। এরপর সন্দেহভাজনকে আটকে রাখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ। জানা যায়, ওই ব্যক্তি হুগলি জেলার হিন্দমোটরের বাসিন্দা। নাম উত্তম প্রসাদ। কল্যাণী সীমান্তে তাঁর দিদির লুকানোর চেষ্টা করছেন ওই ব্যক্তি? আর যদি তাঁর কথা সত্যি হয়, তা হলে রাস্তার ধারে এত ভোটার কার্ড ফেলে গেল কারা? ভোটের আগে এই সব প্রশ্নই উড়ে বেড়াচ্ছে কল্যাণী জুড়ে। এদিন এলাকার বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় বলেন, ''প্রায় ১ হাজার ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে শুনলাম। কাদের কাছে ছিল এগুলো? কারা ফেলে গেল? এই কার্ডগুলিই নির্বাচনের সময় ছাপ্পা ভোটে ব্যবহৃত হয়। এসআইআর নিয়ে যখন আবহ চড়ছে, তখন এঁদের টনক নড়েছে। তাই এইভোটার কার্ডগুলি রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।'' অবশ্য এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কারওর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা আছে, লোক নেই! শিলিগুড়ির নার্সিং হোমে আগুন, মৃত্যু আইসিইউ-তে থাকা রোগীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবরঃ** শিলিগুড়িতে একটি নার্সিং হোমে আগুন। মৃত্যু হল আইসিইউ-তে থাকা এক রোগীর। নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উঠেছে গাফিলতির অভিযোগ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে নার্সিং হোমে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) রাত ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ির ভুটিয়া মার্কেট লাগোয়া একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে আগুন লাগে। নার্সিং হোমের গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্টোর রুমে আগুন লাগে। ধোঁয়া দেখেই কর্মীরা গেলে দেখেন, ঘরের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। হু হু করে আগুন বাড়তে থাকে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় নার্সিং হোমের ভিতরের অংশ। ভয়ে-আতঙ্কে রোগীরা নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে আসেন। হাসপাতালের কর্মীরাও রোগীদের বের করে আনে। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আসেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ও পানি ট্যাংকি আউটপোস্টের পুলিশও। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পরই জানা যায় যে আইসিইউ-তে থাকা এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তবে আগুন থেকে ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে নাকি অন্য কারণে, তা এখনও জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে ওই নার্সিং হোমে। দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, নার্সিং হোমে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও, তা ব্যবহার করার কোনও লোক ছিল না। গতকাল ওই অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা কাজ করেনি। সেই কারণেই গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে নার্সিং হোমের দোতলা পর্যন্ত। নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ ও দমকল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

# গভীর রাতে প্রেমিকার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ, বাবা-ভাইয়ের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ অক্টোবরঃ** গভীর রাতে প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত যুবক। উত্তেজনা ছড়াল হুগলির শ্রীরামপুরে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে গুরুতর অবস্থায় স্থানান্তর করা হল 'প্রেমিককে'। থমথমে এলাকা। নামল র‍্যাফ। ঘটনা শ্রীরামপুরের প্রভাসনগরের চাকলাপাড়া এলাকার। সেখানেই বাড়ি আক্রান্ত যুবকের। নাম বৈদ্যরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোরামারা মল্লিকপাড়ার এক তরুণীর সঙ্গে দু'মাস ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর। কিন্তু সেই সম্পর্কের মাঝে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিয়ে। মেয়ের বাড়ি থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে পরিবার। আগামী ডিসেম্বরেই নির্ধারিত হয়েছে বিয়ের দিন। তার আগে যুবককে গভীর রাতে নিজের বাড়িতে ডাকেন তরুণী। বুধবার রাত ১টা ১৫মিনিট নাগাদ তরুণীর সঙ্গে তার বাড়িতে চুপিসারে দেখা করতে যায় ওই যুবক। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই টের পেয়ে যায় তরুণীর দাদা ও বাবা। এরপরই যুবককে হাতেনাতে ধরে তাঁরা। চলে মারধর। ডান চোখে গুরুতর আঘাত লাগে যুবকের। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। পরে চিকিৎসক ওই আহত যুবক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে। এই ঘটনা ঘিরে তৈরি হয় উত্তেজনা। শুক্রবার সকালে তরুণীর বাড়ি ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা। চলে হাতাহাতি। তরুণীর দাদাকে মারধর করেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট পুলিশ বাহিনী পাঠায় শ্রীরামপুর থানা। উদ্ধার করা হয় তরুণীর দাদাকে। এদিন আহত যুবকের দিদি সঙ্গীতা সমাদ্দার বলেন, ''ভাইয়ের সঙ্গে ওই মেয়েটার দু'মাস ধরে সম্পর্ক ছিল। ওঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে জানতে পেরে ভাই সরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই ওকে ছাড়তে রাজি নয়। খালি রাতে দেখা করতে চাইত। ভাই যেতে চাইত না। জোর করে ডেকে আনত। পরশু রাতেও দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ওই মেয়েটার দাদা ও বাবাকে ভাইয়ের উপর হামলা চালায়। শাবল দিয়ে কুপিয়েছে। চোখ উপড়ে নিয়েছে।''

**স্টেশন মাস্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং ইএল/২৯/আরটি২-২০_২০২৫/কে/৮৪৮ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি২-২০_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের সমগ্রে স্টেশন মাস্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৬৩,৩৩,৯১৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,২৬,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**NOTICE**

Mrs. Mamta Devi Saboo, W/o Kishore Kumar Saboo, owner/possessor of Office Space No. 15, Ground Floor, Lower Deck, 71 Park Street, 'Park Plaza', Kolkata - 700016, has agreed to transfer the said property to my clients. The original Sub-Lease Deed dated 20.01.2001, duly registered at A.R.A. II, Kolkata and recorded into Book No. I, Volume No. 28, Pages 1 to 31, Being No. 616 for the Year 2001 has been lost/misplaced. A diary was lodged with Ballygunge P.S. vide G.D.E. No. 1793 dated 27.06.2025 for the same.

Any person having any claim on the said property should inform the undersigned within 14 days of this notice, failing which the transaction will proceed and no claims will be entertained thereafter.

Mr. Tapesh Mishra, Advocate
High Court, Calcutta
52, Commint Park,
Kolkata - 700094
Mob. 9836115120

Date : 25.10.2025

# ‘কী বলছ! ১ লাখ ৩০ হাজারে এক ভরি সোনা!’ চোখ কপালে উঠল অনুব্রতর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৪ অক্টোবরঃ** বিগত কয়েক মাস ধরেই মধ্যবিত্তের সবথেকে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সোনার দাম। দিন যত গড়িয়েছে ততই আরও দামী হয়েছে সোনা। লাখের গণ্ডি ছাড়িয়েছে সেই কবেই। তবে সোনার লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি চিন্তা বাড়িয়েছে রাজনৈতিক নেতাদেরও। কালীপুজোর আবহে সেই উদ্বেগের সুর ধরা পড়ল বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের গলাতেও। সোনার দাম যে ১ লক্ষ ২৫ থেকে ৩০ হাজারের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলছে তা শুনে রীতিমতো হতবাক হয়ে গেলেন। কিছুদিন আগেই মহাসমারোহে বোলপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হয়ে গিয়েছে কালীপুজো। আর এই পুজো বহু দিন থেকেই কার্যত কেষ্টর পুজো বলেই গোটা জেলায় পরিচিত। পুজোর সময় মানুষের ব্যাপক ঢলও নামে। সোনার সাজে সেজে ওঠে কালী প্রতিমা। সূত্রের খবর, শুধু এবারই গায়ে উঠেছিল প্রায় ৬০০ ভরি সোনা। পুজোর আবহেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অনুব্রত। দীর্ঘদিন থেকে চলা এই পুজো নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে দেখা যায়। বলেন, ১২ বছর বয়স থেকে আমি কালী মায়ের ভক্ত। এই পুজোটার বয়সও হয়ে গিয়েছে প্রায় ৪৬ বছর। পার্টি ছেলেরাই প্রতিমা নিয়ে আসে। মায়ের কাছে আমি সবার ভাল চেয়েছি। এরপরই কালীর সাজ নিয়ে বলতে গিয়ে অনুব্রত বলেন, ''মা কোনওদিন টিনের গয়না পরেছে কিনা আমার জানা নেই। মা তো নিজের গয়না নিজেই তৈরি করে নেন। প্রতি বছরই যাঁদের মানত থাকে তাঁরা মাকে গয়না দেন। এবার কম করে ১০ থেকে ১২ ভরি। সোনার দাম এখন তো অনেক। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার।'' তাঁর এ কথার পরেই অনেক সাংবাদিকই বলেন, দাম আরও বেড়েছে, ১ লাখ ২৫ থেকে ৩০ হাজারেও পৌঁছে গিয়েছে। যা শুনে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান অনুব্রত। নিজেই বলেন, ''কী বলছ! ১ লাখ ৩০ হাজারে এক ভরি সোনা!'' যা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য চাপানউতোরও দেখা যায় ওই সাংবাদিক বৈঠকে।

**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ওএইচই পরিবর্তনের কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৫-২৬; তারিখ: ২১-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে এসএসই/টিআরডি/আইসি/ ধূপগুড়ির এখতিয়ারাধীন আইওএল ও ক্রসওভার শিফটিং কাজ এবং এসএসই/টিআরডি/আইসি/নিউ আলিপুরদুয়ার-এর আওতাধীন আইওএল স্থানান্তরের কাজের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই পরিবর্তনের কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৬৮,২৪,১৩৯.৮৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩৬,৫০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১১-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

# মতুয়া-নমঃশূদ্রদের জন্য তৈরি সিএএ ক্যাম্প ভাঙল বিজেপিই? কল্যাণীতে ‘গেরুয়া-কোন্দল’?

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২৪ অক্টোবরঃ** এসআইআর নিয়ে গরম হচ্ছে বাংলা। ভোটার তালিকার পরিমার্জনের দাবি তুলছেন খোদ বিজেপি নেতারাই। এসআইআর না হলে নির্বাচন হবে না, সাফ কথা তাঁদের। কিন্তু এসআইআর হলে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের কী হবে? সেই মতুয়া, নমঃশূদ্রদের কথা ভেবেই শুরু হয়েছে বিজেপির সিএএ সহায়ক শিবির ক্যাম্প। কিন্তু এবার সেই ক্যাম্প ঘিরেই দেখা গেল 'কোন্দলের' ছবি। ঘটনা নদিয়া জেলার কল্যাণীর। সেখানে একেবার বিজেপির কার্যালয়ের পাশেই তৈরি হয়েছিল সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিষয়ক সহায়তা শিবির বা সহজ ভাষায় সিএএ ক্যাম্প। কিন্তু এক রাতে সব তছনছ। অন্ধকারে সব কিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। ক্যাম্পের মধ্যেই চলল ভাঙচুর। ভেঙে দেওয়া হল বাইক। ছিঁড়ে দেওয়া হল পোস্টার-ব্যানার। কিন্তু কারা করল? বিরোধী দলের ক্ষতি মানেই নিশানায় থাকবে শাসক শিবির। অবশ্য, এই ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। বিজেপির অন্দরেই তৈরি হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের গুঞ্জন। কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন গেরুয়া শিবিরের একাংশ। বলে রাখা প্রয়োজন, দিনকতক আগেই অস্থায়ী সিএএ ক্যাম্প উদ্বোধন করেছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক বিজেপি কর্মী বলেন, ''এই ক্যাম্পটা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন। রাতে গোটা অফিস ভেঙে দেয়। ভাঙচুর চালায়। বিধায়কের নেতৃত্বেই এসব ঘটেছে। মণ্ডল সভাপতিও যুক্ত রয়েছেন। আমাদের কয়েকজনকে প্রচণ্ড মারধর করেছে ওরা।'' অবশ্য দলের অন্দরে তৈরি হওয়া গুঞ্জনে গুরুত্ব দিতে নারাজ কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জল্পনা উড়িয়ে তৃণমূলের দিকেই দায় ঠেলেছেন তিনি। এদিন অম্বিকা রায় বলেন, ''গতরাতে আমি খবর পেয়েছি, মণ্ডল সভাপতির কাছে গোটা বিষয়টা শুনেছি। জানতে পারলাম, সাড়ে ১১টার দিকে ওই সিএএ অফিসের কাছে কয়েকজন মদ-মাংস খাচ্ছিল। ওই সময় তো সিএএ-র কোনও কাজ হয় না। আমার মনে হয়, বিজেপির কেউ হলে সিএএ ক্যাম্পের সামনে এসব করবে না। এই সব কিছুই তৃণমূলের কারসাজি। ওদের কিছু দুষ্কৃতী রয়েছে। ওরা রাতের অন্ধকারে কাজ করে। এই কাজে বিজেপির কিছু মুখোশ পরা লোকও ছিল।''

**চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের নাম; বিজ্ঞাপিত মূল্য (টাকা); বায়না মূল্য জমা (রুপি); সমাপ্তির সময়কাল; বন্ধের তারিখ নিম্নরূপ: [০১]; ইএনজিজি-৫৩-২০২৫-২৬; ইএলএএইউ/ডিকেএই -তে ওএইচই সহ লোকোমোটিভ রাখার জন্য ওএইচই সহ অতিরিক্ত লোকো ট্রায়াল ট্র্যাকের (প্রায় ৭০০ মিটার) ব্যবস্থা এবং ট্র্যাকের সম্প্রসারণ (প্রায় ২১০ মিটার); ₹ ২,২৯,২৯,৫২৬.২২; ₹ ২,৬৪,৭০০.০০; ০৪ (চার) মাস; ১৩.১১.২০২৫। [০২]; ইএনজিজি-৫৪-২০২৫-২৬; ইএলএএইউ/ডানকুনিতে অ্যাসেম্বলি শপের ২৫ মিটার বে-তে অতিরিক্ত ৩০ মিটার শেড সম্প্রসারণ; ₹১,৮২,৭৬,৪৩১.১৯; ₹২,৪১,৪০০.০০; ০৫ (পাঁচ) মাস; ১৩.১১.২০২৫। দ্রষ্টব্য:- ১. সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং www.clw.indianrailways.gov.in-এ দেখা যাবে। ২. যোগাযোগের নম্বর - ৯১৬৩৩৪০২০১ এবং ৯১৬৩৩৪০২০৬।

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন

PR1/233

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

**কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৩_২০২৫/কে/৮৫১ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি২৩_২০২৫। কাজের নামঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-স্ট্যাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সেল লাইনের পরিবর্তন"। টেণ্ডার রাশিঃ ৫০,৩৩,৩৩৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০০,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**DAINHAT MUNICIPALITY**

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-37/DM/ENGG/(APAS)/ 2025-2026
DATE: 24/10/2025
E-NIT no-38/DM/ENGG/(APAS)/ 2025-2026
DATE: 24/10/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

# সাড়ে তিনশো কোটি টাকা উধাও! শহরে বিরাট বড় ‘প্রতারণা’, নাম জড়াল তৃণমূল নেতার ছেলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৪ অক্টোবরঃ** একটা-দু'টো টাকা নয়। একেবারে সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা। আসানসোলের বুকে উঠল বিরাট বড় অভিযোগ। জুড়ে গেল তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য কমিটির সদস্যের ছেলের নাম। আসরে নামলেন খোদ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর এই সমস্ত অভিযোগ প্রকাশ্যে এল একটা এফআইআর-র পর। ওই তৃণমূল নেতার ছেলের বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান। অবসরপ্রাপ্ত ওই বিএসএফ অফিসারের অভিযোগ, তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য কমিটির সদস্য শাকিল আহমেদের পুত্র তহসিন আহমেদ বিনিয়োগের নামে সাধারণ মানুষকে লুটছেন। বেশি টাকা পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ইতিমধ্যেই কোটি কোটি আত্মসাৎ করেছেন তিনি। ওই অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানের কথায়, ''প্রথমে ৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম। ভাল রিটার্ন পেয়েছিলাম। তারপর ৪১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর কোনও সুদ আসে না। যাঁরা আমার কথা শুনে টাকা ঢেলেছিলেন, তাঁদের টাকাও আটকে রেখেছে।'' সহ তাঁর বেশ কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে আসানসোল উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পরিস্থিতি সম্পর্কে

একই অভিযোগ আসানসোলের মহিশীল কলোনির বটতলা এলাকার বাসিন্দা মৌটুসী দত্তেরও। এদিন তিনি বলেন, ''সোনার গয়না বন্ধক রেখে ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম। কয়েক মাস সুদ পেয়েছি। কিন্তু এখন সব বন্ধ। আসলটাও ফেরত দিচ্ছে না।'' ইতিমধ্যেই তহসিন আহমেদ- আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে অবহিত করানোর জন্য বৃহস্পতিবারই তাঁর কাছে দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রতারিতরা। প্রশাসন আইনতভাবে তাঁদের সব রকমের সাহায্য করবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। আসানসোলের আর্থিক তছরুপের ঘটনায় তৃণমূল নেতার ছেলের নাম জড়াতেই নিজের সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আসানসোল জুড়ে তিন হাজারের বেশি পরিবারকে ঠকিয়ে তৃণমূল নেতার ছেলে সাড়ে তিনশো কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা করেছেন বলেই অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তহসিনের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে গোটা ঘটনায় সেবি ও ইডি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দু। অবশ্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতার এই পোস্ট 'বাজার গরম' করার জন্য বলেই দাবি করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, ''উনি তো সব সময় সিবিআই-ইডি তদন্তের দাবি করেন। ওনার কাছে যদি সমস্ত নথি প্রমাণ থাকে, তা হলে উনি সেগুলো তাঁদের হাতে তুলে দিক।'' অন্য দিকে তৃণমূলের আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৈয়দ মাহফুজুল হাসান বলেন, ''শাকিল আহমেদের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। উনি আমাদের পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন, কিন্তু এখন কোনও পদে নেই। একটাই কথা প্রশাসন আছে, পুলিশ আছে, প্রতারিতরা তাঁদের কাছে যান।'' অন্যদিকে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে। আমরা সারদা দেখেছিলাম। রোজ ভ্যালি দেখেছি। এবার আমাদের ছোট শহর আসানসোলও দেখলাম। সাধারণ মানুষের থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা চুরি করেছে তৃণমূল নেতা ও তাঁর ছেলে।''

**NIQ**
**Govt. of West Bengal**

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Temporary IT infrastructural arrangements during the programme to be attended by VVIP in connection with of Chhat Puja from Takta Ghat(Kolkata) on **27.10.2025" [Job No. KIT/RW/089 of 25-26]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-057/KIT/Q of 25-26).** Bid Submission Closing: **27.10.2025 up to 11.00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
**Executive Engineer, PWD**
**Kolkata IT Division**

**Office of the**
**FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT**
**FRESERGANJ, P.O.- FRESERGANJ, P.S. –FRESERGANJ COASTAL, DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS**
**E-mail: pradhanfreserganj@gmail.com**

**NOTICE INVITING TENDER No. WB/S24PGS/FGP/ NIeT- 17, 18, 19, 20, 21 & 22 (25-26) Dtd 22.10.2025.**

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 78(Seventy eight)Nos. different work(s)for above mentioned 6 nos NIeT. Date & Time of submission Start Date **22.10.2025 at 10:30 AM.** Last Date: **12.11.2025 at 10.30 AM.** For details please visit Website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
**Freserganj Gram Panchayat**

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA, PURULIA**

**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-39/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 20(Twenty) nos. works/Schemes under APASFund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **24.10.2025 up to 13.11.2025 15.00 PM.** Bid submission starting from **24.10.2025 up to 13.11.2025 at 15:00 AM.** And Opening on **15.11.2025 at 15:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- **Executive Officer, Para Panchayat Samity**

## চাষবাস

# পটল চাষে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম উপায়ে পরাগ মিলনের চেষ্টা করছেন চাষিরা

অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মৃত্যু হচ্ছে মিলনকারী কীটপতঙ্গের। আর এই কীটপতঙ্গের মৃত্যুর ফলে হচ্ছে না পরাগ মিলন। ফলস্বরূপ ফসলের উৎপাদন ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কম হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করছেন পটল চাষিরা। তাই পটলের ১০০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চাষিরা ভোররাতে পটল ফুলে পরাগ মিলনের জন্য জমি থেকে পুরুষ ফুল তুলছে। তারপর রেণু স্ত্রী ফুলের সাথে মিলন ঘটানো হচ্ছে। পটল চাষিদের ভাষায় এই প্রক্রিয়াটিকে ফুল ছোঁয়ানো বলা হয়। এভাবে পরাগ মিলন ঘটানোর ফলে প্রতিটা স্ত্রী ফুল থেকে পরিপুষ্ট পটল ধরছে। এই প্রক্রিয়াতে পটলের জমিতে পরাগ মিলন ঘটালে একটি স্ত্রী ফুলও নষ্ট হবে না। প্রতিটা ফুলের কুঁড়ি থেকেই পটল ধরবে। প্রত্যেকদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগে এই পরাগ মিলনের কাজটি শুরু করতে হয়, তা না করতে পারলে সূর্যের তেজ বাড়তে শুরু করলে ফুলের পাপড়িগুলি বন্ধ হয়ে যায়, তখন আর কৃত্রিমভাবে পরাগ মিলন করা সম্ভব হয় না। তাই প্রত্যেকদিন ভোরে পটলের জমিতে চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যাবে, চাষিরা কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রী ফুলের সাথে পুরুষ ফুলের মিলন ঘটাতে ব্যস্ত। পটল চাষি হরিপদ সরকার, স্বপন বিশ্বাস, বলরাম পালরা জানান, বর্তমান সময়ে ফসলের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় মারার জন্য ফসলের বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় এই কীটনাশক প্রয়োগের ফলে ফসলের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ পোকামাকড়ের সাথে ফসলের উপকারে কীটপতঙ্গগুলোরও মৃত্যু ঘটে। ফসলের উপকারী কীটপতঙ্গ গুলি মৃত্যুর কারণে ফসলের পরাগ মিলন সঠিকভাবে না হওয়ায় ফসলের উপাদন কমে যায়। যে কারণে আমাদের মতো সমস্ত পটল চাষিকেই ভোরবেলায় এসে জমিতে ফুটে থাকা প্রতিটা স্ত্রী ফুলের সাথে পুরুষ ফুলের মিলন ঘটাতে হচ্ছে। এই কাজটি করতে না পারলে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ফলন কমে যাবে। ফলন উৎপাদন কমে গেলেই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে চাষিরা। তাই বেশি ফলন পেতে প্রত্যেকদিন ভোররাতে ঘুম থেকে উঠেই পটলের ফুলে পরাগ মিলন ঘটাতে দৌড়াতে হয় পটলের জমিতে। সরকার বা কৃষি দপ্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত, কোন কীটনাশক ব্যবহার করলে ফসলের উপকারী মৌমাছি, চিপতঙ্গ গুলোর কোন ক্ষতি হবে না, আর ফসলের ক্ষতিকারক যে সমস্ত কীটপতঙ্গ আছে সেগুলো ধ্বংস হবে। সরকার বা কৃষিদপ্তর এই ধরনের কিছু আবিষ্কার করতে পারলে সারা দেশের মধ্যে আমাদের দেশ কৃষিতে বিপ্লব ঘটবে।

এক কৃষি আধিকারিক জানান, পটলের ভালো ফলন পেতে হলে দশটি স্ত্রী গাছের সাথে একটি পুরুষ গাছ অবশ্যই রাখতে হবে। অনেক চাষি এই অনুপাতে পুরুষ গাছ রাখতে চান না। জমিতে পুরুষ গাছের সংখ্যা কম থাকলে ফলন কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ। এছাড়াও বিভিন্ন কীটনাশক প্রয়োগের ফলে ফসলের উপকারী-অপকারী সমস্ত ধরনের পোকামাকড়, মৌমাছি, কীটপতঙ্গের মৃত্যু ঘটে। এই উপকারি কীটপতঙ্গের মৃত্যুর ফলে পরাগ মিলনের ব্যাঘাত ঘটে, ফলস্বরূপ পটল গাছের ফলন অনেকাংশে কমে যায়। সঠিক মাত্রায় ফলন পেতে হলে ১০টি স্ত্রী গাছ ও ১টি পুরুষ গাছ বাগানে অবশ্যই রাখতে হবে। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে যেমন পুরুষ পটল গাছের ফুল তুলে তার পরাগযুক্ত অংশটি পরিষ্কার বিশুদ্ধ জলের সাথে ভালো করে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এরপর পরিষ্কার স্প্রে মেশিনের সাহায্যে জমিতে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও ভালো একটি পদ্ধতি হলো ভোর বেলায় পুরুষ ফুলের পরাগ যুক্ত অংশটি স্ত্রী ফুলে সরাসরি মিলন ঘটানো। এই প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ হলেও ১০০ শতাংশ ফলন পাওয়া যাবে। এই কৃত্রিম উপায়ে পরাগ মিলনের কাজটি ভোরবেলা করতে হবে। সূর্যের তাপ বেড়ে গেলে এই প্রক্রিয়াতে আশানুরূপ কাজ নাও হতে পারে। এর চাইতে বিশদে জানতে হলে চাষিদের সরাসরি অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।এদিকে নিম্নচাপের বৃষ্টি ও নদীর জলের স্রোতে আলিপুরদুয়ারের বহু এলাকা বিপর্যস্ত। ভেঙে গিয়েছে বাড়ি। বহু পরিবার এখন ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। বিপর্যয় কাটিয়ে ছঃেদ ফেরার চেষ্টা চলছে। দুর্যোগের কারণে আলিপুরদুয়ার জেলার ৩৩৬ বিঘা জমির সবজি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। টাকার অঙ্কে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম করে ৪৫ লক্ষ টাকা। জেলা হর্টিকালচার ডিপার্টমেরে ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে এই তথ্য উঠে এসেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১৩৪০ জন কৃষক।

জেলায় আলিপুরদুয়ার ১ ব্লক, কুমারগ্রাম ব্লক ও মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কুমারগ্রাম ব্লকে ২০০ প্যাকেট ১০ রকম হাইব্রিড সবজির বীজ দিয়েছে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট। ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য এলাকাতেও একইভাবে হাইব্রিড সবজির বীজ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। তোর্সা নদীর চরে ব্যাপক বেগুন চাষের ক্ষতি হয়েছে। যেসব কৃষকরা তোর্সা নদীর চরে বেগুন চাষ করে ক্ষতির মুখে প।ছেন, তারও হিসেব কষছে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চর এলাকায় যারা চাষ করেছেন, তাঁদের জমির কোনও কাগজ নেই। এসব কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা ভাবছে ব্লক প্রশাসন। যদিও আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, আমরা সর্বত্র যেখানে যেমন ব্যবস্থা নেওয়ার নিচ্ছি।জানা গিয়েছে যারা অগ্রিম ফুলকপি, বাঁধাকপি চাষ করেছেন তাঁদের সবজির সামান্য ক্ষতি হয়েছে। সেসব জমিতে জলের ঝাপটা দিয়ে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শুরু হয়েছে। তবে জেলায় সবজি চাষের ক্ষয়ক্ষতির কারণে এবার বাজারে কালীপুজোর সময় দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা করছে বিভিন্ন মহল।

# হড়পা বানে ২৫০ বিঘার চা গাছ নষ্ট, ভিটেছাড়া শ্রমিকরা

ভুটান থেকে আসা নদীর জলে জেলার একাধিক চা বাগানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভেঙেছে চা বাগান রক্ষাকারী নদীবাঁধ। বিঘার পর বিঘা চা গাছ উপড়ে ফেলে গোটা এলাকা ফাঁকা করে দিয়েছে নদী। চা গাছের নতুন চারাগাছেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জেলায় মোট ৬৪টি চা বাগান। তার মধ্যে অন্তত ১০টি চা বাগানের কয়েক হাজার বিঘার চা গাছ নষ্ট হয়েছে। তবে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে হাসিমারার সুভাষিণী চা-বাগানের। এখানে তোর্সা নদীর বাঁধ ভেঙে হু হু করে জল ঢুকে গিয়েছে চা বাগানে। এই চা বাগানে প্রায় ৯০ হেক্টর বা ২৫০ বিঘা জমির চা গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভেঙেছে শ্রমিক বস্তি। বিপদ বুঝে বসতি ছেড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন শ্রমিকরা। ভিটেমাটি সব হারিয়েছেন চা শ্রমিকরা। অনেক শ্রমিক পরিবারের এখন মাথা গোঁজার ঠাইটুকু নেই।

শুধু সুভাষিণী চা বাগান নয়, জেলার মেচপাড়া, রায়ডাক, তোর্সা-সহ একাধিক চা-বাগান ভুটান থেকে ধেয়ে আসা নদীর জলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ হবে কীভাবে, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিভিন্ন মহল। বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের এক কর্তা বলেন, ' চা বাগান অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদেরও বাড়ি-ঘর ভেঙে গিয়েছে। আমরা এই ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে পূরণ করা যায়, তার চিন্তাভাবনা করছি। ত্রাণ

দেওয়া চলছে। এলাকায় কিছু মানুষকে খাবারের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।''সুভাষিণী চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা বলেন, বাড়িঘর সব ভেঙে গিয়েছে। এখন কাজেও যেতে পারছি না। বাড়ি-ঘর ঠিক করতেই সময় চলে যাচ্ছে। কাজ না করলে আবার মজুরি মিলবে না।''প্রকৃতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত ডুয়ার্সের একাধিক চা-বাগান। কোথাও সড়ক উড়ে গিয়েছে, কোথাও কালভার্ট ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। নদীর গতিপথ বদলে চা-বাগানের বিস্তীর্ণ জমি ক্ষতিগ্রস্ত। অনেক জায়গায় সীমানা প্রাচীর ধসে গিয়ে ফ্যাক্টরি এলাকা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বাগানে মাটি আলগা হয়ে পড়ে গিয়েছে অসংখ্য ছায়াগাছ। ডুয়ার্সের জিতি চা বাগানের 'নয়া লাইন' শ্রমিক মহল্লার একমাত্র রাস্তায় থাকা কালভার্টটি সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প।ছে। বিপাকে অন্তত ৭০টি পরিবার। একই পরিস্থিতি গাঠিয়া লাইনেও। এখানে ৬০টি পরিবার বিপাকে পড়েছে। শনিবার রাতেই জল ঢুকে পড়ে বাগানের ৮ নম্বর শ্রমিক মহল্লায়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। বাগানের ৩ নম্বর সেকশনেও কালভার্ট ভেঙে গিয়েছে। ফ্যাক্টরির ৭০ মিটার দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে। জিতি চা বাগানের ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, কৃষ্ণা লাইন শ্রমিক মহল্লা গাঠিয়া নদীর একেবারে ধারে। নদী যে কোনও সময় পথ বদলে ঢুকে প।তে পারে ভিতরে।

বাগানের শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক জানান, বাগানের ভিতরের রাস্তাগুলি ও কালভার্ট ভেঙে যাওয়ায় এখন কাঁচা পাতা ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দিতে সমস্যা হচ্ছে। ফলে উপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত। কারণ, চা-বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তাও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক কালভার্ট ভেঙে প।ছে। বাগানের ম্যানেজার সত্যনারায়ণ সাউ বলেন, কালভার্টগুলি মেরামত না করলে গোটা কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। হিলা চা-বাগানের একমাত্র রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত। ম্যানেজার ব্রিজেশ রাই বলেন, এই অবস্থায় বাগানের মালপত্র কিংবা মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারছে না। দ্রুত রাস্তা ঠিক না হলে পুরো উপাদন ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে। মরাঘাট চা-বাগানের অন্তত ৫০ হেক্টর জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরাও এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অনেকেরই ছোট ছোট বাগান জলমগ্ন হয়েছে। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, এই ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে চা শিল্পকে রক্ষা করতে হলে রাজ্য সরকারের অবিলম্বে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানাচ্ছি। চা উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ সময় শীতের আগের এই পর্যায়ে এমন দুর্যোগ চা শিল্পের উপর বিশাল প্রভাব ফেলবে।

# মোট ৪৫টি সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাল ইউরোপীয় ইউনিয়ন

২৪ রাশিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তিশালী করছে ভারতীয় সংস্থা! এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ এনে মোট ৪৫টি সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ওই সংস্থাগুলির মধ্যে তিনটি ভারতীয়, এমনটাই জানা গিয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে। এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নয়াদিল্লির তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, রুশ তেল কিনে আদতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে মদত জোগাচ্ছে ভারত। সেকারণে ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্কও চাপিয়েছেন ট্রাম্প। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিযোগ অন্যরকম। বৃহস্পতিবারের প্রকাশিত বিবৃতিতে ইউ জানিয়েছে, ' মাইক্রোইলেকট্রনিকস, অত্যাধুনিক কম্পিউটার ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে ৪৫টি সংস্থা রাশিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করছে। রাশিয়াকে সরাসরি সমর্থন করার কারণেই এই

সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ করা হল।' জানা গিয়েছে, এই ৪৫ সংস্থার মধ্যে অধিকাংশই রাশিয়ার। তার বাইরে ১২টি চিন এবং হংকংয়ের। তিনটি সংস্থা ভারতের। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা ভারতীয় সংস্থাগুলি হল, এরোট্রাস্ট এভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যাসেন্ড এভিয়েশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং শ্রী এন্টারপ্রাইজেস। এছাড়াও থাইল্যান্ডের দু'টি সংস্থাকে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই সংস্থাগুলি ঠিক কীভাবে রাশিয়াকে সাহায্য করেছে, সেই নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, মাসদেড়েকে আগেই ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও কোস্টা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই আলোচনার পরেই উরসুলা জানিয়েছিলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। রাশিয়া যেন যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি ফেরানোর পথে হাঁটে, সেটা নিশ্চিত করতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তারপর ভারতেরেই তিন সংস্থাকে নিষিদ্ধ করে দিল ইইউ। এখনও এই বিষয়ে ভারতে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ভারতের সংস্থাগুলি ঠিক কী কাজ করে, তাও জানা যায়নি। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে তাদের কতখানি ক্ষতি হতে পারে, চলছে চর্চা। এর আগেও রাশিয়ার আক্রমণে রক্তাক্ত ইউক্রেন। গত মঙ্গলবার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে-সহ একাধিক শহরে মুহুর্মুহু ড্রোন এবং মিসাইল হামলা চালায় রুশ সেনা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা বহু। ইউক্রেনের সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে, এদিন শয়ে শয়ে মিসাইল, ড্রোন এবং ফাইটার জেট নিয়ে রাজধানী কিয়েভ, খারকিভ-সহ একাধিক শহরে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬ জনের। আহত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। রুশ আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু বাড়িঘর। শুধু তাই নয়, একাধিক বহুতল এবং ভবনে আগুন লেগে গিয়েছে। রাতভর এই ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে।

# উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে আসামের বিটিএডিতে রেলওয়ে উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করছে

মালিগাঁও, ২৪ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে আসামের বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়াডিস্ট্রিক্টস (বিটিএডি) তে সংযোগ, পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করার জন্য একাধিক রূপান্তর মূলক রেলউন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য হল আঞ্চলিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে বিটিএডিকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে সংহত করা।

এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল কোকরাঝাড় জেলার বাসবাড়িতে প্রস্তাবিত ওয়াগন পিরিওডিক ওভারহলিং (পিঅএইছ) কারখানা। সম্প্রতি, উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচেতন কুমার শ্রীবাস্তব, বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিনিধিদের সাথে প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। ২৫৬.৩৫ কোটি টাকা (ফেজ ১) ব্যয়ে প্রায় ২,৫০০বিঘা জমির উপর নির্মিত

এই অত্যাধুনিক সুবিধাটিতে প্রাথমিক ভাবে প্রতিমাসে ৭৫টিওয়াগন হেণ্ডলিং করা হবে, পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিমাসে ২৫০টি ওয়াগন হেণ্ডলিং করা হবে। বাসবাড়ি স্টেশন এবং রূপসী বিমান বন্দরের কাছে কৌশলগত ভাবে অবস্থিত, এই কর্মশালাটি একটি প্রধান লজিস্টিক হাব হিসেবে কাজ করবে, যা স্থানীয় যুবকদের জন্য বৃহৎপরিসরে কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করবে এবং উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে কোকরাঝাড়-গেলেফু নতুন রেললাইন প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে, এটি ৬৯কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-ভুটান আন্ত ঃ সীমান্ত সংযোগ উদ্যোগ, যা ভারত সরকার কর্তৃক একটি বিশেষ রেলপ্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ৪,০৩৩কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিত এই রেল লাইনটি আসামের কোকরাঝাড়কে ভুটানের গেল পুরসাথে সংযুক্ত করবে, যা'নেই বারহুড ফার্স্ট' এবং'অ্যাক্টইস্ট' নীতির অধীনে বাণিজ্য, পর্যটন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন পথ উন্মোচন করবে।

# বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে ত্রিপুরায় নাগরিক সমাজের বনধ শুরু

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবিতে নাগরিক সমাজের (সিভিল সোসাইটি) একটি অংশের আহ্বানে বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হল ২৪ ঘন্টার বনধ। রাজধানী আগরতলা শহরের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করা হচ্ছে। আগরতলা শহরের উত্তর গেইট এলাকায় তিপ্রা মথা বিধায়ক রণজিৎ দেববর্মার তত্ত্বাবধানে হচ্ছে পিকেটিং। রাস্তা অবরোধ কর হচ্ছে এখানে টায়ার জ্বালিয়ে। এদিকে, বড়মুড়ায় সাধুপাড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। খোয়াই জেলার আশারামবাড়িতেও সড়ক অবরোধ চলছে। বেলফাং এলাকায় করা হয়েছে সড়ক অবরোধ। সাব্রুম - আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের শাকবাড়ি ও সাঁচিরাম বাড়িতে সকাল সাতটা থেকে পিকেটিং শুরু হয়েছে। তাছাড়া একাধিক জায়গায় রেল লাইন অবরোধ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৪৫টি জায়গায় পিকেটিং ও অবরোধ করা হচ্ছে। এই অবরোধে তিপ্রা মথার নেতা কর্মীদের দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, তিপ্রা মথার বিধায়ক রণজি দেববর্মার নেতৃত্বে নাগরিক সমাজের একটি প্ল্যাটফর্ম ভারত-বাংলাদেশের ৮৫৬ কিলোমিটার সীমান্তে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে রুখতে এই ২৪ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে। যদিও তিপ্রা মথা রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির সহযোগী, জনজাতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে দলটি সক্রিয় প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে বনধকে কেন্দ্র করে যাতে কোথাও কেন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কর হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মঘট এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দফতরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার সমস্ত সরকারি দফতর, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা সমূহ এবং রাজ্য সরকারের আওতায় থাকা বিভিন্ন সংস্থার অফিসে স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় থাকবে। সমস্ত সরকারি কর্মচারি ও সরকার অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থার কর্মচারিরা এদিন তাঁদের নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন দফতর, অধিগৃহীত সংস্থাসমূহের কর্মচারিদের হাজিরা সম্পর্কিত তথ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধারণ প্রশাসনের কাছে পাঠানোর জন্যও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

# নলবনে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র

'নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৪ অক্টোবর ঃ পূর্ব কলকাতা জলাভূমির পরিবেশগত গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নলবন ভেরিতে একটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বা নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার গড়ে তোলা হবে।


**Name Change**

I PURNIMA BISWAS, W/O- Sanjay Kumar Biswas,Residing at Village-Gohat,P.O- Samudragharh,P.S-Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal,Pin-713519,have changed my name and shall henceforth be known as PURNIMA ROY BISWAS as declared Before the first class judicial Magistrate at Kalna, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, vide Affidavit NO -17, Date-24/10/2025, PURNIMA BISWAS and PURNIMA ROY BISWAS both are same and identical Person

**Name Change**

I SANJOY BISWAS, S/O- Rabindranath Biswas ,Residing at Village-Gohat,P.O- Samudragharh,P.S-Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal,Pin-713519,have changed my name and shall henceforth be known as SANJAY KUMAR BISWAS as declared In the court of first class judicial Magistrate at Kalna, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, vide Affidavit NO -16 Date-24/10/2025, SANJOY BISWAS and SANJAY KUMAR BISWAS both are same and identical Person

**Name Change**

I, Bibhas Adhikari (old name) son of Charu Chandra Adhikari, residing at Vill & P.O – Dighalkandi, P.S – Maurati, Dist: Nadia, Pin: 741152, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bibhash Adhikari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata 24/10/2025. Bibhas Adhikari (old name) and Bibhash Adhikari (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sidharth Shankar Singh (old name) son of Shyam Bahadur Singh, residing at 95/14, Dharmatala Road, Howrah – 711107, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Siddharth Shankar Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata. Sidharth Shankar Singh and Siddharth Shankar Singh both are same and one identical person.

**Name Change**

I,GOLAM GOUS (OLD NAME ) S/O-GIASUDDIN SK residing at VILL-ESHAN NAGAR PO-TENKA RAIPUR , P.S- ISLAMPUR DIST-MURSHIDABAD PIN-742304, West Bengal, do hereby declare that I, have changed my name from (old name) GOLAM GOUS to (new name) GOLAM GAUS and henceforth I, shall be known as (new name) GOLAM GAUS in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 24/10/2025.(new name) GOLAM GAUS and (old name) GOLAM GOUS both name are same and one identical person.

**Name Change**

I,GIASUDDIN SK (OLD NAME ) S/O-MAHASIN MANDAL residing at VILL-ESHAN NAGAR PO-TENKA RAIPUR , P.S-ISLAMPUR DIST-MURSHIDABAD PIN-742304, West Bengal, do hereby declare that I, have changed my name from (old name) GIASUDDIN SK to (new name) GIYASUDDIN MONDAL and henceforth I, shall be known as (new name)GIYASUDDIN MONDAL in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 24/10/2025.(new name) GIYASUDDIN MONDAL and (old name) GIASUDDIN SK both name are same and one identical person.

**Name Change**

I, ALAL HUCHA SHAIKH (OLD NAME ) S/O- KHADEM ALI SEKH residing at VILL&PO- SALIGRAM , P.S- NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741154, West Bengal, do hereby declare that I, have changed my name from (old name) ALAL HUCHA SHAIKH to (new name) ALAUDDIN SK and henceforth I, shall be known as (new name) ALAUDDIN SK in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on24/10/2025.(new name) ALAUDDIN SK and (old name) ALAL HUCHA SHAIKH both name are same and one identical person.

**Name Change**

I, GOLAM MUSTAFA S/O- MAJED SK residing at VILL- BARSATIGOLA PO-BHAGWANGOLA , P.S- BHAGWANGOLA ,DIST- MURSHIDABAD PIN-742135 do hereby declare that I have changed my name from (old name)GOLAM MUSTAFA to (new name) GOLAM MOSTAFA and henceforth I, shall be known as (new name) GOLAM MOSTAFA in all purpose , vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 24/10/2025.(new name)GOLAM MOSTAFA & (old name) GOLAM MUSTAFA both name are same and one identical person.

**Name Change**

I , SK Rawsan ali S/O- MD Moslehuddin resident Vill+P.O.- Bantir, P.S.-Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, shall henceforth be known as 'SK ROWSON ALI' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 16/10/2025. That SK Rawsan ali and SK Rowson ali both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Jinnatara Khatun W/O- Rabiul Haque Molla resident Vill- Ghagra, P.O.-Dwarnari, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713403, shall henceforth be known as 'JINNETARA BEGAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 16/10/2025. That Jinnatara Khatun and Jinnetara Begam both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Mohd Rafik S/O- SK Makbul @ SK Mokbul resident of Telmarui, Pandit Pukur, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, shall henceforth be known as 'SEKH MOHAMMAD RAFIK' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 16/10/2025. That Mohd Rafik and Sekh Mohammad Rafik both are same and one identical person.


## মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা


**নাম পরিবর্তন**

আমি Poonam Kumari (পুরাতন নাম) স্বামী Sunil Sinha পিতা Dinesh Prasad Singh ঠিকানা Boinchtala, Pragati Maidan, District - Kolkata, Pin - 700105, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 24-10-2025 এর Affidavit no 56/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Punam Sinha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Punam Sinha (নতুন নাম) ও Poonam Kumari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**

I, Kayam Sarder (Old Name) S/o Late Jhulu Sarder Residing at Vill - Beta, P.o - Sinhet, P.s - Dadpur, District- Hooghly, Pin - 712305, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Kayam Sardar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 54/2025 Dated 24-10-2025. Kayam Sarder (Old Name) and Kayam Sardar (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sanjay Singh (Old Name) S/o Lalta Prasad Residing at 4, Satanapur, P.o - Satanapur, P.s - Kadipur, District - Sultanpur, Pin - 228145, Uttar Pradesh, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sanjay Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. Sanjay Singh (Old Name) and Sanjay Kumar Singh (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Subid Sheikh (Old Name) S/o Bakkar Residing at Vill - Jafarpur, P.o - Jafarpur, P.s - Falta, District - South 24 Parganas, Pin - 743513, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sheikh Subid Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. Subid Sheikh (Old Name) and Sheikh Subid Ali (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Ambiya Bibi (Old Name) W/o Sheikh Subid Ali Residing at Vill - Jafarpur, P.o - Jafarpur, P.s - Falta, District - South 24 Parganas, Pin - 743513, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sheikh Ambiya Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. Ambiya Bibi (Old Name) and Sheikh Ambiya Bibi (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Md Taj Ansari (Old Name) S/o Safi Ansari Residing at Balrampur, P.o - Rangadih, District - Purulia, Pin - 723143 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Taj Ansari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. Md Taj Ansari (Old Name) and Taj Ansari (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Rinku Saha (Old Name) S/o Hrishikesha Saha Residing at Vtc - Dighra, P.o - Dighra, District- Nadia, Pin - 741222, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Rinku Kumar Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 53/2025 Dated 24-10-2025. Rinku Saha (Old Name) and Rinku Kumar Saha (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Lopamudra Chowdhury (Old Name) W/o Late Mohit Lal Chowdhury Residing at Ganapatipur, Basirhat, P.o+P.s - Basirhat, Basirhat (M), District- North 24 Parganas, Pin - 743411, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Lopamudra Banerjee Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 55/2025 Dated 24-10-2025. Lopamudra Chowdhury (Old Name) and Lopamudra Banerjee Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Amzad Molla alias Amjad Molla (Old Name) S/o Abdul Hamid Molla Residing at Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Amjad Ali Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 52/2025 Dated 24-10-2025. Amzad Molla, Amjad Molla (Old Name) and Amjad Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

# সুভাষ সরোবর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেএমসি

‘নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৪ অক্টোবর ঃ জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে আসন্ন ছট পুজোয় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট অথরিটি রবীন্দ্র সরোবর ও বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই সরোবরের নিরাপত্তায় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার দুইজন আধিকারিকের নেতৃত্বে প্রায় তিনশো জন পুলিশ কর্মীকে মোতায়েন রাখা হবে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে সাধারন মানুষের যেন কোন অসুবিধা না হয় তারজন্যে কলকাতায় ৩৯টি অস্থায়ী ঘাট তৈরি করা হচ্ছে। পুজো শেষ হতেই পাঁচ ঘঃটার মধ্যে কে এম ডি এ র তরফে ঘাটগুলিকে পরিস্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য আগামী সোমবার রাজ্যে ছট পুজো পালন করা হবে।

## মেট্রো রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ঃ ১৯৮৪ সালে এসপ্ল্যানেড এবং ভবানীপুর (নেতাজি ভবন) এর মধ্যে ভারতের প্রথম মেট্রো পরিষেবার স্মরণে আজ, ২৪শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে তার ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছে। নিউ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শুভ্রাংশু মিশ্র সাফল্যগুলি তুলে ধরেন, নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন এবং পরিবেশ-বান্ধব, আরামদায়ক, সময়নিষ্ঠ এবং সাশয়ী পরিবহন সরবরাহকারী হিসেবে মেট্রো রেলওযের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। জাতির প্রতি ৪১ বছরের গৌরবময় সেবা সম্পন্ন করার জন্য কলকাতা মেট্রোকে অভিনন্দন জানিয়ে, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী অশোক বিশ্বনাথন তার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বলেন, মেট্রো কলকাতা এবং এর সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত এবং ভারতের অন্যান্য অংশে মেট্রো সংযোগের পথ প্রশস্ত করেছে। মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে যাত্রীদের অংশগ্রহণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং কাগজের টিকিট এবং টোকেনের পরিবর্তে স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করতে যাত্রীদের উসাহিত করার জন্য একটি ম্যাজিক শো আয়োজন করা হয়েছিল।

## নদীয়ায় বোনের কপালে ফোটা দিয়ে পালিত হলো বোনফোঁটা

নাদিয়া (নিউস এশিয়া )ঃ ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পরলো কাঁটা যমকে দেয় যমকে ফোঁটা, আমি আমার ভাই , এবার এই অভয় মন্ত পরিবর্তন হয়ে বোনের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পরলো কাঁটা এই মন্ত্রকে সামনে রেখে অভিনব উদ্যোগ নিলো নদিয়ায় রানাঘাটে। বাড়ছে নারী নির্যাতনের ঘটনা,নারী নিরাপত্তায় বোন ফোঁটার আয়োজন রামনগর নবজাগরণ সংঘ ও লাইব্রেরির। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে প।লো কাঁটা, ভাইফোঁটার দিনে এতদিন ভাইয়েদের মঙ্গল কামনায় বোনেরা এই রীতি পালন করছে দীর্ঘদিন ধরে।

## রক্তের সম্পর্ক নয়, মানবতার বন্ধনেই মিলিত হন অসংখ্য মানুষ

‘নিজস্ব প্রতিনিধি,কামারপাড়া,২৪ অক্টোবর ঃ রক্তের সম্পর্ক নয়, মানবতার বন্ধনেই মিলিত হন অসংখ্য মানুষ। বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের নানা প্রান্তে উদযাপিত হলো গণ-ভাইফোঁটা উৎসব। ব্যক্তিগত পরিসর পেরিয়ে এবারও বহু সংগঠন, ক্লাব, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দল নিয়ে এ আয়োজনের সূচনা করেছে। মেদিনীপুর শহরের কামারপাড়ায় বিকেলে পাড়ার সব শিশুকে নিয়ে আয়োজন হলো গণ ভাইফোঁটা। প্রায় দু’দশক ধরে এর আয়োজন করে আসছে রানা স্পোর্টিং ক্লাব। উদ্যোক্তা কাউন্সিলার মৌসুমী হাজরা ও বিধায়ক সুজয় হাজরা। একই দিনে মেদিনীপুর শহরের গোয়ালতো। মো।ে তৃণমূল কংগ্রেস ও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও পালিত হয় গণ-ভাইফোঁটা। উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে-সহ বহু নেতা-কর্মী। অন্য দিকে, শালবনিতে পুলিশের উদ্যোগে প্রথমবার আয়োজিত হলো গণ-ভাইফোঁটা। এলাকাবাসী ও পুলিশকর্মীরা একত্রে অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, ‘ মহিলা ছিলেন, যাঁদের ভাই বা দাদা নেই। পুলিশকর্মীদের ভাইফোঁটা দিতে পেরে তাঁরা ভীষণ খুশি।’ একই আবহে ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন এবং রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে ঘাটালের বিবেকানন্দ মোড়ে যৌনপল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় গণ-ভাইফোঁটা। পরপর পাঁচ বছর ধরে এই যৌনপল্লিতে আয়োজিত হচ্ছে উৎসবটি। উপস্থিত ছিলেন মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস। পূর্ব মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১১ জন ভাইকে ফোঁটা দেন ও উপহার প্রদান করেন কাউন্সিলার দেবশ্রী মাইতি। পাঁশকুড়া পুর এলাকার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রূপদয়পুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনাথাশ্রমের আবাসিক, শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের ভাইফোঁটার আয়োজন করেন পাঁশকুড়ার প্রাক্তন কাউন্সিলার সুমনা মহাপাত্র। হলদিয়া সমাজ কল্যাণ পর্ষদ ও গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যৌথভাবে হলদিয়ার বাসুদেবপুর গান্ধী আশ্রমে অনাথ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে গণ-ভাইফোঁটার আয়োজন করেছে। সুতাহাটা প্রয়াস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে প্রায় শতাধিক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অনাথ শিশুকে ফোঁটা দেওয়া হয়। বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ৪৮ জন পিতা-মাতাহীন শিশুকে ফোঁটা দেওয়া হয়। সংস্থার কর্মকর্তা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই উসবের মাধ্যমে শিশুরা একটি পরিবার খুঁজে পায়-এটাই এই দিনের আসল তাৎপর্য।

## পথশিশুদের নিয়ে গণ ভাইফোঁটা আয়োজন 'সওগাত' এর রামপুরহাটে

‘নিজস্ব প্রতিনিধি,রামপুরহাট, ২৪ অক্টোবর ঃ নতুন জামা-প্যান্ট পরে ভাইফোঁটার নেওয়ার লাইনে বাবু হয়ে বসে সবাই । অচেনা দিদি কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় ধান-দূর্বা ঠেকাতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সব। শুধু বাবুসোনা নয়। তার বয়সী অনেকেই হেসে গড়িয়ে পড়ল একে অন্যের গায়ে। কেউ কেউ আবার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অচেনা দিদিদের দিকে। দিদিরাও নতুন কাপড় পরে, পিতলের থালায় চন্দন-ধান-দূর্বা নিয়ে ফোঁটা দেওয়ার অপেক্ষায় আগে ভাগেই তৈরি ছিল। একে একে কচি কচি ভাইয়েরা হাজির হয়ে লম্বা করে পাতা কাপড়ের উপর বসে পড়ল। দিদিদের দলে কারও হাতে চন্দনের থালা। কারও হাতে শাঁখ। একে একে ভাইদের কপালে ফোঁটা, মাথায় দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদের পর্ব চলল। বাতাসে ভাসছে শঙ্খধ্বনি। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে অনুষ্ঠান চলে। এরপরেই কাগজের থালায় করে খাবারের তোড়জোড়। মেনুতে ছিল লুচি, রকমারি মিষ্টি ও উপহার হিসেবে ক্যাডবেড়ি সেলিব্রেশন। এর পর দুপুরে ছিল খাসির মাংস- ভাত-চাটনি, সহযোগে নানা পদ। প্রায় ৭৫ জন খুদে শিশুদের নিয়ে এই আয়োজনের গুরুদায়িত্ব ঝিলিক, পলি, মৈত্রী, রিয়া দিদিরাই অনায়াসে সামলাল সারাদিন।

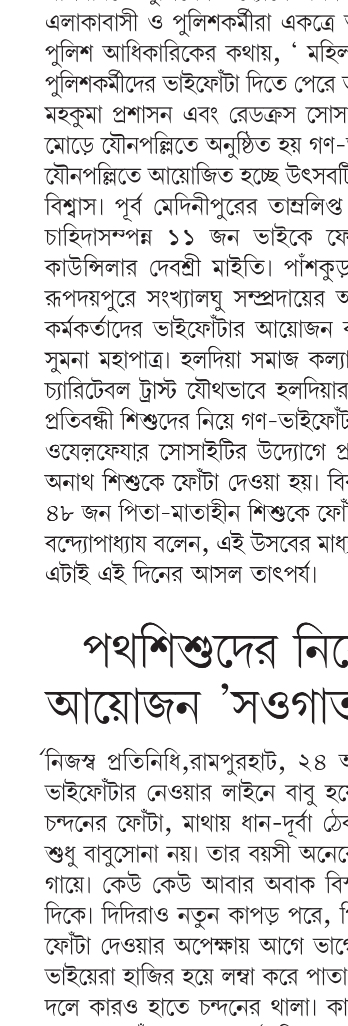

হরিপালের কালি পুজার দুটি প্রতিমা। প্রথমটি বিদ্যা সংঘ গোপীনগর ও পরের টি রুদ্র শক্তি (স্টেশন সংলগ্ন ) ছবি- বিনয় সিংহ রায়।

# ফরাক্কায় রেল পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ৩ লাখ টাকার জালনোট, গ্রেপ্তার ২ যুবক!

‘নিজস্ব প্রতিনিধি,মুর্শিদাবাদ,২৪ অক্টোবর ঃ রেল পুলিশের বড়সড়

সাফল্য, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় পাচারের আগেই উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ জালনোট। রেল পুলিশ জানিয়েছে, ওই জালনোট দিল্লিতে পাচার করা হচ্ছিল। ধৃত দু’জনের নাম সুজিত দাস ও রবিউল শেখ, তারা মালদহের বাসিঃদা। প্রায় ৩ লাখ টাকার জালনোট উদ্ধার করা হয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে নিউ ফরাক্কা রেল স্টেশন দিয়ে জালনোট পাচার হতে পারে। ফরাক্কার জিআরপির আধিকারিক চিত্তরঞ্জন রজকের নেতৃত্বে জিআরপির একটি টিম নিউ ফরাক্কা স্টেশনে অভিযান চালায়। স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মে দুই যুবককে দেখে সন্দেহ হয় রেল পুলিশের। তাঁদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরই তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি শুরু হয়। দেখা যায় ব্যাগের মধ্যে থরে থরে সাজানো আছে জালনোট। এরপরই ওই দুই যুবককে বমাল গ্রেপ্তার করা হয়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫০০ টাকার জালনোট উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক জেরার পর জানা গিয়েছে, ওই দুই যুবক মালদহের বাসিন্দা। খালতিপুর থেকে ট্রেনে চেপে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে নেমেছিল তাঁরা। ওই বিপুল পরিমাণ জালনোট দিল্লিতে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। সেই ছক বানচাল করে রেল পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। তাদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে। পুলিশ এখন তদন্ত করছে, ওই ঘটনায় আর কারা জ।তি এবং জালনোট কেন দিল্লিতে পাচার করা হচ্ছিল।

# উত্তরবঙ্গের জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির দাপট, মাত্র চার দিনে ৫জনের প্রাণহানি!

‘নিজস্ব প্রতিনিধি,জলদাপাড়া,২৪ অক্টোবর ঃ হ।পা বানে বিধ্বস্ত উত্তরের জঙ্গলসংলগ্ন তিন জেলায় ক্রমশ বেড়েই চলেছে বুনো হাতির হামলা। মাত্র অক্টোবরের চার দিনে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, আর অন্তত ১০ জন জখম হয়েছেন। সবচেয়ে ব। হামলার ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার জলদাপাড়া সংলগ্ন মাদারিহাটে। বনকর্মীদের একাংশের মতে, বন্যায় বিধ্বস্ত জঙ্গলে হাতিদের প্রিয় খাবার ঢাড্ডা ও পুরুন্ডি প্রায় নেই। খাবারের খোঁজে রাতের বেলা হাতির দল লোকালয়ে পাড়ি দিচ্ছে, আবার কখনও দলছুট হাতি বাড়িতে ঢুকে হামলা করছে। খাবার না পেলে বুনোরা মারমুখী হয়ে উঠছে।

স্কুল বাড়ি, গৃহস্থের ঘরদোর, ফসল তছনছ করছে। মানুষ মারছে। বানভাসি এলাকায় এভাবে হামলার ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন বনদপ্তর। যদিও প্রশ্ন উঠেছে বৃহস্পতিবার হাতির হামলায় দেড় বছরের শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে ৩১ মে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় হাতির হামলায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়। তখন তো হড়পা বান ছিল না। তবে কি হাতিদের স্বভাব পালটে যাচ্ছে। যদিও বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, এপ্রিল-মে মাসে অসহ্য গরম ছিল। ওই সময় জল ও খাবারের খোঁজে বুনোরা লোকালয়ে পাড়ি জমায়। সেখানে বাধা পেয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে। শুধু এপ্রিলের

পনেরো দিনে হাতির হামলায় সাতজনের মৃত্যু হয় উত্তরে। তাদের মধ্যে এক সপ্তাহে চারজনের মৃত্যু হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলের নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় হাতি মারমুখী হয়ে ওঠার ঘটনা বেশি নজরে এসেছে। এলাকাগুলো হল জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ির কাছে কাঠামবাড়ির জঙ্গল, কালিম্পংয়ের সিবচু, বাতাবাড়ি, মেটেলি, সুখানি বস্তি, মোরাঘাট, বামনডাঙা, লাটাগুড়ি, বিচাভাঙা, টুন্ডু, নাগরাকাটা, কালামাটি, বানারহাট, আলিপুরদুয়ারের দলগাঁও, বীরপাড়া, রামঝোরা, মাদারিহাট, ফালাকাটা, ডিমডিমা। এছাড়াও জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার হাতির ষোলটি করিডোর এলাকা এখন রীতিমতো ভয়াবহ। মারাত্মক স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে মোরাঘাট। এখানে অন্তত ত্রিশটি হাতি সব সময় থাকে। হ।পা বানে এবার মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলদাপাড়া ও গরুমারা জঙ্গল। ওই দুই জঙ্গলের আশপাশের লোকালয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মাদারিহাট, ফালাকাটা থেকে তরাইয়ের নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন নকশালবাড়ি ছবিটা একই।

# ছট পূজা উপলক্ষে সিঙ্গুর ও হরিপালের হিন্দিভাষী দুস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র উপহার প্রদান অনুষ্ঠান

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর,২৪ রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্নার উদ্যোগে ছটপূজা ২০২৫ উপলক্ষে হরিপালের কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে এবং সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে সিঙ্গুর এবং হরিপাল বিধানসভা এলাকার হিন্দি ভাষাভাষী দুস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র উপহার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় উৎসবে হিন্দি ভাষী দুস্থ মানুষেরা যাতে নতুন জামা কাপড় পরে তারা এই উৎসবের সামিল হতে পারে সেজন্য হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্রে এক হাজার মানুষকে সুতির ছাপা শাড়ি এবং ধুতি গেঞ্জি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রের সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভা ঘরে এবং বেগমপুরে অমৃতময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১২০০ জন হিন্দ ভাষী মানুষকে সুতির ছাপা শাড়ি এবং ধুতি গেঞ্জি তুলে দেওয়া হয় । এই দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা এবং রিষড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র এবং হিন্দি সেলের নেতা কমলাকান্ত যাদব । মন্ত্রী জানান হিন্দিভাষী দুস্থ মানুষেরা তাদের এই বড় উৎসবে যাতে নতুন জামা কাপড় পরে উৎসবে শামিল হতে পারে তার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। প্রতিবছরই আমরা এই ভাবে হিন্দিভাষী দুস্থ মানুষদের পাশে থাকার চেষ্টা করি।

# বিদ্রোহী হুমায়ুন-মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের আসন হ্রাসের হুঁশিয়ারি!

‘নিজস্ব প্রতিনিধি,মুর্শিদাবাদ,২৪ অক্টোবর ঃ ‘ দল থেকে বের করে দেওয়া হোক। আমি বেরিয়ে যেতে চাইছি।’ মুর্শিদাবাদের জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে কড়া আঙুল দেখিয়ে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বৃহস্পতিবার তিনি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, বের করে দিক তারপর বোঝাব এই জেলায় ভোট কেমন হয়! আমাকে দল থেকে বের করে দেখাক না! মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের আসন সংখ্যা ২০ থেকে ১০-এ নামাব! এরপরই বিদ্রোহী মেজাজে হুমায়ুনের ঘোষণা, দুটো আসনে দাঁড়াব, নিজের হোম-সিট রেজিনগর আর ভরতপুর, দুটোই জিতে দেখাব। দলের বিধায়কের এমন বিস্ফোরক হুমকি নিয়ে জেলা বা রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব এদিন কোনও মন্তব্য করেননি। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন। উত্তরে কুণাল বলেন, এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। কেউ কাউকে ধরে রাখে নাকি? দল সবকিছুতেই নজর রাখছে। আর কে কী বলছেন, সেটা দলই দেখবে।উল্লেখ্য, মাস দু’য়েক আগে বিধানসভায় তৃণমূল পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি হুমায়ুনকে শোকজের পাশাপাশি ডেকে পাঠিয়ে শেষবারের মতো কড়া ভাষায় সতর্ক করেছিল।


**রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড**

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

**সোনা নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

ঋণগ্রহীতা ও সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে বন্ধক রাখা সোনা, ঋণ পরিশোধ না করার কারণে নিলামে তোলা হবে।

LOS ID: **12011077**

নিলামের তারিখ: **[20/11/2025]**
অনলাইন লিঙ্ক: **https://gold.samil.in**

নির্ধারিত তারিখে নিলাম না হলে, রুপীক কোনও অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই পরবর্তীতে ই-নিলাম বা ব্যক্তিগত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000

**এসডি/- অনুমোদিত অফিসার** **রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড**


# ২০২৬ সালের জন্য লোনলি প্ল্যানেটের ‘বেস্ট ইন ট্রাভেল’ তালিকায় বিশ্বের সেরা অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থান পেয়েছে

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ঃ পুরাতন দুবাইয়ে সাংস্কৃতিক ফুড ট্যুরে অংশ নেওয়া ২০২৬ সালের জন্য লোনলি প্ল্যানেটের বেস্ট ইন ট্রাভেল তালিকায় বিশ্বের সেরা অভিজ্ঞতাগুলির অন্যতম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এই স্বীকৃতি দুবাইয়ের বৈচিত্র্যময় ও অনন্য খাদ্য সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই শহরটি প্রায় ২০০ জাতির স্বাদের প্রভাব বহন করে, যা তার বাসিন্দাদের খাদ্যাভ্যাসে প্রতিফলিত হয়। দুবাইয়ের প্রাচীনতম এলাকাগুলির মধ্যে বুর দুবাই ও দেইরা, যা ঐতিহাসিক দুবাই ক্রিকের ধারে অবস্থিত, সেখানে স্থানীয় উপকরণ, গুণমান ও ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ফলে এই এলাকাগুলিতে ফুড ট্যুর এখন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের জন্য অবশ্য-করণীয় অভিজ্ঞতা।

লোনলি প্ল্যানেটের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচিত এই স্বীকৃতিটি ২০২৬ সালের জন্য ৫০টি অপরিহার্য অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি, যা ২৫টি গন্তব্য ও ২৫টি অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত। লোনলি প্ল্যানেটের বেস্ট ইন ট্রাভেল ২০২০ তালিকায় পুরো দুবাই শহরকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ভ্রমণ গন্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তবে এ বছর প্রথমবারের মতো দুবাইয়ের নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে পৃথকভাবে সম্মান জানানো হলো। দুবাই অর্থনীতি ও পর্যটন বিভাগের (ডিইটি) অংশ এবং দুবাই কর্পোরেশন ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড কমার্স মার্কেটিং (ভিজিট দুবাই)-এর সিইও ইসাম কাজিম বলেন, দুবাইয়ের বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও গ্যাস্ট্রোনমি রাজধানী হিসেবে অবস্থানকে আরও মজবুত করেছে এই স্বীকৃতি। এটি শহরের ঐতিহ্য ও জীবন্ত খাদ্য সংস্কৃতির প্রমাণ। বিশ্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ট্রাভেল গাইড হিসেবে লোনলি প্ল্যানেটের এই স্বীকৃতি আমাদের সেই

লক্ষ্যকেই প্রতিফলিত করে-দুবাইকে বিশ্বের সেরা বসবাস, কাজ ও ভ্রমণের শহরে পরিণত করা। দুবাইয়ের রন্ধনশৈলীর এই উদযাপন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও নিবেদনকে সম্মান জানায়। আমরা বৈশ্বিক পর্যায়ে এমন পর্যটকদের আকর্ষণ করতে চাই যারা আসল সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা খোঁজেন, এবং এই খাতকে আমরা আরও বিকশিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লোনলি প্ল্যানেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট টম হল বলেন, আমাদের বেস্ট ইন ট্রাভেল ২০২৬ তালিকা এমন অভিজ্ঞতা খোঁজে যা ভ্রমণ শেষে দীর্ঘদিন মনে থেকে যায়। পুরনো দুবাইয়ের সাংস্কৃতিক ফুড ট্যুর তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দুবাইয়ের ঐতিহাসিক অঞ্চলে খাবার ও পানীয় কেন্দ্রিক হাঁটা ট্যুরে অংশ নেওয়া মানে শহরের অতীতে যাত্রা করা- যেখানে এক লেখকের ভাষায় দেখা মেলে ‘ এমন এক বর্ণিল গাঁথা যা আজকের দুবাইয়ের বৈচিত্র্যময় খাদ্যসংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে’। বিশ্বের শীর্ষ গন্তব্যগুলোয় আমরা সবসময় চমকপ্রদ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা খুঁজে ফিরি, আর দুবাই ক্রিকের ধার ঘেঁষে ঐতিহাসিক বাজার ও পাড়াগুলো ঘুরে খাওয়া-দাওয়া ও অন্বেষণের মাধ্যমে সেটিই সবচেয়ে নিখুঁতভাবে সম্ভব। সাংস্কৃতিক ফুড ট্যুরে অংশগ্রহণকারীরা চাইলে সার্টিফায়েড গাইডের সঙ্গে সংগঠিত ট্যুরে যেতে পারেন, অথবা নিজেদের পছন্দমতো ভ্রমণসূচি তৈরি করতে পারেন। এটি কেবল খাদ্যরসিকদের জন্য নয়, বরং দুবাইয়ের সাংস্কৃতিক হৃদয়ে প্রবেশের এক অনন্য অভিজ্ঞতা।


**পূর্ব রেলওয়ে**

**বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৮১৩১২৬, তারিখঃ ২২.১০.২০২৫।** ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা, পিন-৭০০১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেনঃ **বিড শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১২.১১.২০২৫ বেলা ১টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ১২.১১.২০২৫ বেলা ১.৩০ মিনিট। **বিড প্রস্তাবের বৈধতা (শেষের তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ (দিন)। **অফিসের নামঃ** ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়া। **আইটেম ক্যাটিগরিঃ** পরিষেবাগুলির জন্য কাস্টম বিড- এলএইচবি বগি ফ্রেমগুলির রঙকরণ ও শট ব্লাস্টিং কর্মকাণ্ড। **সমরূপ ক্যাটিগরিঃ** ● থোক টাকার ভিত্তিতে পরিচালনা ও পরিবহন ● ওয়্যারহাউসিং পরিষেবা- থোক টাকা উল্লেখের ভিত্তিতে ● সহায়ক পরিষেবা ● পেশাদার রঙকরণ পরিষেবা ● সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বর্জ্য পরিচালনা পরিষেবা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৭ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যাঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে কিনা ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় আছে কিনাঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে স্টার্টআপ ছাড় আছে কিনাঃ** না। **বিক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্য নথিপত্রঃ** অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডার-এর টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসি-তে চাওয়া)। *কোন বিডার অভিজ্ঞতা/ টার্ন ওভারের শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ছাড় চাইলে, সেই ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতা প্রমাণে সমর্থনকারী নথিপত্র ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারদের কাছে বিডারগণ কর্তৃক আপলোডকৃত নথিপত্র প্রকাশ করতে চাইবেন কিনা ?ঃ** হ্যাঁ। (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময়কালে স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে দাখিল করা নথিসমূহ লগ ইন করার পরে অন্যান্য অংশগ্রহণকারী বিডারদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। **স্বাভাবিক বিড সম্প্রসারণ নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিডের সংখ্যাঃ** ১। **যে সংখ্যক দিনের জন্য বিড স্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত হবে ঃ** ৭। **স্বাভাবিক সম্প্রসারণের সংখ্যা ঃ** ১। **আরএ-তে বিড সম্ভবঃ** না। **বিডের ধরনঃ** সিঙ্গেল প্যাকেট বিড। **কারিগরি মূল্যায়নের সময় কারিগরি স্পষ্টীকরণের অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **অনুমিত বিড মূল্যমানঃ** ১৩,২২,৪০০ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** মোট মূল্যমান অনুযায়ী মূল্যায়ন। **মূল্য বিভাজন নির্দেশক আর্থিক নথি প্রয়োজন কিনা ঃ** হ্যাঁ। **সালিশি ধারা ঃ** না। **মধ্যস্থতার ধারা ঃ** না। **উপদেষ্টা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি-র পরিমাণঃ** ২৬,৪৫০ টাকা।

(MISC-250/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter



**ক্রীড়া কার্যক্রম এবং সুরক্ষা বৃদ্ধির সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/ আরটি২৫_২০২৫/কে/৮৫৩, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** আরটি২৫_২০২৫, **কাজের নামঃ** কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮৫,০২,৩৩৪.০৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৪২,৬০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়


## বহড়ুতে দুদিনের রবার বল খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২৪ অক্টোবর ঃ খেলাধূলার প্রতি বর্তমান সময়ে ছেলে মেয়েরা আগ্রহ হারাচ্ছে। আর সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল, গেম। তবু ও সরকারের পাশাপাশি চেষ্টা করে চলেছে একাধিক ক্রীড়া সংগঠন। জয়নগর থানার বহ।ড়ড় ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর কল্যান সংঘের উদোগে হাসিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ৫৫ তম বর্ষের রবার বল প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে শনিবার সন্ধ্যায়। উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক সহ জেলার একাধিক বিধায়কগন।


**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA, PURULIA**

**NOTICE INVITING e-TENDER**

**The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-40/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 20(Twenty) nos. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **24.10.2025 up to 13.11.2025 15.55 PM.** Bid submission starting from **24.10.2025 up to 13.11.2025 at 15:55 AM.** And Opening on **15.11.2025 at 16:00 P.M.** For details please visit website.

Sd/- **Executive Officer, Para Panchayat Samity**



**ই-নিলামের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্ক্র্যাপ বিক্রয়**

নং এসইআর/এইচকিউ-এসটিওআর০সেল(ডিএসপিএল)/১/২০২৫-২৬ সেল/৪ তারিখ ২৪.১০.২০২৫

অতিরিক্ত/স্পেশাল ই-নিলাম কর্মসূচি

| ডিভিসন | অতিরিক্ত/স্পেশাল ই-নিলামের তারিখ |
|---|---|
| আদ্রা ডিভিসন | ৩১.১০.২০২৫ তারিখে |
| চক্রধরপুর ডিভিসন | ৩১.১০.২০২৫ তারিখে |
| খড়গপুর ডিভিসন | ৩১.১০.২০২৫ তারিখে |
| খড়গপুর ডিপো | ৩১.১০.২০২৫ তারিখে |

বিঃ দ্রঃ ই-নিলাম কর্মসূচি ও তালিকার বিশদ দেখতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in/e-Auction** ওয়েবসাইট দেখুন।

(PR-771) প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা



बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
সিআইটি নিউ রোড শাখা
পি-১২, স্কিম-৫২, সিআইটি নিউ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪

**দখলের বিজ্ঞপ্তি**

**সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(১) এর অধীনে নোটিশ**

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৪-০৮-২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে ঋণগ্রহীতা শ্রী মহাবীর প্রসাদ চন্দক এবং শ্রীমতি রীতা দেবী প্রসাদকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১৬,৯১,৭৫৮.৪৮ টাকা (ষোল লক্ষ একানব্বই হাজার সাতশো আটান্ন টাকা আটচল্লিশ পয়সা) পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। (১৪-০৮-২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা) আরবিএলআরের উপরে ০.৯০% হারে আরও সুদ সহ, বর্তমানে ১৫-০৮-২০২৫ থেকে ৯.২৫% বার্ষিক এবং মাসিক অবশিষ্টাংশ গৃহঋণ অ্যাকাউন্টে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে জমা থাকবে।

ঋণগ্রহীতা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২০২৫ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন,

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণের পরিমাণ ১৬,৮৫,৯৩৯.৫৯ টাকা (ষোল লক্ষ পঁচাশি হাজার নয়শ উনচল্লিশ টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা) (২০-১০-২০২৫ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) এবং এর উপর আরও সুদ আরবিএলআর-এর উপরে ০.৯০% হারে, বর্তমানে ২১-১০-২০২৫ থেকে ৯.২৫% বার্ষিক এবং মাসিক অবশিষ্টাংশ গৃহঋণ অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে।

ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ ভাঙানোর জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

**স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা**

পঞ্চম তলার উত্তর-পশ্চিম পাশের ৩ নং ফ্ল্যাট সহ সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং অংশ কমবেশি একই রকম হবে, যার মধ্যে মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে ২ (দুই) শয়নকক্ষ, ১ (এক) ডাইনিং রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) বারান্দা, ১ (এক) ল্যাট্রিন এবং বাথরুম এবং মৌজা-বালি, জে.এল. নং ১৪, আর.এস. দাগ নং ৬১৮৭ এবং ৬১৯২ এর সাথে সম্পর্কিত এবং এল.আর. দাগ নং ২২৫৪৭ এবং ২২৫৭০ এর সাথে সম্পর্কিত জমি। খতিয়ান নং ২৬১৭ এবং ২৬৮৯, সাপুইপাড়া বাসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানা সহ, সাপুইপাড়া, আরএস-এ অবস্থিত - নিশ্চিন্দা (পূর্বে) বালি, জেলা-হাওড়া এবং হাওড়ার জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের এখতিয়ারের মধ্যে, ২০২৩ সালের জন্য দলিল নং আই-৬৬৮৯/২০২৩, এ.ডি.এস.আর.ও হাওড়া।

| ফ্ল্যাটের সীমানা | | জমি ও সম্পত্তির সীমানা | |
|---|---|---|---|
| উত্তরে | খোলা আকাশ | উত্তরে | ৬'-০" প্রশস্ত কমন প্যাসেজ দ্বারা। |
| দক্ষিণে | ফ্ল্যাট নং. ০২ | দক্ষিণে | আর.এস. দাগ নং ৬১৮৭ এর পার্ট ল্যান্ড দ্বারা। |
| পূর্বে | সিঁড়ির কেস, লিফট, লবি এবং ফ্ল্যাট নং ০৪ খোলা আকাশ | পূর্বে | ১০'-০" প্রশস্ত কমন প্যাসেজ দ্বারা |
| পশ্চিমে | খোলা আকাশ | পশ্চিমে | অন্যের জমির মাধ্যমে |

তারিখঃ ২২.১০.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা অঞ্চল

# দেড় বছর পর ওয়ানডে সিরিজ জয় বাংলাদেশের

মিরপুর, ২৪ অক্টোবর(হি.স.)ঃ বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দেড় বছর পর একদিনের সিরিজ জিতল। বৃহস্পতিবার মিরপুরে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে ব্যাটে-বলে বাংলাদেশের কাছে পাত্তাই পেল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ক্যারিবীয়দের ১৭৯ রানে হারিয়ে দিল বাংলাদেশ। মিরপুরে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের দেওয়া ২৯৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৩০.১ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করে মাত্র ১১৭ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পথে বল হাতে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন নাসুম আহমেদ ও রিশাদ হোসেন। আর ২টি করে উইকেট নিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তানভীর ইসলাম। ব্যাট হাতে বাংলাদেশকে জেতানোর নায়ক ছিলেন সৌম্য সরকার ও সাইফ হাসান। সৌম্য ৯১ আর সাইফ ৮০ রানের ইনিংস খেলেছেন। এদিকে তিন ম্যাচের এই সিরিজে ১২ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা হয়েছেন রিশাদ। শেষ ম্যাচে ৯১ রান করে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয়েছেন সৌম্য।

# তোমার শেষ ম্যাচ ছিল',সবাই ভেবেছিল, রোহিতকে বার্তা গম্ভীরের

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ওয়ানডে'তে ফিরে পারথে ব্যর্থ হয়েছিলেন হিটম্যান। তবে অ্যাডিলেডে চেনা ছন্দ পাওয়া গিয়েছে তাঁকে। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে লড়াকু ইনিংস উপহার দিয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁর ৭৩ রানের ইনিংসটা অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে। কিন্তু এই আবহে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে বলতে শোনা গিয়েছে, অ্যাডিলেডেই নাকি ফেয়ারওয়েল ম্যাচ ছিল রোহিতের। সেই ডিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল। দ্বিতীয় ওয়ানডে'তে কঠিন পরিস্থিতিতে পালটা লড়াই শুরু করেন রোহিত শর্মা। ইনসাইড-আউট, পুল শট, সুইপ শট একে একে নিজের সব শট ঝুলি থেকে বার করেন তিনি। পুল শটে পরপর দু'টি ছক্কা হাঁকাতেও দেখা যায় তাঁকে। সব মিলিয়ে ৯৭ বলে ৭৩ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেন হিটম্যান। রোহিতের এমন ঝকঝকে ইনিংসের পর ক্রিকেটমহল মনে করছে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক এখন 'সেফ জোনে'।ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, টিম হোটেলে যাওয়ার পথে রোহিতের সঙ্গে মজা করছেন গম্ভীর। ক্লিপটিতে দেখা যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলছেন, এটাই তোমার শেষ ম্যাচ ছিল। সবাই এমনই ভেবেছিল। এবার তো দয়া করে একটা ছবি পোস্ট করো। নেটিজেনরা মজার এই মুহূর্ত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন।এক নেটিজেন লিখছেন, 'এর থেকেই স্পষ্ট, ভারতীয় দলের পরিবেশ একদম ঠিকঠাক রয়েছে। যাঁরা খামকা সমালোচনা করেন, তাঁদের মুখের উপর জবাব।' আরেকজনের কথায়, ' ড্রেসিংরুমের সবকিছু ঠিক আছে। সতীর্থরা একে অপরের সঙ্গে মজা করছে। দলের পরিবেশ কতটা ভালো, তা এখান থেকেই পরিষ্কার।' কেউ লিখেছেন, ' হাসতে দেখে ভালো লাগছে।' উল্লেখ্য, রোহিত রান পেলেও অ্যাডিলেডে হেরে সিরিজ খুইয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

# তিন ক্রিকেটার সওয়ারি পেয়ে বিশ্বাসই করতে পারছেন না উবের চালক

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ বুকিং পেয়ে পিকআপ লোকেশনে হাজির উবের চালক। তাঁর ক্যাবে উঠলেন তিন যুবক। কিন্তু চালক তো অবাক! তিনি বারবার দেখতে থাকলেন তাঁদের। নিশ্চিত হওয়ার পর একেবারে কথা আটকে যায় চালকের। তাঁর ট্যাক্সিতে যাত্রী হিসাবে উঠেছেন টিম ইন্ডিয়ার তিন তারকা ক্রিকেটার। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে অ্যাডিলেডে ছিল ভারতীয় দল। সেখানেই শহর ঘুরতে বের হন যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। তাঁরা উবের বুকিং করার পর চালক যথাসসময়ে লোকেশনে পৌঁছে যান। কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর গাড়িতে ওঠেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। আর তাতে একেবারে তাজ্জব হয়ে যান চালক।

# দানি রামিরেজের যোগদানের কথা জানিয়ে দিল পঞ্জাব

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ শেষ সিজনে যথেষ্ট দাপটের সাথে শুরু করেছিল পঞ্জাব এফসি (গুত্মঢট্টজ্বজ্র ক্মক্ট)। যারফলে লিগ শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের ছেলেরা। যদিও সেটা বজায .ছিল না বেশিদিন। শেষ পর্যন্ত লিগ টেবিলের দশম স্থানে শেষ করেছিল দল। তারপর সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করে কোযার্টার ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য থাকলেও কাজে আসেনি সেই লড়াই। মানোলো মার্কুযেজের এফসি গোযার কাছে পরাজিত হযে .ছিটকে যেতে হযেছিল টুর্নামেঃট থেকে। সেই সমস্ত কিছু ভুলে এবারের এই নযা. সিজনে ভালো পারফরম্যান্স করাই প্রধান লক্ষ্য পঞ্জাব এফসির (গুত্মঢট্টজ্বজ্র ক্মক্ট)। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ থেকেই সাফল্য পেতে মরিযা. ছিল সকলে। কিন্তু সেখানেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হযনি। নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরে খুব শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর আইএসএলের এই ফুটবল দল। এক্ষেত্রে তাঁদের টার্গেট সুপার কাপ। কিছুদিন পরেই শুরু হবে এই সর্বভারতীয .কাপ টুর্নামেঃট। তাই অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিযেছে দলগুলি। তবে এই টুর্নামেঃটে মাঠে নামার আগে নিজেদের দলের আরো বেশ কিছু বিদেশি ফুটবলারদের সংযুক্ত করার পরিকল্পনা ম্যানেজমেঃটর। সেইমতো বেশকিছু ফুটবলারদের নাম উঠে আসতে শুরু করেছিল মাস কযেক ধরে। যার মধ্যে ছিলেন দানি রামিরেজ। শোনা যাচ্ছিল এই স্প্যানিশ ফুটবলারের নাম। অবশেষে বুধবার নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই কথা জানিযে .দেয .পঞ্জাব এফসি (গুত্মঢট্টজ্বজ্র ক্মক্ট)। তাঁর উপস্থিতি নিঃসঃদহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলবে দলের মাঝমাঠকে। ভারতের এই দলে যোগদান করার পূর্বে প্রথম টাযারের ফুটবল ক্লাব মানিসা এফ কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বছর তেত্রিশের এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। পরবর্তীতে যদিও তাঁকে রিলিজ করে দিযেছিল সেই দল। কিছু মাস পরেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ শুর করেছিল পঞ্জাব এফসি (গুত্মঢট্টজ্বজ্র ক্মক্ট)। মনে করা হচ্ছিল যে গত কযেক সপ্তাহ আগেই সম্পন্ন হযেছে সমস্ত সই সাবুদ। শুধুমাত্র ঘোষণার অপেক্ষায .ছিল সকলে। সেটাই হযে .গেল এবার। আসন্ন সুপার কাপে নিজেদের আদৌও কতটা মেলে ধরতে পারে এই ক্লাব, সেটাই দেখার।

# এক নজরে ২০২৫ মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিল

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর (হি.স.): বৃহস্পতিবার নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫৩ রানের জয়ের (ডিএল পদ্ধতিতে) পর ভারত পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ স্থানে থাকলেও ২০২৫ সালের মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিউ জিল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেল। চারটি সেমিফাইনালের জায়গা নিশ্চিত হয়ে গেছে - ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড শেষ চারটি পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। তবে, সব দলেরই আরও একটি ম্যাচ বাকি আছে, যার পরে গুয়াহাটি এবং নবি মুম্বইতে অনুষ্ঠিতব্য সেমিফাইনালের খেলাগুলি নিশ্চিত করা হবে। এখানে ২০২৫ সালের মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলের এক নজর দেওয়া হল।,অস্ট্রেলিয়া (কিউ)ঃ ম্যাচ ৬, জয় ৫, পরিত্যক্ত ১, রান পয়েন্ট রেটঃ ১.৭০৪, পয়েন্ট ১১। দক্ষিণ আফ্রিকা (কিউ)ঃ ম্যাচ ৬, জয় ৫,পরাজয় ১, রান রেটঃ ০.২৭৬, পয়েন্ট ১০। ইংল্যান্ড (কিউ)ঃ ম্যাচ ৬, জয় ৪, পরাজয় ১, পরিত্যক্ত ১, রান রেট ঃ ১.০২৪, পয়েন্ট ৯। ভারত (কিউ)ঃ ম্যাচ৬, জয় ৩, পরাজয় ৩, রান রেটঃ ০.৬২৮, পয়েন্ট ৬। নিউ জিল্যান্ডঃ ম্যাচ ৬, জয় ১,পরাজয় ৩, পরিত্যক্ত ২,রান রেটঃ-০.৪৯০,পয়েন্ট ৪। শ্রীলঙ্কা ঃ ম্যাচ ৬,জয় ১,পরাজয় ৩,পরিত্যক্ত ২,রান রেটঃ -১.০৩৫,পয়েন্ট ৪। বাংলাদেশ ঃ্যাচ ৬,জয় ১,পরাজয় ৫,রান রেটঃ-০.৫৭৮,পয়েন্ট ২। পাকিস্তানঃ ম্যাচ ৬, পরাজয় ৪,পরিত্যক্ত ২,রান রেটঃ-২.৬৫১,পয়েন্ট ২।

# পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের 'হুমকির' বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল সে দেশেরই ক্রিকেট কর্তা

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ পাক ক্রিকেটে অন্তর্দ্বন্দ্ব! পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ' বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল সে দেশেরই ক্রিকেট কর্তা। এমনকী পিসিবি'র পাঠানো আইনি চিঠি ছিঁড়ে উড়িয়ে দেওয়া হল। সেটা করলেন পাকিস্তানের ক্রিকেট লিগের দল মুলতান সুলতানের কর্মকর্তা। এই দলে মহম্মদ রিজওয়ান খেলেন। ঠিক কী ঘটছে পাকিস্তানের ক্রিকেটে? ১০ বছর হয়ে গেল তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের। সব ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর এবার চুক্তি শেষ হবে। আবার নতুন চুক্তি হবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করছে পিসিবি'র উপর। এই পরিস্থিতিতে মুলতান সুলতানকে আইনি নোটিস পাঠায় পিসিবি। কারণ, ওই দলের সহ-মালিক আলি খান তারিন সাম্প্রতিক সময়ে মহসিন নকভি ও পিসিবি'র সমালোচনা করেছিলেন। যার জন্য পিসিবি'র তরফ থেকে মুলতান সুলতানকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল। চুক্তি নবীকরণের আগে যা কার্যত ' কিন্তু ক্ষমা চাওয়া দূরের কথা। আলি ক্যামেরার সামনে সেই চিঠি ছিঁ।ড়ে ফেললেন। সঙ্গে তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি, দেশের ক্রিকেটের কোন সমস্যা নিয়ে তোমার বক্তব্য রয়েছে? সেসব না করে সোজা আমাকে আইনি নোটিস ধরিয়ে দেওয়া হল। যদিও ওদের ঘটে বুদ্ধি থাকত, তাহলে বুঝত এই ভাবে আমার মুখ বন্ধ করানো যাবে না। একটা কথা স্পষ্ট করে বুঝে রাখুন, এভাবে হুমকি দিলেও আমি চুপ থাকব না। আলি আরও বলেন, আমার আইনি দল আমাকে বলেছে ক্ষমা চাওয়ার মতো আমি কিছু করিনি। কারণ আমি কোনও ভুল করিনি। তারপরইও আমি ক্ষমা চাইছি। আমি চাই পিএসএলের উন্নতি হোক। কিন্তু সমস্যাগুলো দেখেই আমি সুর চড়াই। কিন্তু আপনারা যেভাবে কোনও কাজ না করেই একে-অপরের পিঠ চাপড়ে যাচ্ছেন, সেটাতেই আমি অখুশি।

# অঙ্কের বিচারে এখনও টপকাতে পারে নিউজিল্যান্ড, তবু বিশ্বকাপের সেমিতে স্মৃতিরা

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে ভারত। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছেন হরমনপ্রীত কউররা। কিন্তু পয়েন্ট টেবিল বলছে, এখনও পয়েন্ট এবং নেট রানরেটের বিচারে ভারতকে পিছনে ফেলতে পারে নিউজিল্যান্ড। তা সত্ত্বেও এবারের বিশ্বকাপের চতুর্থ দল হিসাবে সেমিফাইনালে ভারতের জায়গা পাকা। কিন্তু কেন এমনটা হল?আসলে মহিলা বিশ্বকাপের নিয়ম অনুযায়ী, নেট রান রেটের গুরুত্ব কিছুটা কম। বরং নজর দেওয়া হয় কোন দল কটা ম্যাচ জিতেছে, তার উপর। এই একটা ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের থেকে এগিয়ে ভারত। কারণ চলতি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের দু'টো ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। ফলে ওই দুই ম্যাচ থেকে কিউয়িদের ঝুলিতে দুই পয়েঃট এসেছে। কিন্তু নিউজিল্যান্ড মাত্র একটা ম্যাচ জিতেছে। তাই ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে নিউজিল্যান্ডের মোট ৪ পয়েন্ট ছিল। কিন্তু ভারত

বিশ্বকাপের শুরুতেই পরপর দুই ম্যাচে জিতে নিয়েছিল। অর্থা সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে নিউজিল্যান্ডের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন হরমনরা। বৃহস্পতিবার কিউয়িদের হারিয়ে দিয়ে চলতি বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্যাচটা জিতে নিয়েছে ভারত। তাই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে যদি নিউজিল্যান্ড জিতে যায়, আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হারেন হরমনরা, তাহলেও মোট ম্যাচ জয়ের অঙ্কে ভারতকে টপকাতে পারবে না নিউজিল্যান্ড। তাই এবারের মতো বিশ্বকাপ থেকে কিউয়িদের বিদায় নিশ্চিত। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। পরপর তিন ম্যাচে হারের পর এই ম্যাচে ঘুরে দাঁ।নোটা ভারতের পক্ষে খুবই প্রয়োজন ছিল। মরণবাঁচন ম্যাচে দারুণ ব্যাটিং করে ভারত। বৃষ্টির কারণে ওভারসংখ্যা এবং টার্গেট দুটোই কমে যায় নিউজিল্যান্ডের। কিন্তু রানের গতি বাড়াতে পারেননি সোফি ডিভাইনরা। শেষপর্যন্ত নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা হারল ৫৩ রানে। আগামী রবিবার স্মৃতি মান্ধানাদের শেষ ম্যাচ বাংলাদেশের সঙ্গে। নকআউটের আগে ওই ম্যাচ এখন স্রেফ নিয়মরক্ষার।

# সিরিজ পকেটে, শেষ ওয়ানডের আগে অজি দলে গুচ্ছ বদল, টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন না গিলদের

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ পকেটে। তাই ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচের আগে দলে আরও নিরীক্ষানিরীক্ষা করার পথে অস্ট্রেলিয়া। আরও একাধিক তরুণ ক্রিকেটার শেষ ম্যাচে সুযোগ পেতে পারেন। টি-২০ সিরিজেও একাধিক বদল করল অজিরা।

শেষ ওয়ানডের আগে অস্ট্রেলিয়া দলে ঢুকলেন দুই তরুণ। আগের ম্যাচে চলতে পারেননি খেলতে পারেননি ম্যাট কুনেম্যান। তিনি তৃতীয় ম্যাচে দলে ঢুকছেন। একই সঙ্গে দলে নেওয়া হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের অধিনায়ক জ্যাক এডওয়ার্ডস। শেষ ম্যাচের আগে মার্নস লাবুশানে, জশ হ্যাজেলউড এবং শন অ্যাবোটকে শেফিল্ড শিল্ড খেলার নির্দেশ দিয়েছে অজি নির্বাচক মণ্ডলী। অ্যাশেজের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখেই এই ৩ তারকাকে শেফিল্ড শিল্ড খেলতে বলা হয়েছে। যার অর্থ, টি-২০ সিরিজে খেলবেন না এরা তিনজনই। হ্যাজেলউড প্রথম দুই ম্যাচেই ভারতীয় টপ অর্ডারকে ভুগিয়েছে। দ্বিতীয় ওয়ানডে-তে

রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছিলেন রোহিতকে। সেই হ্যাজেলউডকে টি-২০ সিরিজে অজিরা না খেলালে শুভমান গিলরা স্বস্তি পাবেন বলাই যায়। হ্যাজেলউডের বদলে অভিষেক হতে পারে ২০ বছরের তরুণ মাহলি বিয়ার্ডম্যানের। তাঁকে তৃতীয় থেকে পঞ্চ টি-টোয়েন্টি র জন্য দলে নিয়েছে অজিরা। চোট সারিয়ে টি-২০ দলে ঢুকে প।লেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও। সিরিজের তৃতীয় থেকে পঞ্চম ম্যাচে খেলবেন তিনি। বেন ডোয়ারসুইসকেও দলে নেওয়া হয়েছে। তিনি খেলবেন চতুর্থ ও পঞ্চম ম্যাচে। যশ ফিলিপকেও দলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বাদ প।াদের তালিকায় রয়েছেন শন অ্যাবোটও। তিনিও শেফিল্ড শিল্ড খেলবেন।

# স্পনসর জোটেনি! 'দলের ভবিষ্যৎ' নিয়ে ফেডারেশনকে তোপ এফসি গোয়ার

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি নিয়ে আল নাসের ম্যাচের পর প্রশ্ন তুলেছিলেন এফসি গোয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এবার ফেডারেশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন গোয়ার শীর্ষকর্তা রবি পুষ্কর। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ' যে সংস্থার উচিত সাহায্যকারীর ভূমিকা নেওয়া, তাদের জন্যই বিতর্কের সূত্রপাত হচ্ছে। আল নাসেরের বিরুদ্ধে আমাদের জার্সিতে কোনও স্পনসরের নাম ছিল না। কারণ সম্ভাব্য স্পনসররা সকলেই প্রশ্ন করেছে, এই ম্যাচের পর কী হবে? আমরা শেষ চার মাসে চারটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল ১৫ অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করতে। ২৩ অক্টোবরে এসেও তা হয়নি। ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে দু'টো বিষয় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এখন- ক্যালেন্ডার এবং সংহতি।' তিনি আরও জানান, ' মোট ৭০০টি

ব্র্যান্ডের সাথে স্পনসরশিপের জন্য যোগাযোগ করেছিলাম। ৭০০টির মধ্যে, প্রায় ২৫০-৩০০ জন ' ফুটবল' শব্দটি ব্যবহার করতেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বাকিরা বলেছিল, আমরা যদি এই একটি ম্যাচেও স্পনসর করি, তার পরে কী? তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, লিগ কখন শুরু হবে? কারণ তারা ন্যূনতম এক বছরের চুক্তি করতে চায়। আমরা এর নিশ্চয়তা দিতে পারি না। কারণ নভেম্বর সুপার কাপের পরে আমাদের নিজেদের কাছেই কোনও নিশ্চয়তা নেই। ডিসেম্বরে আমাদের এসিএল ২ অভিযান শেষ হবে।' তার সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন পুলিশি নিরাপত্তা নিয়েও। একজন ভক্ত মাঠে ঢুকে পড়েন। সেলফি তোলেন আল নাসের ও পর্তুগিজ তারকা জোয়াও ফেলিক্সের সঙ্গে। এত পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে কেরলের ওই দর্শক মাঠে ঢুকে প।লেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পুষ্কর। পরে ওই ভক্তকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। নিরাপত্তা লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের জীবন বিপন্ন করার অভিযোগে ওই ভক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ওই ভক্তের তোলা সেলফিটাও ডিলিট করে দেওয়া হয়।

# বিরাটের ব্যর্থতাকে ঢাল করে পিঠ বাঁচাচ্ছেন গম্ভীর! দল নির্বাচন-ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্নের মুখে কোচ

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ সাত মাস পর বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসায় অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ফোকাসটা সম্পূর্ণ ওদের দিকে ঘুরে গিয়েছে। আর প্রচারের সার্চলাইট ওদের দিকে চলে যাওয়ায়, টিমের অজস্র ভুলভ্রান্তি, কোচ গৌতম গম্ভীরের কুসিত দল নির্বাচন, সবই নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। একম্যাচ বাকি থাকতে ভারত সিরিজ হারতেই এই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। তাঁদের মতে, রোহিত-বিরাট পরোক্ষে ঢাল হিসেবে কাজ করছে গম্ভীরের। ওরা রান পাচ্ছে নাকি পাচ্ছে না, লোকে সে সব নিয়ে পড়ে থাকছে। কিন্তু বাকিদের পারফরম্যান্স কেউ খেয়াল করে দেখছে না। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭৩ রান করেছেন রোহিত। আবারও শূন্য রানে আউট হয়েছেন বিরাট। কিন্তু এই দু'জন ছাড়া বাকিদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। কোন যুক্তিতে টিমে দিনের পর দিন থাকেন হর্ষিত রানা? আর মহম্মদ শামি, আকাশ দীপের মতো

পেসারকে উপেক্ষিত থেকে যেতে হয়? কোন যুক্তিতে খেলানো হয় না দেশের এক নম্বর স্পিনার কুলদীপ যাদবকে? দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া অ্যাডাম জাম্পাকে খেলিয়েছে, চার উইকেট পেয়েছেন তারকা স্পিনার। কিন্তু সেখানে কুলদীপ উপেক্ষিত কেন? জবাব জানা নেই। ব্যর্থ হওয়ার পর হর্ষিত রানাকে নিয়েও প্রচুর প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ফিটনেস নেই, উইকেট তুললেও রান লিক করছেন গম্ভীরের প্রিয়পাত্র। ভারতীয় দলের হেড কোচের মাথা কীভাবে কাজ করে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, কোন যুক্তিতে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জশপ্রীত বুমরাহকে খেলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হয়? দলে ফিল্ডিং কোচ থাকা সত্ত্বেও কেন অসংখ্য সহজ ক্যাচ মিস করে ম্যাচ হাতছাড়া করছে ভারত? ' অ্যান্ড পিস' ক্রিকেটারদের ভরসায় কি অজিভূমে গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো যায়? ভারতীয় দল ঘিরে প্রশ্ন অনেক, কিন্তু উত্তর অধরাই।

# আবারও ইন্টার মায়ামির জার্সিতে লিও মেসি

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ আরও তিন বছর ইন্টার মায়ামিতে থাকছেন লিওনেল মেসি। মেজর সকার লিগের এই ক্লাবের সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন আর্জেন্টাইন এই মহাতারকা। অর্থাৎ আরও তিন বছর মেজর লিগ সকারে খেলতে দেখা যাবে এলএম১০-কে।

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর এই চুক্তি আমেরিকান ফুটবলের জন্য বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছে ফুটবলমহল। ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, ' অধিনায়ক, আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী, বিশ্বজয়ী লিও মেসির সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে ইন্টার মায়ামি।' নয়া চুক্তিতে সইয়ের পর উচ্ছ্বসিত মেসিও। ক্লাবের বিবৃতিতে তিনি বলেন, ' মায়ামিতে আরও তিন

বছর থাকতে পেরে সত্যিই খুশি। অবশেষে মায়ামি ফ্রিডম পার্কের নতুন স্টেডিয়ামে খেলার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। এরজন্য অধীর আগ্রহে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।' মেসি আরও বলেন, 'মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে আমি খুবই খুশি। এই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি বৃদ্ধি করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত।' ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক কিংবদন্তি ফুটবলার ডেভিড বেকহ্যামও মেসির এই সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বসিত। তাঁর কথায়, মায়ামি শহর, ক্লাব এবং ফুটবলের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেসি। লিও এখনও জিততে চায়। এই দেশে ফুটবলের প্রসার এবং মানোন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছেন। যা ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে পিএসজি থেকে ইন্টার মায়ামিতে এসেছেন।

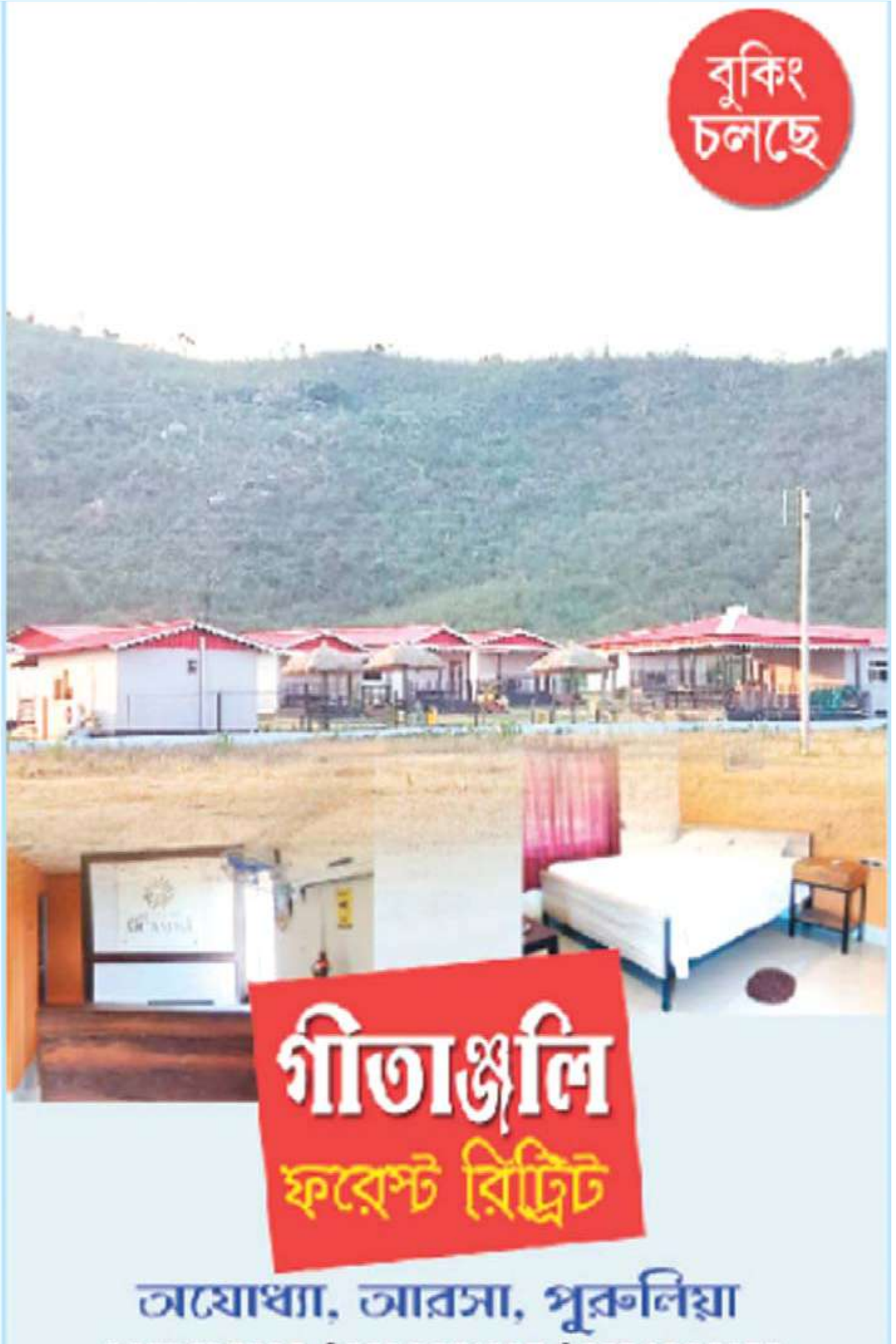


# ভারতে খেলার অনুমতি দিতে নারাজ পাক প্রশাসন!

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ অক্টোবর ঃ জল্পনা ছিলই। এবার তাতে সিলমোহর দিয়ে ভারতে আয়োজিত জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি থেকে নাম তুলে নিল পাকিস্তান। ২৮ নভেম্বর থেকে চেন্নাই এবং মাদুরাইয়ে বসতে চলেছে বিশ্বকাপের আসর। তাতে অংশগ্রহণ করবে না জুনিয়র পাক দল। এর আগে হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছিল তারা। এবার সেদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপেও দল পাঠাবে না পাক দল। পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সচিব রানা মুজাহিদ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি অনুকূল নয়। এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আমাদের ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করেনি। মহসিন নকভির কাছ থেকে ট্রফি পর্যন্ত নিতে চায়নি। যা লজ্জাজনক। এই আচরণ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের প্রতি ওদের মনোভাব। প্রসঙ্গত, গ্রুপ বি'তে ভারত, চিলি এবং সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ছিল পাকিস্তানও।

পিএইচএফ-এর এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার এবং পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডের পরামর্শ চেয়েছিলাম আমরা। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আরও জানিয়েছেন, বিষয়টি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে জানানো হয়েছে। পহেলগাঁও হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই প্রশ্ন ওঠে, ভারতের মাটিতে কি খেলতে আসবে পাক দল? হকি এশিয়া. কাপ থেকে দল তুলে নেওয়ার পর ভবিতব্য ছিল, জুনিয়র বিশ্বকাপ থেকেও হয়তো দল তুলে নেবে পাকিস্তান। এবার তাতে সিলমোহর দিয়ে বিশ্বকাপও বয়কট করল তারা। মোট ২৪ দল জুনিয়র বিশ্বকাপ খেলার কথা। এর মধ্যে ২৩টি দল আগেই ভারতে আসার কথা জানিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান বেঁকে বসল। পরিবর্ত হিসাবে কি সুযোগ দেওয়া হবে অন্য কোনও দলকে? নাকি ২৩ দল নিয়েই আয়োজিত হবে বিশ্বকাপ? সিদ্ধান্ত এখন বিশ্ব হকি নিয়ামক সংস্থার কোর্টে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com